NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ সিরিয়া: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মানবতার সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের ইতিহাস

কয়লা পাচার কাণ্ডে চার্জ গঠন হল বিশেষ সিবিআই আদালতে ৫

কলকাতা ১১ ডিসেম্বর ২০২৪ ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৮০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 11.12.2024, Vol.18, Issue No. 180 8 Pages, Price 3.00

ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লাগলে পরমাণু বোমা দেবে পাকিস্তান

বাংলাদেশের আস্ফালনে ঘৃতাহুতি পাক ধর্মগুরুর

ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর: ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাংলাদেশকে পরমাণু বোমা দিয়ে সাহায্য করবে পাকিস্তান! প্রতিবেশী পাকিস্তানের মাটি থেকে এমনই আশ্বাস দেওয়া হল বাংলাদেশি কট্টরপন্থীদের। ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জঙ্গিদের লাগাতার হুমকি, হুঁশিয়ারির মাঝেই পাক ধর্মগুরুর এহেন বার্তা প্রকাশ্যে এসেছে। যাকে কেন্দ্র করে শোরগোল শুরু হয়েছে।

হাসিনা বিদায়ের পর ইউনূসের বাংলাদেশে ধর্মান্ধদের আস্ফালন শুরু হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সখ্যতা যে নতুন করে বেড়ে উঠেছে সে ইঙ্গিত আগেই মিলেছিল। শোনা যাচ্ছিল, ভারতের বিরুদ্ধে জিহাদি কার্যকলাপ বাড়িয়ে তুলতে বাংলাদেশকে হাতিয়ার করছে পাকিস্তান। ফলে প্রতিবেশী দেশি ভারতবিরোধী আস্ফালন চরম আকার নিয়েছে জঙ্গিদের সেই আস্ফালনে এবার ইন্ধন জোগাতে শুরু করল পাকিস্তান। যুদ্ধের জিগির উস্কে পাকিস্তানের এক কট্টরপন্থী ধর্মগুরুকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'বাংলাদেশের ভাইদের বলছি, পাকিস্তানের পরমাণু বোমাও তোমাদের। কেউ চোখ তুলে দেখলে চোখ উপড়ে নেব, হাত তুললে হাত ভেঙে দেব।'

গত কয়েকদিনে লাগাতার ভারত বিরোধী মন্তব্য শোনা গিয়েছে বাংলাদেশের প্রাক্তন সেনা প্রধান ও ধর্মগুরুদের মুখে। কখনও কলকাতা-সহ উত্তর-পূর্ব ভারত দখলের হুমকি দিয়েছে বাংলাদেশের প্রাক্তন সেনাপ্রধানরা। শুধু তাই নয়, বিশ্বের একাধিক দেশে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন হিজবুত তাহরি এবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বাংলাদেশে। ভারতজুড়ে 'খিলাফত' তৈরির বার্তা দেওয়া হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে রাজধানী ঢাকায় লিফলেটও বিলি করে হিজবুত তাহরি। যেখানে ভারত বিদ্বেষ ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদের বার্তা দেওয়া হয়। ভারত বিরোধিতা তো বটেই বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর হামলা চালানোর উস্কানি দিতে শোনা গিয়েছে সেখানকার ধর্মগুরুদের।

এহেন পরিস্থিতিতেই বাংলাদেশের ভারত বিরোধিতার আগুনে ঘি ঢালতে তৎপর হল পাকিস্তান। হিংসা ও মৌলবাদ আরও ছড়িয়ে দিতে পাকিস্তান থেকে আসছে ভারত বিরোধী একের পর এক উস্কানিমূলক হুমকি বার্তা।

জাতীয় স্লোগান নয় 'জয় বাংলা'

ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর: 'জয় বাংলা' বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান নয়। বঙ্গবন্ধুর 'জয় বাংলা' স্লোগান মান্যতা পেল না সেদেশের সুপ্রিম কোর্টে। এই মামলায় হাইকোর্টের রায় স্থগিতাদেশের নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আর বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান থাকছে না বঙ্গবন্ধুর 'জয় বাংলা'। প্রসঙ্গত, ২০২০ সালে 'জয় বাংলা'কে বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান হিসাবে ঘোষণা করে হাইকোর্ট। ২০২০ সালের ১০ মার্চ 'জয় বাংলা'কে বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় হাইকোর্ট। সেই অনুযায়ী তৎকালীন সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতেও নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে মহম্মদ ইউনূসের তত্ত্বাবধানে থাকা অন্তর্বর্তী সরকার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে। সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার বাংলা শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের বেঞ্চ এই রায় দেন। ২০২০ সালের হাইকোর্টের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ দেয় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। সূত্রে খবর, এদিন আদালতে সরকার পক্ষের হয়ে সওয়াল করেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক।

ফের তিন মাস পিছিয়ে গেল আরজি কর মামলার শুনানি

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর: শীর্ষ আদালতে তিন মাসের জন্য পিছিয়ে গেল আরজি কর মামলার শুনানি। নতুন বেঞ্চ তৈরির পর মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতে শোনা হয় এই মামলা। সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী ১৭ মার্চ। অর্থাৎ তিন মাস পর।

আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের মামলায় মঙ্গলবার সিবিআইয়ের তরফে আদালতকে জানানো হয়েছে, আগামী সপ্তাহের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে ট্রায়াল। এই মামলায় মোট সাক্ষী ৫১ জন। তার মধ্যে ৪৩ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়ে গিয়েছে। বাকি গুলিও শীঘ্রই শেষ হবে। ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিনই ট্রায়াল চলছে। সিবিআইয়ের তরফে যে তদন্ত চলছে তা মূলত তিনটি পথে চলছে, খুন ও ধর্ষণের মূল মামলা, তথ্যপ্রমাণ লোপাট ও আর্থিক দুর্নীতি। এই প্রেক্ষিতেই শুনানি চলার সময়ে প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'ডিএনএ রিপোর্ট করা হয়েছে? রিপোর্ট কোথায়?' জবাবে তুষার মেহতা বলেন, 'রিপোর্ট মিলে করেছে।'

পাশাপাশি, আরজি কর আর্থিক দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট দেওয়া হয়েছে কি না, তা জানতে চান প্রধান বিচারপতি। সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহেতা বলেন, অন্য কোর্টে এই বিষয়ে মামলা চলছে। একইসঙ্গে রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, 'দুই অভিযুক্ত সরকারি পদে কাজ করেছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে রাজ্যের অনুমতি প্রয়োজন। কিন্তু রাজ্যের অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না।' যদিও সিবিআইয়ের দাবি মানেননি রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বল। তিনি বলেন, 'আমাদের কাছে এমন কোনও তথ্য নেই।' পালটা সিবিআইয়ের আইনজীবী জানান, ২৭ নভেম্বর সরকারি পদে কাজ করা দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য রাজ্যের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। ২৯ নভেম্বর চার্জশিট দেওয়া হয়।

এছাড়া এদিনের শুনানিতে জুনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী অনুরোধ করেন, রাজ্যের পদক্ষেপের উপর নজরদারি করতে নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করা হোক। এ প্রসঙ্গে বিচারপতি জানান, 'আপনাদের যা বলার ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্সের কাছে বলুন। টাস্ক ফোর্সকে আমরা নির্দেশ দিতে পারি।' এ বিষয়ে একটি ইমেল আইডি চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয় ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্সকে। সেখানে যাবতীয় অভিযোগ জানাতে পারবেন চিকিৎসকরা। সব খতিয়ে দেখে ১২ সপ্তাহ পরে রিপোর্ট দেবে টাস্ক ফোর্স।

একইসঙ্গে কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহারের অনুমতি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি বলেন, 'ওই সংক্রান্ত মামলাটি হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। তাই ওই আবেদনটির শুনানি হবে না।' সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আগামী ১৭ মার্চ মামলার পরবর্তী শুনানি হবে বলে জানিয়ে দেন প্রধান বিচারপতি।

টাস্ক ফোর্সকে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর: আরজি করের মামলার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট একটি ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স গঠন করে দিয়েছিল। সারা দেশের চিকিৎসক, চিকিৎসক পড়ুয়া এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা বিষয়ে নজরদারি চালাবে তারা। মঙ্গলবারের শুনানিতে সেই টাস্ক ফোর্সকে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। শুনানিতে জুনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং একটি নিরপেক্ষ কমিটির দাবি জানান। তাঁর কথায়, 'আমার অনুরোধ রাজ্যের পদক্ষেপের উপর নজরদারি করতে নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করা হোক।' সেই আর্জি শুনে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আপনাদের যা বলার ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্সের কাছে বলুন। টাস্ক ফোর্সকে আমরা নির্দেশ দিতে পারি।' তার পরই তিনি বলেন, 'একটি ইমেল আইডি চালু করবে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স (এনটিএফ)। সেখানে দাবি বা অভিযোগ জানাতে পারবেন চিকিৎসকেরা। সব খতিয়ে দেখে ১২ সপ্তাহ পরে রিপোর্ট দেবে টাস্ক ফোর্স।'

দিঘায় পৌঁছে জনসংযোগ সারলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: জগন্নাথ মন্দিরের কাজ কত দূর তা খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার দিঘায় পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিউ দিঘায় নেমেই একপ্রস্থ জনসংযোগ সেরেছেন। এদিন দুপুর পৌনে তিনটে নাগাদ দিঘার হেলিপ্যাড ময়দানে নামেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে উপস্থিত হন কাঁথি সংগাঠনিক জেলার যুব তৃণমূল সভাপতি সুপ্রকাশ গিরি, তৃণমূলের কাঁথি সংগাঠনিক জেলার সভাপতি পীযূষকান্তি পণ্ডা, জেলা মহিলা সভানেত্রী মুক্তারুন বিবি-সহ জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব।

মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে সৈকত নগরী দিঘা-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকা। নাকা চেকিং করা হচ্ছে। এদিন হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে নেমে জনসংযোগ করতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। 'ঘরের মেয়ে' মমতাকে দেখতে সেখানে হাজির হয়েছিল কচিকাঁচা থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও। তাঁকে দেখার জন্য আমজনতার মধ্যে উন্মাদনাও ছিল চোখে পড়ার মতো। শিশুদের কোলে নিয়ে আদরও করেন তিনি। তার পরে সরকারি আবাসন 'দিঘি'তে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী।

তবে দিঘা সফরে জগন্নাথ মন্দির পরিদর্শনের পাশাপাশি জেলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও জেলার নেতাদের সঙ্গে কথা বলরা কথা রয়েছে তাঁর। এমনকী দিঘার সমাগ্রিক উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ানও নেওয়ার কথা প্রশাসনের কর্তাদের থেকে। এদিন বিকেল ৩টে নাগাদ দিঘার হেলিপ্যাড ময়দানে নামেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে ততক্ষণে রীতিমতো ভিড় জমেছে এলাকায়। হেলপ্যাড থেকে হেঁটে সোজা উঠে যান গাড়িতে। সোজা চলে যান ওল্ড দিঘার গেস্ট হাউসে।

যদিও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর দাবি, এত কিছু করেও চিঁড়ে বিশেষ ভিজবে না। পূর্ব মেদিনীপুরের জাতীয়তাবাদী, রাষ্ট্রবাদী মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রত্যাখান করেছেন। আক্রমণের ধার আরও বাড়িয়ে বলেন, 'লোকসভা ভোটে অধিকারী মুক্ত করার ডাক দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু মানুষ মমতা-অভিষেক মুক্ত করেছে।' শুধু তাই নয়, মমতাকে ছুটি উপভোগ করুন বলেও খোঁচা দিয়েছেন শুভেন্দু। বলেন, 'প্রতি বছরের মতো এবারও মুখ্যমন্ত্রী শীতকালীন ছুটি উপভোগ করতে দিঘায় এসে গিয়েছেন। ভালো কথা, উনি দীঘার সমুদ্র সৈকতে ঘুরুন, জগন্নাথ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কাজের অগ্রগতির তদারকি করুন এবং আনন্দের সঙ্গে তিন দিনের ছুটি উপভোগ করুন। নচেৎ ওনার নিরাপত্তায় ৩২৮০ জন পুলিশ কর্মী মোতায়েনের জন্য বরাদ্দ কোটি কোটি টাকা বৃথা যাবে।'

ধনখড়ের বিরুদ্ধে সর্বসম্মত অনাস্থা প্রস্তাব 'ইন্ডিয়া'র

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর: রাজ্যসভার চেয়ারপার্সন জগদীপ ধনখড়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে অনাস্থা প্রস্তাব আনল বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'। চলতি শীতকালীন অধিবেশনের সময় দেশের বিরোধী জোটের ঐক্য-চিত্র ধরা পড়ল এই প্রথম। এর আগে আদানি বিষয়ে কংগ্রেসের কর্মসূচি এড়িয়ে গিয়েছিল সমাজবাদী পার্টি এবং তৃণমূল। ছিল না আপ-ও। ধনখড়ের বিরুদ্ধে 'ইন্ডিয়া'র আনা অনাস্থা প্রস্তাবে ৬০ সাংসদের সই রয়েছে। কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টি, ডিএমকের সাংসদরা রয়েছেন তালিকায়। পাশাপাশি সই রয়েছে আরজেডি, জেএমএম, শিবসেনা (উদ্ধব), এনসিপি (শরদ)-সহ 'ইন্ডিয়া'র সব শরিক দলের সাংসদের। ওই অনাস্থা প্রস্তাব রাজ্যসভার সচিবালয়ে জমা দেবেন তাঁরা। তৃণমূলের এক রাজ্যসভার সাংসদ জানান, বিরোধীরা সকলে মিলেই অনাস্থা প্রস্তাবে সই করেছেন। নিয়ম অনুসারে রাজ্যসভার চেয়ারপার্সনের অপসারণের জন্য অনাস্থা প্রস্তাবটি প্রথমে রাজ্যসভায় পেশ করতে হবে। সেখানে সাংসদদের ভোটাভুটিতে ধনখড়ের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত প্রয়োজন। তার পর সেটি লোকসভায় পেশ হবে। সেখানেও একই ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ধনখড়ের বিরুদ্ধে মত প্রয়োজন। কিন্তু সাংসদ-সংখ্যার বিচারে 'ইন্ডিয়া'র একক ভাবে ধনখড়ের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ মত তৈরি সম্ভব নয়। তার পরেও ধনখড়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে অনাস্থা প্রস্তাব যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে এই অনাস্থা প্রস্তাবকে বিরোধীদের একটি নীতিগত অবস্থান বোঝানোর চেষ্টা বলেও ব্যাখ্যা করছেন কেউ কেউ। আদানি-বিতর্ক নিয়ে আলোচনা চাওয়া হবে না, এ কথা অবশ্য তৃণমূল কখনও বলেনি। তবে তৃণমূল সাংসদদের বক্তব্য, বাংলার দাবিদাওয়াগুলিকেই তাঁরা অগ্রাধিকার দিতে চান সংসদে। আলোচনা চান মণিপুরের মতো প্রসঙ্গ নিয়েও। তা ছাড়া হট্টগোল করে সংসদ অচল করা নিয়েও আপত্তি রয়েছে তৃণমূলের। কারণ, সংসদ অচল হলে মানুষের দাবিদাওয়ার কথা, বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষকে বঞ্চনার অভিযোগের কথা অধিবেশনে তুলে ধরা যাবে না। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আদানি প্রসঙ্গে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা আমদানি-রপ্তানি বুঝি না। আমাদের জামদানি আছে।'

দুর্ঘটনায় নিহত ৭

■ মুম্বইয়ের বাস দুর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত সাত জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহত অন্তত ৪৯ জন। নিহতদের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করেছে মহারাষ্ট্রের 'মহাজুটি' সরকার। সোমবার রাত পৌনে ১০টা নাগাদ মুম্বইয়ে কুরলা এলাকায় যাত্রিবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৩০-৪০টি গাড়িতে ধাক্কা মেরে ফুটপাথে উঠে যায়। তার পর একটি আবাসনের মূল ফটকে ধাক্কা মারে। এই দুর্ঘটনায় প্রথমে চার জন পথচারীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল। পরে পুলিশের তরফে জানানো হয়, নিহতের সংখ্যা সাত।

মৃত্যুদণ্ডে নির্দেশ

■ অযৌক্তিক কারণে ফাঁসির সাজা কার্যকরে দেরি করা যাবে না কোনওমতেই। ফাঁসির সাজায় দেরি হলে বিবেচনা করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিতে পারে আদালত। সোমবার একথা জানাল সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি অভিযুক্তের অধিকারের বিষয়টিকেও অগ্রাধিকার দিতে হবে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত।

শহিদ সেনা জওয়ান

■ ভারত-পাক সীমান্তে রুটিন টহলদারি চলাকালীন ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে শহিদ হয়েছেন ভারতীয় সেনার এক জওয়ান। সোমবার সন্ধ্যেয় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার সাবজিয়ান সেক্টরে। মৃত ওই জওয়ানের নাম সুব্বাইয়া বারিকুন্টা।

ইন্ডিয়া'র নেতৃত্বে মমতাকেই চান লালুপ্রসাদ

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর: অখিলেশ যাদব, উদ্ধব ঠাকরে, জগনমোহন রেড্ডিদের পর এবার বিরোধী জোট ইন্ডিয়া-র নেতৃত্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করে সুর চড়ালেন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব। এনিয়ে কংগ্রেসকেও একহাত নিয়েছেন তিনি। বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদের সাফ কথা, 'কংগ্রেসের কোনও আপত্তি মানব না, ধোপে টিকবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই নেতৃত্ব দিক ইন্ডিয়া জোটকে। সেটাই উচিত।' এনিয়ে অবশ্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বিভিন্ন মত। তবে ইন্ডিয়া জোটের মুখ হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থান এবং কংগ্রেসের ক্রমশ ফিকে হয়ে আসা নিয়ে অন্তত বিরোধীদের বিশেষ সংশয় নেই।

প্রসঙ্গত, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডের মতো একাধিক রাজ্যে কংগ্রেসের ভরাডুবির পর ইন্ডিয়া জোটে শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এমন পরিস্থিতিতে বিজেপি বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়দেবেন কি না, এই প্রশ্ন এখন দিল্লির আনাচকানাচে। বিধানসভা, লোকসভা এমনকী, বাংলায় ছয় উপনির্বাচনেও সবুজ ঝড়ের পর জোটের মুখ হিসেবে নতুন করে তৃণমূল নেত্রীর নামই উঠে আসছে। মমতা নিজেও জানিয়েছিলেন, তিনি কলকাতায় বসেই ইন্ডিয়া জোট চালাতে প্রস্তুত। আর সময় যত গড়াচ্ছে, ততই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থনে বিরোধীরা এগিয়ে আসছেন। এবার আরজেডি প্রধানও তাঁর কথাই বললেন। তবে মমতাকে বিরোধী নেত্রী হিসেবে তুলে ধরার পাশাপাশি কংগ্রেসকেও একহাত নিয়েছেন লালুপ্রসাদ যাদব। তার অন্যতম কারণ, 'দাদাগিরি' মনোভাবের কারণে এই জোটে যথাযথ নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলির কৃতিত্ব খর্ব করতে পিছপা হয় না কংগ্রেস, তা আগে বেশ কয়েকবার প্রমাণিত। আর এই জায়গা থেকেই লালুপ্রসাদের আক্রমণ, 'কংগ্রেসের আপত্তি ধোপেই টিকবে না, আমরা সবাই মমতাকে ইন্ডিয়া জোটের নেত্রী হিসেবে চাইছি।'

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।

শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন নবপত্রিকা)" কথাটি উল্লেখ করবেন।

আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৯/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২০ নং এফিডেভিট বলে Sekh Jasimuddin Ahammed S/o. Osman Ali ও Sk Jasimuddin Ahammed S/o. Sk O. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৩৯৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Golam Ehiya ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk. Golam Awlia ও Sk. Aulia সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১০/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩০ নং এফিডেভিট বলে Dulal Chatterjee S/o. Mahadev Chatterjee ও Dulal Chattopadhyay S/o. M. Chattopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৫৬ নং এফিডেভিট বলে Syed Naser Hossain S/o. Syed Nurul Hossain ও Naser Hosen S/o. Nurul Hosen সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৫৪৭ নং এফিডেভিট বলে Sanjay Kumar Bag S/o. Jagdish Narayan Bag ও Dr. Sanjay Kr Bag S/o. J. Bag সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৫৬৯ নং এফিডেভিট বলে Badal Maity S/o. Madan Mohan Maity ও Badal Maiti S/o. M. M. Maiti সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১১ই ডিসেম্বর। বুধবার। ২৫ শে অগ্রহায়ণ। একাদশী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা। বিংশোত্তরী বুধের র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায় কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছে। আজ মেশিনারি লোহা কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে।

বৃষ রাশি : যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজকে অতীব শুভ দিন। সোনার অলংকার, রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বাবাদের দ্বারা সম্পর্ক ভাঙ্গে সম্পর্ক গর্তে গেলে মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ।

মিথুন রাশি : তাড়াহুড়োর ফলে আজ কতটা ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতই থাকুন নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক রান্না করা খাবার নিয়ে আজ পরিবারে মতবিরোধ। স্পষ্ট কথা বলা ভালো কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন তাহলে অশান্তি কম হয়। শশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বিবাহের ব্যাপারে যে পাকা কথা আটকে ছিল আজ তার শুভ সম্পন্ন হবে। সন্তানের নামে যে টাকা রেখেছেন আজ সেখান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব।

সিংহ রাশি : হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রীর বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পড়েন।

কন্যা রাশি : বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন।

তুলা রাশি : আপনার কোনো প্রিয় জিনিস আজ হারিয়ে যেতে পারে। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যদের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন।

বৃশ্চিক রাশি : নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

ধনু রাশি : নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখবর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবীর দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতির কে কেন্দ্র করে যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে আপনার মাথায় সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেছে নিচ্ছেন আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভাজন তো?

মকর রাশি : লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ।বান্ধবীর দ্বারা শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে।

কুম্ভ রাশি : আজ এই শুভ নক্ষত্র যোগে বেকার ছেলে মেয়েদের কর্ম প্রার্থীর সুযোগ আসবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র এর আপনার বুদ্ধির দ্বারা নষ্ট হবে, আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলীদের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখুন সম্পর্ক শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ না হলেও নক্ষত্র বিচারে অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন অন্যের কথা বেশি শোনেন তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সনস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন।

(আজ মোক্ষদা একাদশী তিথি। বাগবাজার গীতা জয়ন্তী উদযাপন। জৈন ধর্মের মৌনী একাদশী তিথি।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ১০/১২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৮২৩৭ নং এফিডেভিট বলে Lili Tudu ও Baso Baskey D/o. Chunu Baskey সাকিম হাতীমাড়া চক বাঁশবেড়িয়া, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Subhajit Tudu ও আমার কন্যা Safi Tudu.

নাম-পদবী

গত ১০/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৫৮৬ নং এফিডেভিট বলে Jayanta Pandey S/o. Debataraj Pandey ও Jayanta Kr. Pandey S/o. D. Pandey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/১২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৮১০৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Shayan Nandan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Amar Nandan S/o. Subal Nandan, Sambhu Nandan S/o. Subal Nandan, Sambhu Nandan S/o. Subal Chandra Mondal ও Shambhu Nandan S/o. Subal Nandan সাকিম 7/C, আর. বি. নন্দন মেন রোড, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী-৭১২৫০২ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৩/১২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২২১৭ নং এফিডেভিট বলে Akhil Kumar Manna (অখিল কুমার মান্না) ও Akhil Manna (অখিল মান্না) S/o. Tulsi Charan Manna (তুলসী চরন মান্না) সাকিম চাঁচুয়া, ডিঙ্গলহাটী, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী-৭১২৪০৪, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

নূপুর গড়াই স্বামী সুজয় গড়াই পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম রুপা গড়াই আছে। ৬/১২/২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে নূপুর গড়াই স্বামী সুজয় গড়াই ও রুপা গড়াই স্বামী সুজয় গড়াই, উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম নূপুর গড়াই।

নাম - পদবী

আমি Tapas Sarkar S/o Late Mangal Sarkar ঠিকানা Vill.- Maniktala Jatrapur, P.O.- Joypur, P.S.- Kotwali, Dist.- Nadia, Pin- 741102 গত 21.05. 2024 তারিখে কৃষ্ণনগর 1st Class Ld. Judicial Magistrate এর এফিডেভিট (Sl No: 6) বলে আমি Tapas Sarkar ও Tapas Sardar এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, MOHIT MOHAN KRIPALANI S/O Mohan Kripalani residing at 197 Andul Road, P.S. - AJC BOSE 'B GARDEN' have changed my name and hence-forth be known as MOHIT KRIPALANI as declared before the Notary Public Howrah Court, vide affidavit no. 1098 dated 09.12.2024. MOHIT MOHAN KRIPALANI and MOHIT KRIPALANI both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Lalit Agarwal S/o. Late Mohan Lal Agarwal residing at Merlin Cambridge, 24 Prince Anwar Shah Road, Flat 10B Kolakata-700033 have changed my name and shall henceforth be known as Lalit Kumar Agarwal as declare before the First Class Judicial Megistrate Alipore, 24 Praganes (South) 4th Court, Kolkata Vide Affidavit No. 24265 dated 09.12.2024 Lalit Agarwal and Lalit Kumar Agarwal both are same and identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, **সাধন মাইতি, মদন মাইতি, ভুবন মাইতি,** সর্ব পিতা-৺গুনধর মাইতি, **মুক্তা বেরা,** স্বামী- বিকাশ বেরা, **সুমিতা জানা,** স্বামী- তারাপদ জানা-এর পক্ষে খড়্গপুর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের ইং- ১৯.০৫.২০২০ তারিখের Book-I-2305 নং আমমোক্তারনামা **চন্দন কুমার গুপ্তা,** পিতা- রূপচাঁদ গুপ্তা, আমার মক্কেল **প্রতিভা পোদ্দার,** স্বামী- অনিতেশ পোদ্দার-কে খড়্গপুর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের ৬৫৫৯/২০২৪ নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে মৌজা- মীরপুর, জে.এল.নং-২৪০, দাগনং-৩৪৫-এর ৫ডেঃ সম্পত্তি বিক্রয় করেন। উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে আমাকে লিখিতভাবে জানাইতে অনুরোধ করা হইতেছে নতুবা কাহারও কোনো আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

অরুন সাঁতরা (এ্যাডভোকেট),
জর্জ কোর্ট, পশ্চিম মেদিনীপুর,
F-3519/3149/2022,
০৯/১২/২০২৪ ফোন-৭৪৩২৮৮২৪০১

জমি বাড়ি ক্রয় – বিক্রয়

আমরা, গুরুমনি মুরমু (সরেন), নীলমনি মুরমু (সরেন), দুর্গা মুরমু (বিসরা), স্বরস্বতী মুরমু (টুডু) আমরা চার বোন শ্রীরামপুর গ্রামের বাসীন্দা, আমরা জাঙ্গীপাড়া থানার অন্তর্গত রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নেড়ামাধবপুর মৌজায় আমাদের মোট **১০ কাঠা (১৬ শতক) জমি বিক্রয় করিতে আগ্রহী।** যাহার জে.এল. নং ৮০ এবং ৫৫৯, ৫৫৬, ৫৫৭ ও ৫৫৮ নং খতিয়ানে ও ৪১০ নং দাগে, শালি জমি আমাদের গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের আদিবাসী ভাই বোনেরা উক্ত জমি ক্রয় করিতে চাহিলে যোগাযোগ করুন। **মোঃ- 6297903983**

বিজ্ঞপ্তি

রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তারদাতাগন : (১) শ্রী সুজয় কুমার মুখার্জী, (২) শ্রী সত্যচরন মুখার্জী, (৩) শ্রী সঞ্জয় মুখার্জী, সকলের পিতা- স্বর্গীয় শিবপ্রসাদ মুখার্জী, ঠিকানা-সাং- গৌরীবাটী, পোঃ ও থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২৪১০, প.ব., এনাদের পক্ষে রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তারগ্রহীতা ও স্বয়ং- শ্রী জিমুতা প্রান মল্লিক, পিতা-স্বর্গীয় জগৎপতি মল্লিক, সম্পত্তির পরিমান মোট- ৪৮.৮৫ (আটচল্লিশ দশমিক আট পাঁচ) শতক শালি সম্পত্তি, সন্তোষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, মৌজা- গৌরীবাটী, জে.এল. নং-৭, এল.আর. খতিয়ান নং-২৩৩৫, ২৩৩৬, ২৩৩৭, (১) আর.এস. দাগ নং-১২৯৫, এল.আর. দাগ নং-১৭৫৪, পরিমান- ৩৮.৮৫ (পঁয়ত্রিশ দশমিক আট পাঁচ) শতক, (২) আর.এস. দাগ নং-১২৯৩, এল.আর. দাগ নং-১৬৮৭, পরিমান ১৩ (তেরো) শতক, একুনে দুই বন্দে মোট-৪৮.৮৫ (আটচল্লিশ দশমিট আট পাঁচ) শতক শালি সম্পত্তি, এই স্থিত সম্পত্তি আমার মক্কেল খরিদ করিয়াছেন এবং মিউটেশন এর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করিয়াছেন, যাহার নং (1) MN/2024/0608/12062, (2) MN/2024/0608/12060, (3) MN/2024/0608/12059, (4) MN/2024/0608/11713 , উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও বৈধ আপত্তি থাকিলে, অদ্য ০৮.১২.২০২৪ তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তারকেশ্বর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে অথবা নিম্ন ঠিকানায় বৈধ কাগজপত্র লইয়া যোগাযোগ করুন, অন্যথায় মেয়াদান্তে কাহারও দাবী বৈধ হইবে না।

সুকুমার নস্কর
অ্যাডভোকেট
রেজি. নং.- F/81/78/91
গৌরীবাটী, তারকেশ্বর,
হুগলী, পিন-৭১২৮১০,
মোবাইল নং-৯০০২৮৭৬০৮৬

NOTICE

Notice is hereby given that the following original Partition deed misplaced between Zinzira Bazar to Maheshtala Collage from public transport.

Deed No: I-2529 year 1990, Mouza: Chandannagar, J L No : 3, Sub-registry: Behala, P.S Maheshtala, Dist: South 24-Parganas, Kolkata.

Any person in possession of the abovementioned documents is requested to handover the same to the undersigned within the period of 7 days from date of publication of this notice. **Contact No. 8981100161.**

Sd/-
Himadri Chakraborty
Advocate

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, একটি মূল বিক্রয় নথি দলিল নং ১-৫৮৬৫ তারিখ ০৯/০৯/১৯৯২ সম্পাদিত তারিণী কান্ত ভদ্র এবং শম্ভুচন্দ্র দেবনাথ ও নমিতা দেবনাথ -এর মধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার, নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা, হারিয়ে গিয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত তার কোনও হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। মূল দলিলের বিস্তারিত নিম্নোক্ত যোগাযোগের ঠিকানা জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, মৌজা : সুন্দিয়া, জেএল নং ১৪, আরএস দাগ নং ৭৭, এলআর দাগ নং ১৩৯০, এলআর খতিয়ান নং ৮৭৩,৮৭৪ ভাটপাড়া পৌরসভার অধীন।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাঁকিনাড়া জি আর পি পি তে ০২/১২/২০২৪ তারিখে উল্লেখ্য জিডি নং ১৫ দাখিল করা হয়েছে।

কোনও ব্যক্তি হদিস পেয়ে থাকলে সুপর্ণা চৌধুরী, ৭/৬, কেবিন রোড, পো এবং থানা : জগদ্দল, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩১২৫, মো : নং : ৯৮০৪৪৩২৫০০ ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

সুপর্ণা চৌধুরী

NOTICE

I, the under signed on behalf of Deblok Vyapaar Private Limited who has lost its original Deed of Conveyance in respect of Unit/Flat No. 3A, on the third floor of Block – V building having built-up Area measuring about 1017 Sq. ft. more or less lying and situated at Premises No. 72, Tiljala Road, Kolkata comprised in holding No. 349 in Division IV Sub Division a of Mouza, Tilajla, Sub Registry Office Sealdah, District of 24 Parganas (South), within the limits of Ward No. 64 of the Kolkata Municipal Corporation, within the jurisdiction of Beniapukur Police Station by virtue of Deed of Conveyance dated 25th August, 2011, registered in the office of District Sub Registrar – III South 24-Paraganas and recorded in Book No. I, Vol. No. 1603, Pages from 3732 to 3753 being Deed No. 06752 of 2011. Regarding the same we have lodged a General Diary being GD No. 489 dated 06.11.2024 at Bowbazar Police Station, Kolkata – 700012. If the police is unable to find the aforesaid Deed within 15 days from the date of publication of this notice and if no information regarding the said Deed received by me within the aforesaid period it shall deemed that the aforesaid Deed has been lost permanently.

Dilawar Khan, Advocate,
Nicco House, 2 Hare Street, 4h Floor,
Kolkata - 700001, Mobile: +91-8777329094,
E-Mail: dilawar@skbassociates.in

আমমোক্তার বিজ্ঞপ্তি

আমি এতদ্বারা ঘোষনা করিতেছি যে আমার মক্কেল ১। চিন্ময় অধিকারী, পিতা মৃত মাখন লাল অধিকারী, সাং ভালুকা, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, গত ইংরাজী ০১.০৪.২০১৫ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এম.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৯৯১ নং দলিল মূলে জেলা নদীয়া, মৌজা-৬৮ নং ভালুকা, ৩৪২১ নং খতিয়ানভুক্ত, ২৫৫৯ নং দাগে পরিমান ১৬.৫০ শতক জমি ও ২। নিলাব্রত অধিকারী, পিতা চিন্ময় অধিকারী, সাং ঐ, গত ইংরাজী ১০.০১.২০২৩ তারিখে উক্ত একই অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত দুইখন্ড ৩৪২,৩৪৩ নং দলিল মূলে উক্ত একই মৌজায় একই দাগে ৬৮১ নং খতিয়ানে পরিমান ১৬ শতক ও ১৭ শতক। বিক্রেতা গন ১। আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, পিতা মৃত বারীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য সাং বালিগঞ্জ, গড়িয়াহাট, কলি-১৯, ২। শম্পা ঘোষ, স্বামী শ্রী বিমান ঘোষ সাং কৃষ্ণনগর, কোতয়ালী নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১। বিক্রেতাদ্বয় বিগত ইংরাজী ০৬.০৮.২০১৩ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এম.আর. অফিসের ১ নং বহির ৬৭৫৩ নং আমমোক্তার বলে ১। প্রবীর চক্রবর্তী পিতা শ্রী তারাপদ চক্রবর্তী, সাং ভেড়িপাড়া, শান্তিপুর, নদীয়া, ২। সৌমেন শীল, পিতা পরিতোষ শীল সাং বাইগাছি বিশ্বাসপাড়া, শান্তিপুর, নদীয়া মহাশয়দ্বয় কে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কারোর কোনরকম মতামত/আপত্তি থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। মোঃ ৯৯৩২৯৯১৬৮৩

SUMANTA CHATTERJEE, *Advocate*
Krishnagar Judge's Court
Enrolment No- F/604/720/18

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম ঘাটাল সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) আদালত ৩৮/২০২৪ নং. জে. মিস

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যায় যে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার কেলেগোদা নিবাসী বেলা বেরা স্বামী- অনিল বেরা পাঞ্জাব ন্যাসন্যাল ব্যাঙ্ক সোনাখালি ব্রাঞ্চ এর ৯১৯৬০০০১০০০২৪১৯৬ নম্বর সেভিংস এ্যাকাউন্টে ১,৪৩,৮৪২ টাকা আমানত করিয়া ইং ১৫/১/২০২১ তারিখে মৃত হওয়ায় মৃতার একমাত্র ওয়ারিশ পুত্রদ্বয় প্রনব বেরা, প্রদীপ বেরা উপরোক্ত অর্থ বাবদ সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিলে আগামী ইং- ২৯/০১/২০২৫ তারিখে স্বয়ং/ উকিলের দ্বারা সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) ঘাটাল আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

অদ্য ইং ০৩/১২/২৪ তারিখে আমার দস্তখৎ ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

অনুমত্যানুসারে
প্রদীপ বেরা
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিশন
ঘাটাল আদালত, ০৩/১২/২৪

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জানানো যায় যে, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- চন্দ্রকোনা অধীন কমরগঞ্জ স্থিত শ্রীশ্রী কালিমাতা ঠাকুরানী, শ্রীশ্রী গঙ্গাধর শিব ঠাকুর, শ্রীশ্রী গঙ্গাধর জিউ ঠাকুর ও শীতলা মাতা এবং শ্রীশ্রী কালুবীর ধর্ম জীউ ঠাকুরের পুরাতন কাগজ পত্রাদি দৃষ্টে কমরগঞ্জ নিবাসী সরোজ কুমার কবিরাজ, রাধাবিনোদ কবিরাজ, বিভূতিভূষন কবিরাজ, নকুল মল্লিক, সুবল দত্ত, সুভাষ ঘোষ, সুধীর মল্লিক, রেকর্ডভুক্ত সেবাইত ছিলেন এবং বর্তমানে উক্ত ঠাকুরের পরিচালন কমিটির তথা কমরগঞ্জ দেশ যোল আনা গত ইংরাজী- ০৮/১২/২০২৪ তারিখের ১৮ নং রেসুলিউশ্যান অনুযায়ী সরোজ কুমার কবিরাজ, রাধাবিনোদ কবিরাজ, বিভূতিভূষন কবিরাজ, নকুল মল্লিক, সুবল দত্ত, সুভাষ ঘোষ, সুধীর মল্লিক মহোদয়গনের কোন ওয়ারিশ বা দাবীদার থাকিলে নিম্নে বর্নিত ঠিকানায় বা প্রদত্ত ফোন নং - এ উপযুক্ত কাগজ পত্রাদি সহ এক মাহার-এর মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় আইন মতাবেক কার্য্য করা হইবে।

ঠিকানাঃ-
কমরগঞ্জ দেশ যোল আনা,
কমরগঞ্জ, চন্দ্রকোনা,
পশ্চিম মেদিনীপুর।
ফোন নং-৯৭৩২৯২৪৮৭৫

ধন্যবাদান্তে
রঞ্জন কবিরাজ
সম্পাদক
কমরগঞ্জ দেশ যোল আনা
কমরগঞ্জ, চন্দ্রকোনা,
পশ্চিম মেদিনীপুর।
তাং- ১০/১২/২০২৪

আমমোক্তারনামা

আমি শ্রী অঞ্জন রায় চৌধুরী ও মানব মজুমদার, পিতা মৃত দিলীপ রায় চৌধুরী ও মনিন্দ্র মোহন মজুমদার সাং গোকুলপুর কাটাগঞ্জ নদীয়া 741250 বিগত ইং 17.07.2007 তারিখে কল্যাণী এ.ডি.এস.আর অফিসে যার দলিল নং IV-84/2007, 4 নং বহির 2 নং ভলুমের 181 হইতে 186 নং পাতায় নকলকৃত দলিলমূলে লক্ষীকান্ত দে ও সন্তোষ কুমার দে উভয়ের পিতা মৃত যোগেন্দ্র চন্দ্র দে সাং গোকুলপুর কাটাগঞ্জ নদীয়া 741250 যাহা 73 নং গোকুলপুর মৌজার দাগ নং 167 খতিয়ান নং 435 ও 496 মোট আমমোক্তারনামা জমির পরিমান 46 শতক। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারো উক্ত বর্নিত সম্পত্তি লইয়া আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহা অদ্য হইতে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে উক্ত ঠিকানায় আইনগত ব্যবস্থা লইবেন।

বি.এল এন্ড এল.আর.ও, চাকদহ, নদীয়া, মোঃ- 7003449390

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আমমোক্তার বিজ্ঞপ্তি

পঃ বঃ সরকারের ভূমিদপ্তরের ১০০০-১৫/১১/২০২৪, নাং- ২৭/০২/২০২৪ তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি।

আমরা, ১। শ্রীমত্যা রীতা বিশ্বাস, স্বামী-*মলিল বিশ্বাস, সাং- আশু রায় রোড, পোঃ- শক্তিনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০২, ২। শ্রীমতী বীথিকা দেবনাথ, স্বামী- শ্রী আশীষ দেবনাথ, সাং- পন্ডিত সারদা ব্যানার্জী রোড, পোঃ ও থানা- ঘোলা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১১১, ৩। শ্রীমতী লিপিকা সামন্ত (বিশ্বাস), স্বামী-স্বী শান্তনু সামন্ত, সাং-সুকান্তপল্লী গনকবাঁন্দি, পোঃ- আম লাগোড়া, থানা- গড়বেতা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১২১, ৪। শ্রীমতী শিল্পী বিশ্বাস, স্বামী - শ্রী অমীম বিশ্বাস, সাং- দর্জ্জিপাড়া লেন, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১, ২নং হইতে ৪ নং এর পিতা-*মলিল বিশ্বাস, ৫। রাইমা সাহা, পিতা- জ্যোতির্ময় সাহা, সাং- অশু রায় রোড, পোঃ- শক্তিনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০২, মহাশয় ও মহাশয়াগন বিগত ১৪/০৭/২০২৩ তারিখে, I-7236/23 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে ১। শ্রী রূপম ব্যানার্জী, পিতা- শ্রী বিমল কান্তি ব্যানার্জী, সাং- দোগাছি উত্তরপাড়া, পোঃ দোগাছি, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০২, ২। শ্রী বিশ্বজিৎ কর্মকার, পিতা-*গুরুদাস কর্মকার, সাং-দার্জিপাড়া লেন, পোঃ-কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১০১ মহাশয়গনকে আমমোক্তার দেওয়া হয়। উক্ত আমমোক্তার বিগত ২৭/১১/২০২৪ তারিখে I-11584/24 নং দলিল বলে, বিক্রয় কোবালা গ্রহীতা- শ্রী সৈকত প্রামানিক, পিতা- শ্রী দুলাল চন্দ্র প্রামানিক, সাং- আশু রায় রোড, পোঃ-শক্তিনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০২ মহাশয়কে উক্ত জমি বিক্রীত করে।

বিক্রীত সম্পত্তির তপশীল পরিচয়

মৌজা- ৯২ নং কৃষ্ণনগর, খতিয়ান নাং- আর.এস- ১০১৭৬, এল.আর- ৩৩৬১৪।দাগ নং- আর.এস- ৩২৭৬৫ ও ৩২৭৬৩। এল.আর- ২৪০৯৪ নং। মোট ৩:৩০ শতক জমি বিক্রীত মাত্র। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

অনুপ্রবেশ নিয়ে মমতাকে কড়া আক্রমণ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘোজাডাঙা: 'এ তো সবে সকাল, দুপুর এখনও হয়নি। পেট্রাপোলের পর ঘোজাডাঙাতে ট্রেলার দেখালাম। বাংলাদেশে মন্দির ভাঙা, চিন্ময় প্রভুকে মুক্তি না দিলে, জেহাদিদের আওয়াজ বন্ধ না হলে নতুন বছরে সিনেমা দেখাব'। মঙ্গলবার এমনভাবেই হুঙ্কার দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে সমালোচনা করতে ছাড়েননি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। শুভেন্দু বলেন, 'অনুপ্রবেশ রুখতে সীমান্ত জুড়ে ফেনসিং করতে চাইছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। কিন্তু জমি অধিগ্রহণ আইনে রাজ্যের ওপর সবটা নির্ভর করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জমি না দেওয়ায় ফেনসিংয়ের কাজ করা যাচ্ছে না' বলেও তিনি দাবি করেন।

মঙ্গলবার বিশ্ব মানবতা দিবস উপলক্ষে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার ভারত বাংলাদেশ ঘোজাডাঙা সীমান্ত বন্দরে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেই বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত হয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এমন মন্তব্য করেন তিনি। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সকারের প্রধান মহম্মদ ইউনুসের কুশপুতুল পোড়ান বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। তিনি বলেন, 'মানবতার সব সীমা লঙ্ঘিত হচ্ছে বাংলাদেশে।' ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূয়সী প্রশংসা করে শুভেন্দু বলেন, পৃথিবীর চতুর্থ শক্তিধর দেশ ভারত। তার সঙ্গে বাংলাদেশের পাঙ্গা নিয়ে লাভ নেই। ভারত খাবার বন্ধ করে দিলে ওরা না খেয়ে মরে যাবে। হাসিনাকে অন্যায় ভাবে সরানো হয়েছে। এই ধরণের কার্যকলাপ মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে দেখা যায়।

দুর্ঘটনা কমাতে গ্রামাঞ্চলেও স্পিড ব্রেকার বসানোর সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরের পর গ্রামাঞ্চলে বড় রাস্তায় দুর্ঘটনা কমাতে স্পিড ব্রেকার বসানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। গাড়ির গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নেওয়া হবে বিশেষ ব্যবস্থা। কোন রাস্তায় কত গতিবেগ থাকবে তা খতিয়ে দেখতে রাজ্য সরকার তৈরি করবে স্পিড ম্যানেজমেন্ট পলিসি। মঙ্গলবার মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ রোড সেফটি কাউন্সিলের সঙ্গে বৈঠক করেন। নবান্নে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম, পূর্ত দপ্তরের সচিব অন্তরা আচার্য, পঞ্চায়েত দপ্তরের সচিব উলগানাথন, পরিবহণ দপ্তরের সচিব সৌমিত্র মোহন এবং ডিজি রাজীব কুমার। বৈঠকে মুখ্যসচিব জানান, একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণের পরেও রাজ্যের কয়েকটি জেলায় ক্রমাগত দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে। কয়েকটি জেলা এনিয়ে তাঁর প্রশ্নের মুখে পরে । জানা গেছে কোচবিহার, ঝাড়গ্রামে ক্রমশই দুর্ঘটনার সংখ্যা কেন বাড়ছে সে ব্যপারে মুখ্যসচিবের প্রশ্নের মুখে পড়েন ওই জেলার পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা। সূত্রের খবর, ব্ল্যাকস্পট চিহ্নিত করে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ারওনির্দেশ দিয়েছেন তিনি। 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচির আওতায় প্রচারেও জোর দিতে বলা হয়েছে। অবৈধ খাদান নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। ওই সব খাদানের মালিকদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তাও জানতে চান মুখ্যসচিব সংশ্লিষ্ট জেলাসাসকদের কাছে। বাংলার বাড়ি প্রকল্পের অগ্রগতির সর্বশেষ রিপোর্টও পর্যালোচনা করেন।

চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুকে গ্রেপ্তার এরপর থেকেই উত্তাল বাংলাদেশ। তাই বাংলাদেশের হিন্দুদের মঙ্গলকামনায় মা কালীর পুজোর আয়োজন করা হল শিয়ালদা আশা কালীবাড়িতে। পুজোর আয়োজন করলেন জয়দেব দাস। কামনা একটাই শান্তি নেমে আসুক বাংলাদেশে। রক্ষা পাক ওখানকার হিন্দুরা। পুজো উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় , বিধায়ক অশোক দেব, বিশিষ্ট আইনজীবী দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তর কলকাতার এসসি, ওবিসি কমিটির সভাপতি গোপাল চন্দ্র সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

বিজয় দিবসের আগে ময়দানে চলছে বায়ু সেনার মহড়া।

জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় উদ্যোগী রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় রাজ্য সরকার বায়োডাইভার্সিটি পার্ক তৈরির উপর জোর দিচ্ছে। বিধানসভায় প্রশ্ন উত্তর পর্বে মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য সুকান্ত পালের প্রশ্নের জবাবে পরিবেশ মন্ত্রী চন্দ্রীমা ভট্টাচার্য জানান, ইতিমধ্যে রাজ্যে ৩৯টি বায়োডাইভার্সিটি পার্ক তৈরি করা হয়েছে। আরও পার্ক তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে আরামবাগ, খানাকুল ও কামারপুকুরে বায়োডাইভার্সিটি পার্ক তৈরির বিবেচনায় রয়েছে। এই বায়োডাইভার্সিটি পার্কের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, সবুজায়ন, দূষণরোধ ছাড়াও মানুষের বিনোদনের ব্যাবস্থা করা হাচ্ছে।

পরিবেশ দূষণ রোধ করতেও এই পার্কগুলির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে বলে মন্ত্রী জানান। বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, পরিবেশ নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে স্কুলে স্কুলে শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। ৫০টির ও বেশি স্কুলে সচেতনতা ক্যাম্পে তিনি নিজে গিয়েছেন। তবে এক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা অব্যাহত বলে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বন ও পরিবেশ যেহেতু যৌথ তালিকায় নেই। পুরোটাই কেন্দ্রের নজরদারিতে এবং অর্থ সাহায্যে চলে। এটা কেন্দ্রের বিষয়। টাকা দেওয়ার বিষয়ে একসঙ্গে গিয়ে কেন্দ্রকে টাকা দিতে বলতে হবে।

'গ্লোবাল হিউম্যান রাইটস প্রটেকশান' পুরস্কারে ভূষিত কলকাতার বরুন কুমার দাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রঙ্কলিন ডি রুসভেল্ট খুবই অনুশোচিত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ অনেক শিশু, নারী, পুরুষ, পশুপাখি এমনকি প্রকৃতির অনেক ক্ষতি হয়েছিল। সেই কথা মাথায় রেখেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ ১৯৪৮ সালে ১০ই ডিসেম্বর দিনটিকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং সারা পৃথিবী জুড়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে মানবাধিকার রক্ষায় হিউম্যান রাইটস ইন এডুকেশান চালু হয়। এই দিনটিকে স্মরণ করে মানবধিকার নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করার জন্য প্রতি বছর দেশের বিশিষ্ট মানুষদের পুরস্কৃত করেন নিউ দিল্লির ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ হিউম্যান রাইটস প্রতিষ্ঠান। মানবাধিকার শিক্ষার বিস্তার, বিভিন্ন আদালত ও কমিশনে মানবাধিকার রক্ষার আইনি বিষয়ে পরামর্শ এবং মামলা করে মানুষের জীবনযাত্রা রক্ষায় আইনি সহায়তার জন্য এবছর ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ হিউম্যান রাইটস-এর উদ্যোগে 'গ্লোবাল হিউম্যান রাইটস প্রটেকশান এওয়ার্ড' তুলে দেওয়া হল পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট মানবধিকার আইন বিশেষজ্ঞ ডঃ বরুন কুমার দাশকে। বরুনবাবু বর্তমানে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সিনিয়র অতিথি অধ্যাপক এবং কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী।

ধনেখালি ও আগরপাড়ায় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার বিল গৃহীত হল বিধানসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে আরও তিনটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হতে চলেছে। এর মধ্যে হুগলি জেলার ধনেখালিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামাঙ্কিত প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় এবং উত্তর ২৪ পরগণার আগরপাড়ায় রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির জন্য সোমবার বিধানসভায় একটি বিল গৃহীত হয়েছে। কালীপদ সাহা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন ওই বিশ্ববিদ্যলয় দুটি তৈরি করবে। বিলের ওপর আলোচনা শেষে জবাবী ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে এরাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে হচ্ছে ৪৬। এর মধ্যে ৩০টি সরকারি এবং ১৬টি বেসরকারি। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এমনকি কোনও কোনও জেলায় একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে তোপ দেগে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, উচ্চশিক্ষায় গবেষণার জন্য অর্থ সহায়তা বন্ধ করে দিচ্ছে বিজেপি সরকার। গোটা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা জলাঞ্জলি দিচ্ছে।

এই দুটি বিল নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ বেশ কিছু সংশোধনী আনার প্রস্তাব করেন। তিনি মোট ৬৪টি সংশোধনী আনে, যার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামের পরিবর্তে 'টেগোর' শব্দটি ব্যবহার না করার। শঙ্কর ঘোষের যুক্তি ছিল যে, কিছুদিন আগে বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী 'রবীন্দ্রনাথ টেগোর' নামের পরিবর্তে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' ব্যবহার করা উচিত। তাঁর মতে, 'টেগোর' শব্দটি একটি উপনিবেশিক ধারণা প্রকাশ করে, যা বর্তমান সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এই প্রস্তাবের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি বলেন, 'টেগোরের জায়গায় ঠাকুর নামটি ব্যবহার করার প্রস্তাবটি আমি সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে জানাবো।' ফলে এই বিলের সংশোধনী সম্পর্কে আরও আলোচনা হতে পারে। যদিও, প্রাথমিকভাবে এই সংশোধনীটি পাশ হয়নি, তবে এটি ভবিষ্যতে আরও আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

'রামকৃষ্ণ পরমহংস ইউনিভার্সিটি'টি চালু হবে আগামী বছর জুলাই মাসে, উত্তর ২৪ পরগনার আগরপাড়ায়। এটি পরিচালনা করবে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন। রামকৃষ্ণ মিশনের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, ২০১৮ সালে শিক্ষা দপ্তর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শন করে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই।

অন্যদিকে, 'দ্য রবীন্দ্রনাথ টেগোর ইউনিভার্সিটি বিল'ও পাশ হয়েছে, যা হুগলি জেলার ধনেখালিতে স্থাপিত হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে কালিপদ সাহা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের সন্ন্যাসীরা বিধানসভায় উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়টির আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন এই দুই বিল পাশের পর রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় শুরু হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'এটি রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একটি বড় পদক্ষেপ।' এর পাশাপাশি, তিনি আরও জানান যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশ ও রাজ্যের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বিল পাশের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন দিকের সূচনা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আলোচনার শেষে ধ্বনি ভোটে বিল দুটি সভায় গৃহীত হয়। আগামী কাল দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির উদ্দেশ্যে 'দ্য ভবানীপুর গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি বিল ২০২৪' শীর্ষক একটি বিল নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা হবে।

রাষ্ট্রসংঘের সাহায্য চাইলেন রাধারমণ দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের বিদেশ সচিবের সফরের পরও বদলাল না ঢাকার পরিস্থিতি। দিকে ঢাকা থেকে শুরু করে নামহট্ট এলাকাতেও ইসকনের সদস্যদের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই রাধারমণ রাষ্ট্রসংঘের কাছে আর্জির সুরে প্রশ্ন তোলেন, 'আর কত? জেগে উঠুন।' তাঁর বক্তব্য, কোনওভাবেই হিন্দুরা সেখানে নিরাপদ বোধ করছেন না। রাধারমণ যে ভিডিও শেয়ার করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে এক ব্যক্তি কাঁদছেন। সেই ব্যক্তি নিজেকে সুনীল সরকার বলে পরিচয় দিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন, তিনি ইসকনের সদস্য। সোমবার রাতে ঢাকার উত্তরাতে তাঁর ওপর হামলা হয়েছে। তাঁর মাথা ফেটে গিয়েছে। তিনি চিকিৎসাধীন। কিছুটা সুস্থ বোধ করে তিনি সমাজমাধ্যমে একটি লাইভও করে গোটা পরিস্থিতির বর্ণনা দেন। আক্রান্ত ব্যক্তি বলেন, 'ওগুলো ছেলে এসে মারল। কিছু হলেই বলে দেশ ছেড়ে চলে যা। কেন দেশ ছেড়ে যাব? এই দেশ কি আমাদের নয়? আমরা কি কোনও বিচার পাব না? আমার অভিযোগও নিচ্ছে না পুলিশ। তাহলে কোথায় যাব?' পাশাপাশি তিনি এ অভিযোগও করেন, মৌলবাদীরাই তাঁর ওপর হামলা চালিয়েছে। এদিকে বাংলাদেশ পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে,

পারিবারিক বিবাদের জেরেই তাঁর ওপর হামলা হয়েছে। এর সঙ্গে মৌলবাদের কোনও সম্পর্ক নেই। তবে এই বিষয়টিই শেয়ার করে রাধারমণ রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপ দাবি করেন।প্রসঙ্গত, সোমবারই ভারতের বিদেশ সচিব ঢাকা সফর করেছেন। কিন্তু তারপরও এই ধরনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে। পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রসংঘের কাছে আর্জি জানিয়েছেন কলকাতা ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস। তিনি বলেন, 'যতক্ষণ না গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, কী করে বুঝব কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এবার অ্যাকশন নিতে হবে।'

অভিষেক কন্যার মামলায় সিটের রিপোর্ট গ্রহণ করল না আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ের মামলায় অভিযুক্তদের লকআপে মারধরের অভিযোগের ইস্যুতে সিবিআই নয়, সিটে ভরসা রেখেছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু সিটের তরফে মঙ্গলবার যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল তা গ্রহণ করেনি কলকাতা হাইকোর্ট। কারণ, মঙ্গলবার এই ঘটনায় যে তদন্তকারী আধিকারিক এই মামলা সংক্রান্ত রিপোর্ট হাইকোর্টে জমা দিয়েছেন, তিনি সিটের সদস্য নন। অথচ তাঁকে এই ঘটনার তদন্তকারী আধিকারিকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়েই ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চকে। সঙ্গে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর মন্তব্য, 'এই পদক্ষেপ আদালতের নির্দেশ অবমাননা করার পর্যায়ে পড়ে।'

প্রসঙ্গত, গত সেপ্টেম্বরে বিজেপির একটি মিছিল থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ের নামে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগ ওঠে। ঘটনার তদন্তে নেমে গত ৭ সেপ্টেম্বর ফলতা থানা পকসো মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার করে। পুলিশি হেফাজতে তাঁদের ওপরে অত্যাচারেরও অভিযোগ উঠেছিল। এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে হাইকোর্টের দেওয়া সিবিআই তদন্তের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল রাজ্য সরকার। এদিকে এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, সিটের তদন্তের উপর নজর রাখবে আদালত। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে একটি বেঞ্চ গঠনেরও নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে বলা হয়েছিল, রাজ্য পুলিশ ব্যর্থ হলে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হবে। এদিকে মঙ্গলবার সিটের রিপোর্ট জমা না নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী প্রশ্ন তোলেন, সিট কী ভাবে অন্য কাউকে তদন্তকারী আধিকারিক হিসেবে যুক্ত করল তা নিয়েই।

এই প্রসঙ্গে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সিটের সদস্যরা সহযোগী হিসেবে পুলিশ আধিকারিকদের নিযুক্ত করতে পারেন। কিন্তু তদন্তকারী আধিকারিক হিসেবে নয়। আর এই ঘটনায় সাইবার ক্রাইম বা বাজেয়াপ্ত হওয়া মোবাইলের ফরেন্সিকের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আধিকারিকের দরকার। সেক্ষেত্রে ওই অফিসারকে তদন্তকারী আধিকারিক হিসেবে কীভাবে নিয়োগ করা হল, সেই প্রশ্ন তুলেছে আদালত। একই সঙ্গে নির্দেশ, এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন করে আদালতে রিপোর্ট দিতে হবে সিটকে।

মন্দারমণিতে হোটেল ভাঙার ইস্যুতে স্থগিতাদেশে মেয়াদবৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মন্দারমণিতে ১৪০টি হোটেল ভাঙা নিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসকের নোটিসে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার সেই স্থগিতাদেশের মেয়াদ ফের বৃদ্ধি করতে দেখা গেল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তকে। আদালত সূত্রে খবর, আগামী ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে। ২৭ জানুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি। স্বাভাবিকভাবেই কলকাতা হাইকোর্টের এই নির্দেশে কিছুটা স্বস্তিতে মন্দারমণির হোটেল মালিকরা। মন্দারমণি হোটেল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি দেবরাজ দাস জানিয়েছিলেন, ২০০৭, ২০১১, ২০২২ সালে একইভাবে হোটেল ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিল পরিবেশ আদালত ও জেলা প্রশাসন। সেই সময়ও হোটেল মালিকরা আইনি লড়াই লড়েছিলেন। এবারও সেই লড়াই তাঁরা চালিয়ে যাবেন। এর পাশাপাশি তৃণমূল বিধায়ক অখিল গিরি দাবি করেছিলেন, যাতে এই হোটেলগুলি ভাঙা না হয়। সেই আবেদন নিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থও হয়েছিলেন। সরকার হোটেল ভাঙার পক্ষে নয় বলেও দাবি করেছিলেন এই বিধায়ক। প্রসঙ্গত, জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশ মেনে গত নভেম্বর মাসে মন্দারমণিতে বেআইনি হোটেল এবং লজগুলি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি। এ ব্যাপারে নোটিসও দিয়েছিলেন তিনি।

সুজয়কৃষ্ণের চিকিৎসায় মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের আর্জি সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অসুস্থতার অজুহাতে বারবার আদালতে হাজিরা এড়িয়েছেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু। মঙ্গলবার ভার্চুয়াল শুনানিতেও হাজির হননি তিনি। এই পরিস্থিতিতে এবার সুজয়কৃষ্ণের চিকিৎসায় মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের আর্জি জানাল সিবিআই। আদালতে সিবিআইয়ের আবেদন, প্রয়োজনে প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়েও পরীক্ষা করা যেতে পারে। দরকার হলে অন্ য হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও স্বাস্থ্ য পরীক্ষা করানোর কথা বলা যেতে পারে, এমনটাও বলেন আইনজীবীরা।

অসুস্থ থাকার কারণে পরপর চারবার আদালতে হাজিরা হতে পারেননি সুজয়কৃষ্ণ। তাই মঙ্গলবার তাঁকে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেন সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের বিচারক। কিন্তু এদিনও জেলের তরফে জানানো হয়, তিনি অসুস্থ। তাই ভার্চুয়াল পদ্ধতিতেও আদালতে তোলা যায়নি তাঁকে। এর পরই সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে ১৭ ডিসেম্বর ফের আদালতে তোলার জন্ য পরোয়ানা জারির আবেদন করা হয়।

উল্লেখ্য, এদিনই হাইকোর্টে ছিল কালীঘাটের কাকুর আগাম জামিন মামলার শুনানি। সেখানে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী প্রশ্ন করেন, ইডির মামলার শুনানি শেষ হওয়ার পরই কেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে গ্রেপ্তার করার জন্য তৎপর হল সিবিআই তা নিয়েও। একইসঙ্গে তিনি এও বলেন, 'আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, সিবিআই কখনওই তাড়াহুড়ো করে গ্রেপ্তারির উপর জোর দেয় না। যতক্ষণ না পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অপরাধমূলক তথ্য পাওয়া যায় ততক্ষণ গ্রেপ্তারির পথে যায় না।' একইসঙ্গে বিচারপতি বাগচী এও জানতে চান, সিবিআই সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর বিরুদ্ধে এমন কোন তথ্য পেয়েছে যার জন্য এখনই গ্রেপ্তারির উপর জোর দিচ্ছে। দেড় বছর আগে ইডি সুজয়কৃষ্ণকে গ্রেপ্তার করেছে। এখন কেন হঠাৎ তৎপরতা বাড়ল তা নিয়েও এদিন প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি।

নতুন টালা সেতুতে দুটি বাসস্ট্যান্ড উধাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন টালা সেতুর কারণে সমস্যায় পড়েছেন টালা ব্রিজের উত্তর ও দক্ষিণমুখের বাসিন্দারা। মঙ্গলবার বিধানসভার উল্লেখপর্বে কাশীপুর বেলগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে বিধায়ক তথা কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ এই প্রসঙ্গত তুলে জানান, 'টালা সেতু তৈরি হয়েছিল ১৯৩৯ সালে, কিন্তু স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর ২০২১ সালে সেতুটি ভেঙে ফেলা হয়। এরপর দু'বছরের মধ্যে নতুন করে তৈরি হয়েছে টালা সেতু। আগের টালা সেতুতে উত্তর ও দক্ষিণমুখী দুটি বাস স্টপেজ ছিল। কিন্তু নতুন সেতু তৈরির পর এই দুটি বাস স্টপেজ তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে অসুবিধায় পড়েছেন ওই এলাকার বাসিন্দারা।' অতীন বাসিন্দাদের সমস্যা আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরে জানান, উত্তরমুখী যে বাসটি ছিল সেটির উপর নির্ভরশীল ছিল ঘোষবাগানের বাসিন্দারা। এখানে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। এই বাস স্টপেজ তুলে দেওয়ায় সেখানকার মানুষ জনদের ১ কিমি হেঁটে এসে বাস ধরতে হচ্ছে।

আদালতে পার্থকে 'কিং মেকার' আখ্যা সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অর্পিতা মুখোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্যরা একে-একে জামিন পেয়েছেন। জেলে একা হয়ে পড়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মিলছে না জামিন। জামিনের আর্জি জানাতে গিয়ে উচ্চ আদালত থেকে নিম্ন আদালত, কার্যত সব জায়গায় ভর্ৎসিত হয়েছেন। এবার পার্থকে 'কিং মেকার' আখ্যা দিল সিবিআই।

আদালতে পার্থর আইনজীবী সওয়াল করতে গিয়ে জানান, 'অরবিন্দ কেজরিওয়াল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের থেকে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী। তাও তাঁকে জামিন দেওয়া হয়েছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় তো এখন পার্টিরও সদস্য নন। তাঁকে জামিন দেওয়া হোক।' একইসঙ্গে এও দাবি করা হয়, শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতির সঙ্গে কোনও যোগই নেই পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। সিবিআই এই দুর্নীতি সম্পর্কে যথাযথ প্রমাণ পেশ করতে পারেনি। পাল্টা সিবিআই-এর আইনজীবীর বক্তব্য, 'পার্থ চট্টোপাধ্যায় কিং মেকার।' এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১৭ ডিসেম্বর।

বস্তুত, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুবীরেশ ভট্টাচার্য, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক কুমার সাহা এবং শান্তি প্রসাদ সিনহার জামিনের আবেদনে ভিন্নমত পোষণ করেন বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়। মামলা গিয়েছে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চে। উল্লেখ্য, এর আগে শীর্ষ আদালতে জামিন চাইতে দিয়ে ভর্ৎসনা শুনতে হয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। এরপর নিম্ন আদালতেও ভর্ৎসিত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন সংক্রান্ত মামলার শুনানি কোন আদালতে হবে? তা নির্ধারণ করার এক্তিয়ার কে দিয়েছে? পার্থর আইনজীবীকে প্রশ্ন করেছিলেন বিচারক।

বাহিনী ও স্কুল বাসের সংঘর্ষ, আহত একাধিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীর বাসে সজোরে ধাক্কা বেসরকারি স্কুল বাসের। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে আগরপাড়ার তেঁতুলতলা মোড়ে বিটি রোডে। ঘটনায় গুরুতর আহত বাসে থাকা ১৫ জনের বেশি পুলিশ কর্মী এবং স্কুলের বাসের চালক-সহ তিনজন কর্মী। তবে স্কুল বাসে কোনও পড়ুয়া না থাকায় বড়সড় বিপত্তি হাত থেকে রেহাই মিলেছে। দুর্ঘটনার জেরে বিটি রোডে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। খড়দা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়। এমনকি ক্রেন দিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে পুলিশ রাস্তা থেকে সরিয়ে বিটি রোডে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। জানা গিয়েছে, সিগন্যাল না থাকায় আগরপাড়া তেঁতুলতলা মোড়ে বিটি রোডে দাঁড়িয়েছিল কলকাতা পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীর একটি বাস। পিছন থেকে দ্রুতবেগে আসা ব্যারাকপুরের একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের বাস সজোরে পুলিশের বাসে ধাক্কা মারে। স্কুল বাসের ধাক্কা খেয়ে পুলিশের বাসটি সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি প্রাইভেট গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনায় স্কুল বাসের সামনের অংশ ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। পুলিশ বাসের এক পুলিশ কর্মী জানান, তাঁরা ব্যারাকপুরে শ্যুটিং অনুশীলনে যাচ্ছিল। সিগন্যাল না থাকায় বাসটি দাঁড়িয়েছিল।

বাঙালি হিন্দু সুরক্ষা সমিতির প্রতিবাদী মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশ ইস্যুতে মঙ্গলবার বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে শিল্পাঞ্চলে বাঙালি হিন্দু রক্ষা সমিতির ব্যারাকপুর জেলার ডাকে প্রতিবাদী মিছিল করা হয়। এদিন বিকেলে ভাটপাড়া মোড় থেকে মিছিল শুরু হয়ে ঘোষপাড়া রোড ধরে নৈহাটি স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে মিছিল শেষ হয়। অপরদিকে, হাজিনগর ছাইগাদা ময়দান থেকে শুরু হয়ে আরেকটি মিছিল নৈহাটি স্টেশন পর্যন্ত আসে। দুটি মিছিল নৈহাটি স্টেশন চত্বরে মিলিত হয়। সেখানে তাঁরা মানব বন্ধন কর্মসূচি এবং ধরনা মঞ্চে সমবেত হন। এদিন সন্ন্যাসীরাও ধরনা মঞ্চে হাজির ছিলেন। এদিনের প্রতিবাদী মিছিলে পা মেলালেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম অধিকারী, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সদস্য রোহিত সাউ, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। প্রতিবাদী মিছিলে যোগ দিয়ে বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম অধিকারী বলেন, 'বাংলাদেশে যেভাবে সনাতনীদের ওপর অত্যাচার নেমে এসেছে। তাতে আন্তর্জাতিক স্তরে আন্দোলন করা উচিত। তাছাড়া সনাতনীদের ওপর নির্যাতন বন্ধ না হলে বাংলাদেশকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।' তাঁর হুঁশিয়ারি, বাংলাদেশে আলু, পেঁয়াজের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান দেওয়া বন্ধ করে দিলে একদিকে অনাহার, অন্যদিকে বিনা চিকিৎসায় ওপার বাংলার অত্যাচারীদের মরতে হবে। বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, ইউনূস সরকারের নেতৃত্বে জেহাদিরা সনাতনীদের ঘরবাড়ি ও মন্দিরে ভাঙচুর চালিয়ে লুটপাট চালাচ্ছে। তাই ওপার বাংলার সনাতনীদের ওপর অত্যাচার বন্ধের দাবিতে তাঁরা রাস্তায় নেমেছেন। প্রিয়াঙ্গুর দাবি, বাংলাদেশে সনাতনীদের ওপর অত্যাচার বন্ধ না হলে পৃথিবীর হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কড়া পদক্ষেপ নেবে। এদিন বঙ্গের হিন্দুদের একজোট হওয়ার বার্তা দিলেন কট্টর সনাতনী প্রিয়াঙ্গু পান্ডে।

আজ গানের জগতে বড় প্রয়োজন মদন মোহনকে

শুভাশিস বিশ্বাস

রাগসঙ্গীত থেকে ভজন এবং নানা ধরনের মেলোডি নির্ভর গানে দক্ষতার পরিচয় তিন দশক ধরে দিয়ে গিয়েছেন মদনমোহন। হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে ছিল তাঁর নাড়ির যোগ। তাঁর এই হিন্দি গানের সম্ভারে দেশি ও বিদেশি সুরের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং বাণিজ্যিক সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তাঁর বিভিন্ন ধরনের গবেষণাধর্মী ভাবনা-চিন্তার প্রয়োগ পরম্পরা উদ্বেল করেছিল ভারতবাসীর মন। গোটা পঞ্চাশ, ষাট বা সত্তর দশকে নিজের সৃষ্ট সঙ্গীতে মদনমোহন তুলে ধরেছিলেন তাঁর স্বকীয়তাকে।

একটা নির্দিষ্ট ধারার গানের ক্ষুদ্র সত্তায় নিজেকে আবদ্ধ করে রাখার কোনও আগ্রহ ছিল না তাঁর। আর সেই কারণেই তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যেই ফুটে উঠেছিল নব নির্মাণের আনন্দ। গানের মধ্যে অর্কেস্ট্রার ব্যবহারকে এক অসাধারণ উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। শুধু মূল গান নয়, সেই সঙ্গে প্রিলিউড এবং ইন্টারলিউডের পর্বগুলিতে যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহারে সুরসংযোজনার ক্ষেত্রেও ছিল তাঁর অসাধারণ মুন্সিয়ানা।

তবে এটা মানতেই হবে সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর আর মদনমোহন জুটি হিন্দি গানকে নিয়ে গেছে এক ভিন্ন উচ্চতায়। যেখানে এই জুটি শ্রোতাদের উপহার দিয়েছিল অজস্র গজল, রাগাশ্রয়ী আর সুরেলা গান। যেমন, ১৯৬২-র 'অনপড়' ছবির 'আপ কি নজর নে সমঝা প্যায়ার কে কাবিল মুঝে' গানটি। মালা সিনহার ঠোঁটে এই গান মদনমোহনের অমর সৃষ্টি। আর লতার যে গান শুনে স্বয়ং নৌসাদ সাহেব বলেছিলেন, তিনি তাঁর সব গান দিয়ে দিতে রাজি। বদলে এই গানটি তাঁর চাই! ১৯৬৬-তে মুক্তি পেয়েছিল সুনীল দত্ত আর সাধনা অভিনীত 'মেরা সায়া'। সেই ছবিতে মদনমোহন-লতা জুটির উপহার চিরস্মরণীয় গান, 'তু জহাঁ জহাঁ চলেগা, মেরা সায়া সাথ হোগা'। সেই গান আজও ভারতের বহু মোবাইলের রিং টোন। যেমন ভোলা সম্ভব নয়, ১৯৭৫-এ মুক্তি পাওয়া 'মৌসম' ছবির গান 'দিল ঢুঁনঢতা হ্যায় ফির ওহি'। গুলজারের লেখা গানে সুর দিয়েছিলেন মদনমোহন। এই গানে লতাজির সঙ্গী ছিলেন ভূপিন্দর সিংহ। অভিনয় করেছিলেন সঞ্জীব কুমার-শর্মিলা ঠাকুর। যে গান শুনে ও. পি. নায়ার ধন্দে পড়ে গিয়ে বলেছিলেন, 'কার প্রশংসা করব! মদনমোহন না লতার? দু'জনেই তাঁর সেরাটা দিয়েছেন। ফলে, এই গান কার সার্থক সৃষ্টি বলা বড় মুশকিল।' তালিকায় আরও আছে। 'নয়না বরসে রিমঝিম রিমঝিম'(ওহ কৌন থি, ১৯৬৪) বা ভীমপলশ্রী রাগে রচিত 'নয়নো মে বদরা ছায়ে' কিংবা কইফি আজমির লেখা 'তেরি সাথ মেরি ওয়াফা' (হিন্দুস্তান কি কসম, ১৯৭৩)-র মতো গানগুলো কোনও দিন পুরনো হবে না। যে গানের ক্যানভাসে আঁকা হয়েছে এক ব্যথা, এক বিরহের ছবি। হিন্দি গানের জগতে ভাগ্যিস মদনমোহন জুটি বেঁধেছিলেন লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে! লতা-মদনমোহন জুটির ২২৭ টি গানে আমরা পেয়েছি মন কেড়ে নেওয়া অসাধারণ মেলোডি। বেস গিটার, স্ট্রিংস, পিয়ানো, ঢোলক ও ঘটম সম্বলিত গানের দীর্ঘ তালিকার একেবারে প্রথম দিকে রাখতেই হবে, 'হমারে বাদ অব ম্যাহফিল মেঁ' (বাগী, ১৯৫৩), 'মেরে পিয়া সে কোই যা কে' (আশিয়ানা, ১৯৫২), 'বড়ি বরবাদিয়াঁ লে

কর' (ধুন, ১৯৫৩), 'কাল জ্বলেগা চাঁদ সারি রাত' (নির্মোহি, ১৯৫২), 'চাঁদ মধ্যম হ্যায় আসমান চুপ হ্যায়' (রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম, ১৯৫৫), 'কহে জিয়া কি উমঙ্গ ছায়ে' (অ্যহসান, ১৯৫৪), 'চল দিয়া দিল মেরা তোড় কে' (ফিফটি-ফিফটি, ১৯৫৬), 'ছোড় মুঝে না জানা' (মদহোশ, ১৯৫১)-এর মতো বেশ কয়েকটি গানও।

পুরুষ গায়কদের মধ্যে মহম্মদ রফির গায়কী বিশেষ পছন্দ করতেন সুরকার মদনমোহন। মদনমোহন আর মহম্মদ রফির অমর জুটি শুরু হয় ১৯৫০ সালের 'আঁখে' থেকে। 'হাম ইশক্ মেঁ বরবাদ হ্যায়ঁ, বরবাদ রহেঙ্গে' গানটি লিখেছিলেন প্রখ্যাত গীতিকবি রাজা মেহেদি আলি খান। মজার কথা, এই ছবিতে স্বয়ং মদনমোহন একটি দ্বৈত গান পরিবেশন করেন শামশাদ বেগমের সাথে। কোরাস সহ একটি চমৎকার আলেখ্য পেশ করেছিলেন পরবর্তীকালের নামজাদা পরিচালক, রাজ খোসলা। মহেশ কৌল নির্দেশিত 'আখরি দাও' ছবিতে রফি কণ্ঠ নিঃসৃত মজরুহ-র লেখা 'তুঝে ক্যয়া সুনাউঁ ম্যায় দিলরুবা' এক অনবদ্য শৈল্পিক সৃষ্টি। রফি ও আশার ডুয়েট 'জমিঁ সে হামেঁ আসমাঁ পর বিঠা কে গিরা তো না দোগে', গানটি 'আদালত' ফিল্মটিকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দেয়। প্রমোদ চক্রবর্তী পরিচালিত 'সংযোগ' ছবিতে 'দো ঘুঁট চাহে পি অউর স্যয়ের দুনিয়া কি'-ও হিন্দি গানের জগতে এক অসাধারণ সংযোজন। কিশোরকুমারের সঙ্গেও মদন মোহনের অসাধারণ মেলবন্ধনে আমরা পেয়েছি বেশ কিছু চমকপ্রদ সংগীত সম্ভার। যার মধ্যে অবশ্যই থাকবে 'আশিয়ানা', 'ইলজাম', 'মাস্তানা', 'ভাই-ভাই', 'মেম সাহিব', 'চাচা জিন্দাবাদ', 'মনমৌজি', 'লড়কা লড়কি', 'পারওয়ানা', 'এক মুঠঠি আসমান', 'সাহিব বাহাদুর', 'রেহনুমা' ফিল্মের গানগুলি। এছাড়াও মুকেশ, মান্না দে, হেমন্তকুমারকেও চমৎকার ভাবে ব্যবহার করেছেন মদন মোহন তাঁর ছবিতে।

এরপর 'বীরজারা' ছবিতেই মদন মোহনের সুর শেষবারের মত শুনেছেন শ্রোতারা। তাঁর সেরার তালিকায় অবশ্যই থাকবে 'ঝুমকা গিরা রে', 'লাগজা গলে', 'আপকি নজরো নে', 'তুম যো মিল গয়ে হো', 'ইয়ে দুনিয়া ইয়ে মহফিল', 'রুকে রুকে সে কদম', 'নয়না বরসে রিমঝিম', 'খেল না মেরে দিলসে', 'জরা সি আহাট হতি হ্যায়'-এর মতো বেশ কিছু গান। তাঁর মতো কিংবদন্তি সুরকারের মৃত্যু হয় না। তিনি তাঁর গানে অমর, অক্ষয়। বারেবারেই মনে হয়, মদন মোহনের মতো অবিস্মরণীয় সুর শিল্পীদের অন্তর থেকে ঝরে পড়া সুরের আজ বড় প্রয়োজন ভারতীয় সঙ্গীতে। সেই কারণেই তাঁর শতবর্ষে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কেআইএফএফ-এর।

সম্পাদকীয়

যেখানে সরকার ও শিল্পপতিরা একে অপরকে দেখছেন, সেখানে দুর্নীতিমুক্ত হওয়া কি সম্ভব!

তথ্য বলছে, কয়েক জন মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতির জন্য কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। আবার কেউ কেউ দুর্নীতির অভিযোগে জেলে গেলেও তাঁদের অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এখন ছাড়া পেয়েছেন। এ বছর জানুয়ারিতে প্রকাশিত 'দুর্নীতি উপলব্ধি সূচক'-এ দেখা যায়, ২০২৩ সালে ১৮০ দেশের তালিকায় ভারতের স্থান ৯৩তম, ২০২২-এ যা ছিল ৮৫। ফলে বোঝা যায় দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক দুর্নীতি কী ভাবে দেশের সার্বিক অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ দিকে, ২০১৬ সালে ৮ নভেম্বর 'নোটবন্দি' ঘোষণার ২২ মাস পর 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া' তাদের রিপোর্টে জানায় যে মোদী সরকারের ওই পদক্ষেপের পর নোটের ৯৯ শতাংশেরও বেশি ফিরে এসেছে ব্যাঙ্কে। কার্যত, এর দ্বারা কালো টাকার কোনও হদিস মেলেনি। এতে অসাধু কারবারিদের চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যটি যেমন ব্যর্থ হয়, তেমনই অনেক অসাধু এই সুযোগে তাঁদের কালো টাকা বেমালুম সাদা করে নেন। তথ্য বলছে, এমন অবিবেচকের মতো সিদ্ধান্ত শুধু ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধিই হ্রাস করেনি, দেশকে আর্থিক ক্ষতির মুখেও ঠেলে দিয়েছিল। এর বিরূপ প্রভাব পড়ে সাধারণ মানুষের রোজগারেও। এর দু'বছর পরই কেন্দ্রীয় সরকার চালু করে নির্বাচনী বন্ড। এটি এমন একটি প্রকল্প, যার মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থা বা ব্যক্তি নিজেদের পরিচয় প্রকাশ না করেই রাজনৈতিক দলগুলিকে অনুদান দিতে পারে। অভিযোগ, এই নির্বাচনী বন্ড আসলে নির্বাচনের প্রচারে রাজনৈতিক দলগুলোকে কালো টাকা পাঠানোর এক অস্বচ্ছ উপায়। 'অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস' (এডিআর)-এর তথ্য অনুযায়ী, এই নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে গত কয়েক বছরে সবচেয়ে বেশি লাভবান কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন শাসক দল। এই বছর ফেব্রুয়ারিতে দেশের সর্বোচ্চ আদালত নির্বাচনী বন্ডকে অসাংবিধানিক বলে রায় দেয়। অন্য দিকে, এক সমীক্ষা বলছে, ২০১৭-১৮ থেকে ২০২১-২২, এই পাঁচ বছরে কর্পোরেটদের ১০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ঋণ মকুব করা হয়েছে। অর্থাৎ, সরকার ও শিল্পপতিরা একে অপরের 'দেখভাল' করেছেন। এমন অনৈতিক ও অসঙ্গত রাজনৈতিক বাতাবরণে দুর্নীতির 'সমূলে বিনাশ' কী ভাবে সম্ভব?

শব্দবাণ-১২৮

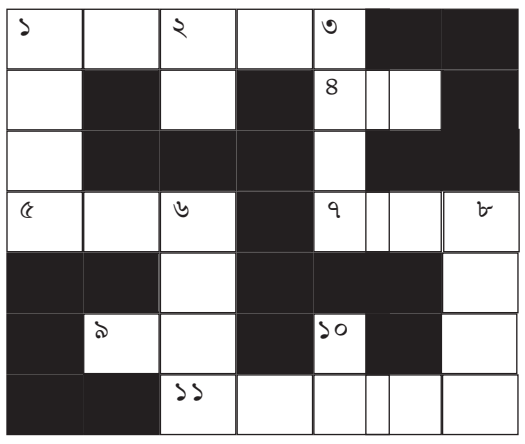

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. শিক্ষা ৪. বিষ্ণু, নারায়ণ ৫. উমর ৭. পুত্র, ছেলে ৯. ক্রীড়া ১১. ত্যাগ, বর্জন।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. জ্ঞান ২. স্থান, আলয় ৩. সানাই ইত্যাদির ঐকতান বাদ্য ৬. আলাপ ৮. পাবলিক, আমজনতা ১০. কাব্যে মেঘ।

সমাধান: শব্দবাণ-১২৭

পাশাপাশি: ১. অধিবেশন ৩. চাকলা ৫. বছর ৭. তমসা ৮. কমল ১০. খবরদার।

উপর-নীচ: ১. অনেক ২. শক্তিবর্ধক ৩. চারিত ৪. লাটসাহেব ৬. রসাল ৯. মকর।

জন্মদিন

আজকের দিন

প্রণব মুখোপাধ্যায়

১৯২২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা দিলীপকুমারের জন্মদিন।*
১৯৩৫ *ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৬৯ *বিশিষ্ট দাবা খেলোয়াড় বিশ্বনাথন আনন্দের জন্মদিন।*

সিরিয়া

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মানবতার সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের ইতিহাস

তন্ময় সিংহ

সিরিয়া, পশ্চিম এশিয়ার এই দেশটি গত তের বছর ধরে দেখেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ক্ষমতার আস্ফালনে ও বিদেশী রাষ্ট্রগুলির প্রশ্রয়ে বিশ্বের ইতিহাসের সবচেয়ে ঘৃন্য মানবতার সংকট। ২০২৩ সালে ভূমিকম্প ছিল আসলে মরার উপর খাঁড়ার ঘা। সারা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি শরণার্থী সিরিয়ার থেকেই ছড়িয়ে পড়েছে এখনো প্রায় দুই কোটি মানুষ দৈনন্দিন বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, বাসস্থান ও নিরাপত্তার লড়াই করে চলেছে। ৭৫ লক্ষ শিশু ইউনিসেফ সহ বিভিন্ন সংস্থার প্রাণের উপর বেঁচে জীবনধারণ করছে সিরিয়ায়। গত রবিবার আমরা দেখলাম সেই সিরিয়াতে আরব বসন্ত। তের বছরের লড়াই শেষে টিভির পর্দায় দেখলাম মানুষের আনন্দ এবং গণ লুটতরাজের বিজ্ঞাপন যা ইরাকের পর থেকে সারা বিশ্বেই বাস্তব। রাশিয়া জানালো বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী পাঠিয়ে সপরিবারে রাশিয়াতে আশ্রয় নিয়েছেন রাষ্ট্রপতি পুতিনের পোস্টার বয় সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি বাসার আল আসাদ। বিদ্রোহী এইচ টি এস দলের নেতা আল জুনানি জানালেন দামাস্কাসের দখলের সাথে সাথেই সিরিয়াতে নতুন ইতিহাস লেখার কাজ শুরু হয়েছে।

তিউনিসিয়া ও মিশরে আরব বসন্তের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর, সিরিয়াতেও মানুষ বিদ্রোহী হয়। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বেকারত্ব, অপরিসীম দুর্নীতি এবং রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন মতপ্রকাশের পরাধীনতা ছিল মানুষের বিদ্রোহী হওয়ার মূল কারণ। বিরোধী মানুষদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে দমন করার জন্য সরকারপক্ষ দমননীতি ও সেনা নামালে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে মানুষের উপর অত্যাচার। রাশিয়া এবং ইরান আসাদের সরকারকে সাপোর্ট করার সাথে সাথেই, পশ্চিমি দুনিয়া, ও ইজরাইল এবং আরবের অনেক দেশ বিশেষত তুর্কি সমর্থন করে বিদ্রোহীদের। এই দু পক্ষের লড়াইয়ে এবং অঞ্চল ভিত্তিক ক্ষমতার পরিবর্তনে বলির পাঁঠা হয় সিরিয়ার সাধারণ মানুষ, সৃষ্টি হয় মানব সভ্যতার ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সবচেয়ে ভয়ংকরতম মানবাধিকারের সংকটের।

২০১২ তে জেনেভা শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করে রাষ্ট্র সংঘ প্রস্তাব দেয়া হয় শাসকদের অপসারণের। তবে ২০১৫ তে রাশিয়ার সমর্থন পুতিনের আশ্বাস আসাদকে শক্তিশালী করে তোলে ও রাষ্ট্রসংঘকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দমন শুরু করে আসাদ। ২০১৬ তে কাজাখস্তান, ২০১৮ তে সোচিতে শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হলেও ২০২০ তে রাশিয়া ও তুর্কির মধ্যস্থতায় লড়াই বন্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এরই মাঝে পড়ে মধ্য এশিয়ার রুক্ষ শীতের প্রকোপে, কখনো বন্যার প্রকোপে, কখনো বোমার আঘাতে ঘরবাড়ি হারিয়ে সিরিয়ার মানুষেরা তীব্র আর্থিক সমস্যার মধ্যেও বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যায়। সময়ের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক মিডিয়া এবং খবরের কাগজে ও অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রনায়কদের কাছে গুরুত্ব হারায় সিরিয়ার মানুষের মানবাধিকারের সংকট।

প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ সংকটের পরে ঘর ছেড়েছে, আশ্রয় নিয়েছে পাশাপাশি লেবানন, জর্ডন ও তুর্কিতে। প্রায় ১৩ লক্ষ মানুষ আশ্রয় চেয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং ইউরোপের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পরিযায়ী মানুষদের পুনর্বাসনের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সিরিয়া থেকেই। ইউনিসেফের মতানুযায়ী সিরিয়াতে বসবাসকারী ৮৫ শতাংশ মানুষ তাদের দুবেলার খাবার জোগাড় করতে অক্ষম। মহিলা ও শিশুদের উপর অত্যাচারের ঘটনা চরমে। সারাদেশ জুড়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বলে কিছু নেই, পানীয় জলের সমস্যা, শিক্ষা ব্যবস্থা বলে কিছু নেই প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ শিশুর ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ রূপে স্তব্ধ হয়ে গেছে। দেশ জুড়ে বেড়েছে বোমার আঘাতে পঙ্গু শিশু সহ সমস্ত ধরনের মানুষের সংখ্যা। মানব সভ্যতার এই ভয়ঙ্করতম অন্ধকার দশাতেও লড়াই ছাড়েনি বিরোধীরা। শেষ পর্যন্ত নভেম্বর ২০২৪ থেকে শুরু হওয়া বিরোধী দলগুলির প্রতিরোধে শেষ পর্যন্ত ৮ই ডিসেম্বর সিরিয়ার লাটাকিয়া ই থাকা রাশিয়ায় বিমান ঘাঁটি থেকে নিরাপদে বিমান ধরে সপরিবারে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে প্রেসিডেন্ট আসাদকে।

১৯৭১ সাল থেকে প্রায় দীর্ঘ ৫০ বছর আসাদ ও তার পরিবার শাসন করেছে সিরিয়াকে। মাত্র ১৪ দিনের মধ্যে আসাদের পতন ও বিরোধীদের হাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা যাওয়া আসলে খুবই ইঙ্গিতবাহী। প্রতিরোধ হীন ভাবে আসাদের ক্ষমতার থেকে সরে আসা হয়তো ভবিষ্যতে সকলকে নিয়ে একটি সরকার গড়ার চেষ্টা সফল করতে পারে। এখন দেখার তুর্কিকে সাথে নিয়ে, আমেরিকা কতটা প্রত্যক্ষভাবে সাপোর্ট করে জুনানী সরকারকে এবং পরবর্তী আমেরিকান সরকার কিভাবে তাদের রাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করে । যাইহোক আসাদের পতনের সাথে সাথে ইরান ও হিজবুল্লার প্রভাব এই অঞ্চলে কমবে। এই অবস্থায় এই অঞ্চলটি আবার নৈরাজ্যে পরিণত হবে কিনা তা বলতে পারবে সময় তবে নৈরাজ্যের একটা স্বরূপ আমরা দেখলাম পতনের সাথে সাথেই।

ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের পতনের পর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন শাসকের পতন হলেই প্রাসাদ লুট করা সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা চলমান প্রবণতা। রাস্তায় মানুষের আনন্দের সাথে সাথে এর সাক্ষীও আমরা থাকলাম সিরিয়ায়। প্রায় ছয় লক্ষ কুড়ি হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটেছে এই ১৩ বছরের রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে। আন্দোলনের পরে যারা ক্ষমতায় এলো তারা কিন্তু আল-কায়েদার সাথে সম্পৃক্ত একটি গোষ্ঠী। যদিও বর্তমানে নিজেদের জাতীয়তাবাদী হিসেবে পরিচয় দিয়ে পশ্চিমী দুনিয়ার সহযোগিতা লাভ করেছে এইচটিএস। আসাদের পতনের খবরে উল্লসিত ইজরায়েল সহ ন্যাটোর দেশগুলি যারা বিভিন্ন সময়ে বিমান হানা চালিয়েছে সিরিয়াতে। আমেরিকা জানিয়েছে এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত প্রাপ্য দীর্ঘদিন ধরে কষ্ট পেয়ে আসা সিরিয়ার নাগরিকদের প্রাপ্য। রাশিয়া জানিয়েছে বিরোধী দল তাদের সামরিক ঘাঁটি নিরাপত্তা সুনিশ্চিত রাখবে বলে কথা দিয়েছে। সবে মিলে মধ্য এশিয়ার যুদ্ধ বিধ্বস্ত সিরিয়াকে নতুনভাবে গড়ে তোলায় আগামী দিনে বিশ্ব শক্তির কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে যদি তৃতীয় বিশ্বের মানবতা আজও প্রথম বিশ্বের মানুষকে ভাবিত করে।

প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ সংকটের পরে ঘর ছেড়েছে, আশ্রয় নিয়েছে পাশাপাশি লেবানন, জর্ডন ও তুর্কিতে। প্রায় ১৩ লক্ষ মানুষ আশ্রয় চেয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং ইউরোপের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পরিযায়ী মানুষদের পুনর্বাসনের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সিরিয়া থেকেই। ইউনিসেফের মতানুযায়ী সিরিয়াতে বসবাসকারী ৮৫ শতাংশ মানুষ তাদের দুবেলার খাবার জোগাড় করতে অক্ষম। মহিলা ও শিশুদের উপর অত্যাচারের ঘটনা চরমে। সারাদেশ জুড়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বলে কিছু নেই, পানীয় জলের সমস্যা, শিক্ষা ব্যবস্থা বলে কিছু নেই প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ শিশুর ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ রূপে স্তব্ধ হয়ে গেছে। দেশ জুড়ে বেড়েছে বোমার আঘাতে পঙ্গু শিশু সহ সমস্ত ধরনের মানুষের সংখ্যা। মানব সভ্যতার এই ভয়ঙ্করতম অন্ধকার দশাতেও লড়াই ছাড়েনি বিরোধীরা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের সবচেয়ে চরমতম মানবতার সংকট যার আমলে ঘটেছে সেই আসাদ কে বিরোধীদের হাতে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর মানবতার জন্য আশ্রয় দিলো রাশিয়া এর থেকে বড় রাজনৈতিক পরিহাস হয়তো পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে কমই আছে, কিন্তু রাজনীতির আঙিনায় এটাই বাস্তব। আজকে পৃথিবীতে আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোকে অস্ত্র বিক্রির জন্য এবং নিজেদের নিরাপত্তা সুবিধার জন্য ঘাঁটি বানাতে বদ্ধপরিকর পৃথিবীর বৃহত্তর শক্তিগুলি। অনেক সময় কখনো সরকারকে, কখনো বিরোধীদের কে মদত দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে চলেছে তারা, পরবর্তীকালে ওই দেশের নাগরিকদের শাসকের অত্যাচার এবং খারাপ পরিকাঠামো ও আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য যে লড়াই করতে হয়, তার নজির আমরা দেখেছি সিরিয়াতে, আফগানিস্তানে। বেঁচে থাকার সামান্য নূনতম চাহিদাগুলোর পূরণে এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত নাগরিকদের জীবন সংগ্রাম, প্রথম বিশ্বের নাগরিকদের কাছে অকল্পনীয়। তবু এরই মাঝে প্রথম বিশ্বের হস্তক্ষেপে ইরাক, আফগানিস্তান, বাংলাদেশে ক্ষমতার পরিবর্তনের ঘটনা ঘটে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মুখে গণতন্ত্র ও সাধারণ মানুষের শাসনের প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও, উগ্র মৌলবাদীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা ছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পথ থাকে না এই মদতদাতা বিদেশি রাষ্ট্রগুলির। আমরা সাধারণ মানুষেরা হয়তো শুধু আশাই করতে পারি যে জিলানির নেতৃত্বে সিরিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে এবং আন্তর্জাতিক সাহায্যে আবার সাধারন মানুষ ফিরে পাবে তাদের মৌলিক অধিকার। বেঁচে থাকার এই কঠিন লড়াইয়ে সিরিয়ার মানুষের মানবাধিকারের রক্ষা হোক, এই আরব বসন্তের মূল উদ্দেশ্য এটারই আশা থাকবে। আসাদের পতনের সাথে সাথে ইরানের মাটিতে খুলে যায় কিনা নতুন যুদ্ধের সম্ভাবনা, এবং মধ্য এশিয়ার পরিবর্তিত সরকারের সাথে সাথে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক কি পরিবর্তন হয় সেদিকে লক্ষ্য থাকবে সবার। আবার আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন যাবার আগে বিভিন্ন দেশে আমেরিকার প্রভাব যে হবে বাড়িয়েছেন, জানুয়ারি থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিদেশ নীতিতে পরিবর্তন এলে কি হবে তার দিকেও লক্ষ্য থাকবে আমাদের।

আনন্দকথা

লক্ষ্মী অর্থাৎ ঐশ্বর্য, সরস্বতী অর্থাৎ জ্ঞান, কার্তিক অর্থাৎ বিক্রম, গণেশ অর্থাৎ সিদ্ধি — এ-সব আপনি হয়ে যায় — মা যদি আসেন।

(ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নরেন্দ্রাদি অন্তরঙ্গ)

শ্রীযুক্ত ঠাকুর সকল বিবরণ শুনিলেন ও মাঝে মাঝে কেশবের উপাসনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলতেছেন, তুমি এখানে ওখানে যেও না — এইখানেই আসবে।

"যারা অন্তরঙ্গ তারা কেবল এখানেই আসবে। নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল — এরা আমার অন্তরঙ্গ। এরা সামান্য নয়? তুমি এদের একদিন কাইও! নরেন্দ্রকে তোমার কিরূপ বোধ হয়?"

মণি — আজ্ঞা, খুব ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখ, নরেন্দ্রের কত গুণ — গাইতে, বাজাতে, বিদ্যায়, আবার জিতেন্দ্রিয়, বলেছে বিয়ে করবে না — ছেলেবেলা থেকে ঈশ্বরেতে মন।

(সাকার না নিরাকার — চিন্ময়ী মূর্তি ধ্যান — মাতৃধ্যান)

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

কয়লা পাচার কাণ্ডে চার্জ গঠন বিশেষ সিবিআই আদালতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: অবশেষে মঙ্গলবার কয়লা পাচার মামলায় চার্জ গঠন হল। আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালতে ৪৯ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হয় এই দিন। ভার্চুয়াল মাধ্যমে আদালতে হাজির করানো হয় কয়লা পাচার মামলার মূল অভিযুক্তদের মধ্যে অন্যতম বিকাশ মিশ্রকে। এছাড়াও আরও দুই অভিযুক্ত ভার্চুয়ালি হাজিরা দেন।

কয়লা কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত অনুপ মাজির বিরুদ্ধে অভিযোগ- ২০১৫ থেকে ২০২০ পর্যন্ত ইসিএলের লিজ হোল্ড এলাকা থেকে প্রায় ৩১ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা চুরি ও পাচার করা হয়েছে। যার ফলে সরকারের প্রায় ১৩৪০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। এমনকি নিজেদের লাভের জন্য নকল কাগজ তৈরি করে সেগুলিকে আসল বলে ব্যবহার করে পাচার কার্য চালানো হয়েছে।

কয়লা পাচার মামলায় সিবিআইয়ের দেওয়া চার্জশিটে মোট ৫০ জনের নাম ছিল। কিন্তু এই মামলায় অভিযুক্ত বিনয় মিশ্র পলাতক। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছিল, গত শুনানিতে মামলাটিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটিতে ২৩ জনের নাম ছিল। অন্যটিতে ২৭ জনের নাম ছিল। প্রথম ২৩ জনের মধ্যে রয়েছেন অনুপ মাজি ওরফে লালা, রত্নেশ ভর্মা এবং বিকাশ। এই তিনজনের বিচারপ্রক্রিয়া আলাদা ভাবে হবে। কারণ, কয়লা পাচার মামলায় যত অভিযোগ উঠেছে, তার সব ক'টিতেই ওই তিনজনের যোগ রয়েছে। বাকি ২৭ জনের মধ্যে কেউ কোলিয়ারির ম্যানেজার, কেউ নিরাপত্তারক্ষী, কেউ বা আবার স্থানীয় দোকানদার। ১০টি কোম্পানি ১২ জন ইসিএল আধিকারিক, ২০ জন ব্যক্তিগত লালার সহযোগী, ৪ জন কোলমাফিয়া ও তিনজন বিশেষ অভিযুক্ত অনুপ মাজি, বিকাশ মিশ্র ও রত্নেশ ভর্মা। এদের বিরুদ্ধে চারটি পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় চার্জফ্রেম গঠন হয়।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে কয়লা পাচার মামলার তদন্ত শুরু করে সিবিআই। রাজ্যে রেলের বিভিন্ন সাইডিং এলাকা থেকে কয়লা চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই প্রথমে আয়কর দফতর, তার পরে সিবিআই কয়লাকাণ্ডের তদন্তে নামে। এর আগে গত ৩ জুলাই কয়লা পাচার মামলার চার্জ গঠনের দিন ধার্য হয়েছিল। অভিযুক্ত ও একাধিক সাক্ষী আদালতে উপস্থিত অনুপস্থিত থাকায় ওইদিন চার্জগঠন হয়নি। তারপরেই বিচারক ৯ অগস্ট দিন ধার্য করেছিলেন।

সেবার আদালতে কর্মবিরতি থাকায় চার্জগঠন হয়নি। এরপর ৭ সেপ্টেম্বর দিন ধার্য হয়। সেদিন দু'টি সংস্থার বা কোম্পানির জটিলতা থাকায় চার্জফ্রেম গঠন হয়নি। তারপরেই ১৪ নভেম্বর দিন ধার্য করেন সিবিআই আদালতের বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী। ১৪ নভেম্বর শুরু হয় চার্জফ্রেম গঠনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া। ওইদিন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারা দেওয়া হয়। ১৮ নভেম্বর অভিযুক্তদের আইনজীবীরা ধারাগুলি নিয়ে বিরোধিতা করেন। বিচারক সবপক্ষের যুক্তি শোনেন। তারপরেই ২৫ নভেম্বর অর্থাৎ সোমবার ফাইনাল চার্জফ্রেম গঠনের দিন ঠিক হয়েছিল। কিন্তু চার্জগঠনের আগের দিন বিকাশ মিশ্রকে কলকাতা পুলিশ গ্রেফতার করায় চার্জগঠন সম্ভব হয়নি।

উল্লেখ্য, সিবিআইয়ের এই মামলায় ৩৯৬ জন সাক্ষী রয়েছেন। মামলায় অভিযুক্ত ৫০ জন। প্রত্যেকের জন্য রয়েছে ২৫ হাজার পাতার নথি। রয়েছে ১১৪৯ পাতার তথ্যপ্রমাণ। এই মামলায় সিবিআই মোট তিনটি চার্জশিট জমা দিয়েছে। অবশেষে চার্জফ্রেম গঠন হল এদিন। আগামী ২১ জানুয়ারি এই কয়লা পাচার মামলায় প্রথম ট্রায়াল শুরু হবে। এই দিন সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের আদালতে হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সিবিআই আদালতের পক্ষ থেকে।

ইডির হানা এক দর্জির বাড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মঙ্গলবার সাত সকালে বর্ধমানে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির হানা এক দর্জির বাড়িতে। প্রায় আট ঘণ্টা পর বেরিয়ে যান ইডির আধিকারিকরা। হাসান আলিকে সাত দিনের মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা ফেরৎ দিতে হবে। এমনটাই জানা গিয়েছে। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে হাসান আলির।

মঙ্গলবার সকাল ন'টা ১৫ নাগাদ বর্ধমানের, লস্করদিঘি এলাকায়, আলিয়া টেলারিং সেন্টারের মালিকের বাড়িতে হানা দেন ইডির পাঁচ আধিকারিক। সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও ছিলেন। এদিন বিকেল চারটে ৫০ নাগাদ, দীর্ঘ প্রায় আট ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর বেরিয়ে যান ইডির আধিকারিকরা। বেরিয়ে যাওয়ার পর হাসান আলির বক্তব্য, চলতি বছর, ২১ নভেম্বর দক্ষিণেশ্বরে সুকান্ত ব্যানার্জি নামক এক ব্যক্তির ১০ লাখ টাকা হাসান আলি নিজের অ্যাকাউন্টে নিয়ে অন্য এক ব্যক্তিকে দেন।

দক্ষিণেশ্বরের বাসিন্দা সুকান্ত ব্যানার্জিকে চিনলেও যাকে হাসান আলি নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে ১০ লাখ টাকা তুলে দিয়েছিলেন সেই ব্যক্তিকে তিনি চেনেন না এমনটাই দাবি হাসান আলির। সুকান্ত ব্যানার্জি বিশেষে কাজের জন্য রাজ্য থেকে লোক নিয়ে যায়। এক বছরের পরিচয় হাসানের সঙ্গে সুকান্তর। হাসানের স্ত্রীর দাবি, 'এত টাকা আমরা কী ভাবে দেব'। ইতিমধ্যেই হাসান আলির সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করেছে ইডি। ইডির আধিকারিকরা হাসান আলিকে বলে গিয়েছেন সাত দিনের মধ্যে এই টাকা ফেরত দিতে হবে নচেৎ যে ব্যক্তিকে টাকা তুলে দিয়েছে সেই ব্যক্তিকে হাজির করাতে হবে। শুধু কি এই দশ লাখ টাকা লেন দেন। নাকি এর পেছনে রয়েছে অন্য কোনও রহস্য। সূত্রের খবর, হাসান আলি দীর্ঘদিন দুবাইয়ে ছিলেন। এরপর তিনি এসে টেলারিংয়ের ব্যবসা শুরু করেন। তারপর থেকেই তার এবং পরিবারের আত্মীয়দের অ্যাকাউন্টে লক্ষ লক্ষ টাকা লেনদেন হয়। মুম্বই, কলকাতা, দুবাই ও দিল্লিতে লেনদেনের নথি ইডি কর্তাদের হাতে আসে। তারপরেই হানা দেন ইডি আধিকারিকরা।

খড়গপুরে বিমাসখী যোজনায় ৫০ মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ভারতীয় জীবন বিমা নিগমের খড়গপুর শাখায় মঙ্গলবার বিমাসখী যোজনায় ৫০ জন মহিলাকে কেরিয়ার এজেন্ট হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে। মহিলাদের আর্থিক ভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এদিন হরিয়ানার পানিপথে বিমাসখী নামে ভারতীয় জীবন বিমা নিগমের মহিলা ক্যারিয়ার এজেন্ট প্রকল্পটির সূচনা করেছেন। সেই উপলক্ষে জীবন বিমা নিগমের খড়গপুর ডিভিশন কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর এই অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। এই ডিভিশনে বিমাসখী যোজনায় যে ৫০জন মহিলা কাজে যুক্ত হচ্ছেন তাঁদের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখানো হয়। পরে ক্যারিয়ার এজেন্ট হিসাবে সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কয়েকজন মহিলার হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। জীবন বিমা নিগমের বিভিন্ন আধিকারিকরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই প্রকল্পে ক্যারিয়ার এজেন্ট হিসেবে যোগ দেওয়া মহিলারা প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন।

UNITY

ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : বসন্ত লোক, বসন্ত বিহার, নিউ দিল্লি - ১১০০৫৭ কর্পোরেট অফিস : সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (ই), মুম্বই - ৪০০ ০৯৮

প্রতীকী দখল নোটিশ

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য) দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)

যেহেতু, ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড, অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল **০৫.১২.২০২৪** তারিখে।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ নিম্নোক্ত মতে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার	বন্ধকদত্ত/জামিনদত্ত সম্পদ(সমূহ) সম্পত্তির বিস্তারিত	দাবি নোটশের তারিখ এবং বকেয়া পরিমাণ
১. দাস লাইফ কেয়ার ২. সমীর দাস ৩. রীনা দাস লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার USFBKOLLOAN000005008057	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৭৫ ডেসিমেল এবং তদস্থিত দোতলা ভবন পরিমাণ আনুমানিক ৪৫৬৫ বর্গফুট (একতলা পরিমাণ আনুমানিক ১৫৩৩ বর্গফুট, দোতলা পরিমাণ আনুমানিক ১৫১৬ বর্গফুট এবং ছাদ এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ১৫১৬ বর্গফুট) কমবেশি, মৌজা : রামচন্দ্রনগর, জেএল নং ১৪২, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৬২৬, এলআর খতিয়ান নং ৬৭০, থানা : মগরাহাট, স্থানীয় গোকর্নী গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : (বন্ধকদত্ত দলিল অনুযায়ী) : পূর্বে :** ৭ ফুট সড়ক **পশ্চিমে :** সোমনাথ হালদারের সম্পত্তি, **উত্তরে :** আবেদ আলি ঢালি এর সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** সোমনাথ হালদারের সম্পত্তি।	দাবি নোটিশ তারিখ ১৮.০৭.২০২৪, পরিমাণ ৮২,১১,১৯৪ টাকা (বিরাশি লাখ এগার হাজার একশ চুরানব্বই টাকা) টাকা ১৬.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, শুল্ক এবং অন্যান্য প্রযোজ্যমতে।

তারিখ - ১১.১২.২০২৪ স্থান - পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আকনা-সেনপুর ও খন্ডক্ষেত্র সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

(রেজিঃ নং-৩ এইচ জি, তারিখ- ০৮.০৪.১৯৬১)
গ্রাম-সেনপুর, পোঃ- পশপুর, জেলা-হুগলী

স্মারক সংখ্যা ঃ **B.O.D. Election/2024(25)** তারিখ ঃ ০৯.১২.২০২৪

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অত্র সমিতির সদস্যগণকে জানানো যাইতেছে যে, সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য আগামী ইং ১১.০১.২০২৫ তারিখ শনিবার (বাংলা ২৬ শে পৌষ ১৪৩১) ভোট গ্রহণ করা হইবে। নির্বাচনক্ষেত্র ও পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যার তালিকা বিজ্ঞপ্তির সহিত দেওয়া হইল। সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া প.ব. সমবায় আইন ২০০৬, প.ব. সমবায় নিয়মাবলী ২০১১। তৎসংক্রান্ত সংশোধনী এবং সমবায় নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ-এর প্রনিয়ম অনুযায়ী সংঘঠিত হইবে। নির্বাচনী নির্ঘন্ট বিজ্ঞপ্তির সহিত সংযোজিত হইল। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও যথা সময়ে যথা স্থানে উপস্থিত হইয়া ভোট দানের জন্য অনুরোধ জানানো হইতেছে। ধন্যবাদান্তে-

স্থান-সেনপুর
তাং- ০৯.১১.২০২৪

ইন্দ্রনীল মোহান্ত
সমবায় পরিদর্শক, জাঙ্গিপাড়া ব্লক

পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা ও ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচক	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা	ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের নাম
১	সমিতির চূড়ান্ত ভোটার তালিকাভুক্ত সদস্য ও সদস্যাগণ	সাধারণ-৬জন, মহিলা সংরক্ষিত-২জন, তফসিলি জাতি/ তফসিলি উপজাতি সংরক্ষিত-১জন	সমিতির কার্যালয়

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ
১। নির্বাচনে প্রার্থী হইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬ এবং নিয়মাবলী ২০১১ মোতাবেক যোগ্যতাবলী থাকিতে হইবে।
২। প্রার্থী প্রার্থীর প্রস্তাবক ও সমর্থক-এর নাম ভোটার তালিকায় থাকিতে হইবে।
৩। ভোটারকে তাহার পরিচয় প্রমাণ করিবার জন্য ভারতীয় নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত প্রমাণ পত্র ভোটদানের জন্য প্রয়োজনে দেখাইতে হইবে। সমিতির কিষান ক্রেডিটকার্ড (ছবিযুক্ত গ্রাহ্য)।
৪। ভোটারকে প্রদত্ত নির্দিষ্ট সরঞ্জাম দিয়াই ভোটপত্রে ভোট দিতে হইবে।
৫। প্রার্থীর অনুপস্থিতিতে মনোনয়ন পত্র গ্রহণ, জমা দেওয়া, পরীক্ষা ইত্যাদি প্রার্থী কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত নির্বাচনী এজেন্ট করিতে পারিবেন। নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগের নির্দিষ্ট ফরম সমিতি হইতে পাওয়া যাইবে।
৬। কো-অপারেটিভ ইলেকশন কমিশন, প.ব.-এর প্রনিয়ম ইলেকশন এজেন্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
৭। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় রিটার্নিং অফিসার/ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।
৮। ভোটার সর্বাধিক তার নির্বাচন ক্ষেত্রের প্রতিনিধি সংখ্যার সমান ভোট দিতে পারবেন।

ক্র. স.	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান
১	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র বিলি	১৬.১২.২০২৪ হইতে ১৭.১২.২০২৪	বেলা ১২টা হইতে দুপুর ৩টা পর্যন্ত	সমিতির অফিস গৃহ
২	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা	১৬.১২.২০২৪ হইতে ১৭.১২.২০২৪	বেলা ১২টা হইতে দুপুর ৩টা পর্যন্ত	সমিতির অফিস গৃহ
৩	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	১৯.১২.২০২৪	দুপুর ২টা হইতে	সমিতির অফিস গৃহ
৪	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	১৯.১২.২০২৪	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার পর	সমিতির অফিস গৃহ
৫	মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার	২০.১২.২০২৪	দুপুর ৩টার পূর্বে	সমিতির অফিসগৃহ
৬	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২০.১২.২০২৪	দুপুর ৩টার পর	সমিতির অফিসগৃহ
৭	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের তারিখ	১১.০১.২০২৫	বেলা ১২টা হইতে দুপুর ৩টা পর্যন্ত	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে
৮	ভোট গণনা	১১.০১.২০২৫	নির্বাচনের অব্যহিত পরে	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে
৯	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের ফল প্রকাশ	১১.০১.২০২৫	ভোট গণনার অব্যহিত পরে	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে

স্বাক্ষর
প্রলয় বিশ্বাস
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
আকনা সেনপুর ও খন্ডক্ষেত্র সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

স্বাক্ষর
ইন্দ্রনীল মোহান্ত
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
আকনা সেনপুর ও খন্ডক্ষেত্র সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

নাকোল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

(রেজিঃ নং-22, তাং-25/05/1959)
গ্রাম ও পোস্ট-নাকোল, শ্যামপুর, হাওড়া

স্মারক সংখ্যা ঃ **06/ARO/2024** তারিখ ঃ **11/12/2024**

পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন-২০১২ এবং সমবায় সমিতি সমূহের সহনিবন্ধক, হাওড়া রেঞ্জ তথা হাওড়া জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer)-এর আদেশ সম্বলিত স্মারক সংখ্যা 907/II-06/12 তাং 23/07/2024 দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া আমি শ্রী ঋজু সাহা, সমবায় পরিদর্শক, শ্যামপুর-২ ব্লক তথা অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, নাকোল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড, এই মর্মে অত্র সমিতির সকল নির্বাচক সদস্য ও সদস্যাদের বিজ্ঞাপিত করিতেছি যে, নাকোল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড (রেজিঃ নং 22, তাং 25/05/1959)-এর পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন, ২০২৪, নিম্নোক্ত সূচী ও তারিখ মতো অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনে যথাযথ অংশগ্রহণ এবং তা সুসম্পন্ন করার জন্য সকল নির্বাচক সদস্য ও সদস্যাদের অনুরোধ করা হল।

সংযোজনী ঃ
পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সমূহ ও নির্বাচন সূচী।

স্বাঃ /-
সমবায় পরিদর্শক
শ্যামপুর-২ ব্লক, হাওড়া
ও
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
নাকোল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

১) পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহ
ক) সমিতির পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনে শূন্যপদের সংখ্যা (যাহা নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হবে) তাহা হল-০৯ (নয়), যার মধ্যে অসংরক্ষিত আসন হল-০৬, মহিলা সংরক্ষিত আসন হল-০২, তপশিলী জাতি/ তপশিলী উপজাতি সংরক্ষিত আসন হল-০১।
খ) নির্বাচন ক্ষেত্রের এলাকা-সমিতির সমগ্র সদস্য পদ এলাকা।
গ) পরিচালক পদে নির্বাচনের যোগ্যতাবলী- পরিচালক পদে নির্বাচনের জন্য সমবায় আইন ২০০৬, সমবায় বিধান ২০১১ এবং সংশ্লিষ্ট সমিতির উপবিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যোগ্যতাবলী থাকতে হবে।

২) নির্বাচন সূচী

ক্রমিক নং	নির্বাচন সূচী	তাং	সময়	স্থান	ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদ
ক)	মনোনয়নপত্র বিলি	১৭.১২.২০২৪ ও ১৮.১২.২০২৪	দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত	সমিতির কার্য্যালয়	অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO) ও ARO কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি
খ)	মনোনয়নপত্র পেশ	১৯.১২.২০২৪ ও ২০.১২.২০২৪	দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত	সমিতির কার্য্যালয়	অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO) ও ARO কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি
গ)	মনোনয়নপত্রের পরীক্ষা	২১.১২.২০২৪	দুপুর ১২টার সময়	সমিতির কার্য্যালয়	অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO)
ঘ)	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	২১.১২.২০২৪	মনোনয়নপত্রের পরীক্ষার অব্যবহিত পরে	সমিতির কার্য্যালয়ের নোটিশ বোর্ড	অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO)
ঙ)	মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ (স্বাক্ষরিত আবেদন প্রার্থীকে নিজে জমা দিতে হবে)	২৩.১২.২০২৪	বিকাল ৩টা অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত	সমিতির কার্য্যালয়	অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO)
চ)	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২৩.১২.২০২৪	বিকাল ৩টার পর	সমিতির কার্য্যালয়ের নোটিশ বোর্ড	অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO)
ছ)	ভোটগ্রহণ	০৫.০১.২০২৫	সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত	সমিতির কার্য্যালয়	RO কর্তৃক নিয়োজিত প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার
জ)	ভোট গণনা	০৫.০১.২০২৫	ভোট গ্রহণের অব্যবহিত পরে	সমিতির কার্য্যালয়	RO কর্তৃক নিয়োজিত প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার
ঝ)	ফল প্রকাশ	০৫.০১.২০২৫	ভোট গণনা অব্যবহিত পরে	সমিতির কার্য্যালয়	অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (ARO)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ভোটের দিন পরিচয়পত্র হিসাবে ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র অবশ্যই আনতে হবে, যদি কারোর সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র না থাকে, তা হলে ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত ১৪টি অন্যান্য সচিত্র পরিচয়পত্রের যেকোন একটি অথবা সমিতি প্রদত্ত সচিত্র সদস্য পরিচয়পত্র/ সদস্যবই/ পাশবই অবশ্যই আনতে হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সমিতির অফিস থেকে জেনে নিতে পারবেন।

স্বাঃ /-
সমবায় পরিদর্শক
শ্যামপুর-২ ব্লক, হাওড়া
ও
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
নাকোল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জোনাল অফিস
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

পরিশিষ্ট - ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **০৯.০৯.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/ বন্ধকদাতা **শ্রী মানজয় রাউথ** বি কে পাল এভিনিউ শাখা নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২২,৬৭,৩২২.০০ টাকা** (বাইশ লাখ সাতষট্টি হাজার তিনশ বাইশ টাকা) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৬ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **২৩,১৫,৭১৬.০০ টাকা** (তেইশ লাখ পনের হাজার সাতশ ষোলো টাকা) ০৬.১২.২০২৪ অনুযায়ী সুদ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তির সকল অংশ নিম্নে বর্ণিত :

সম্পত্তির বিস্তারিত	সীমানা
বন্ধকদত্ত সম্পদ : সেরসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০৭৫৯৫৭৬৫৪: সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৭৪৪৭৭৫৩১ সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট (টাইল মেঝে), ফ্ল্যাট নং জি১, একতলা (উত্তর পশ্চিম দিকে বহুতল ভবনের), ভবনের নাম লোটাস টাওয়ার, ২ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ ডাইনিং তথা লিভিং এবং ১ টয়লেট, পরিমাণ ৭০০ বর্গফুট এসবিইউ এরিয়া, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমি এবং সকলের জন্য সুবিধা ভোগের অধিকার অবস্থিত মৌজা : হাতিয়ারা, জেএল নং ১৪, আরএস নং ১৮৮, তৌজি নং ১৬৯, আরএস দাগ নং ৪০০৯,আরএস খতিয়ান নং ১১৬, এলআর দাগ নং ৪০০৯, এলআর খতিয়ান নং ১১৬, পুরসভা নং আরজিএম/১৯/১৯৪৫, শঙ্কর আবাসন, কলকাতা : ৭০০১৫৭, ওয়ার্ড নং ২০, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা, থানা এবং এডিএসআর অফিস রাজারহাট (নিউ টাউন), জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তি শ্রী মাঞ্জয় রাউত এর নামে।**	**জমি সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** বিনয় চক্রবর্তী এবং শঙ্কর সেনের জমি, **দক্ষিণে :** ১৫ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : আরএস দাগ নং ৪০০৯, **পশ্চিমে :** আরএস দাগ নং ৪০০৯। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা জায়গা, **দক্ষিণে :** সিঁড়ি, লিফট এবং দোকান, **পূর্বে :** অন্যান্যর ফ্ল্যাট, **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।

তারিখ :০৬.১২.২০২৪, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

Ref No. ZO/Kol-south/Rec/2024-25/116 তারিখ : ১০.১২.২০২৪

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে বিক্রয় নোটিশ

১. **মেসার্স মন্ডল এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), অংশীদার শ্রী দিলীপ মন্ডল এবং শ্রী তন্ময় মন্ডল,** ১৩৫, স্বামী বিবেকানন্দ রোড (২), রামচন্দ্রপুর, পূজালি, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০ ১৩৮।
২. **শ্রী দিলীপ মন্ডল (অংশীদার),** পিতা সমর মন্ডল, ঠিকানা রামচন্দ্রপুর, পূজালি, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০ ১৩৮
৩. **শ্রী তন্ময় মন্ডল** (অংশীদার), পিতা দিলীপ মন্ডল, ঠিকানা রামচন্দ্রপুর, পূজালি, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০ ১৩৮
৪. **শ্রীমতী নমিতা মন্ডল** (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা), স্বামী শ্রী দিলীপ মন্ডল, ঠিকানা রামচন্দ্রপুর, পূজালি, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০ ১৩৮

বিষয় : লোন অ্যাকাউন্ট - মেসার্স মন্ডল এন্টারপ্রাইজ
(এ/সি নং ৫০৪২২১৪৩৮১২ / ৫০৫২০১৬৭৬৮১)
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নিশ্চিন্তপুর শাখার সাথে

মেসার্স মন্ডল এন্টারপ্রাইজ (অংশীদার শ্রী দিলীপ মন্ডল এবং শ্রী তন্ময় মন্ডল) ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নিশ্চিন্তপুর শাখা থেকে নগদ ক্রেডিট/মেয়াদী ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেছে, যার ঋণ পরিশোধের সময়সূচী উল্লিখিত সম্পত্তি বন্ধক দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়েছে পরবর্তীতে সম্পত্তি মেসার্স মন্ডল এন্টারপ্রাইজ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে (অংশীদারগণ শ্রী দিলীপ মন্ডল এবং শ্রী তন্ময় মন্ডল) ব্যাঙ্কের বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে৷ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ১৩(২) ধারার অধীনে ৩১.১২.২০২২ তারিখের একটি দাবি নোটিশ (সংক্ষেপে 'আইন'), অনুমোদিত অফিসার দ্বারা জারি করা হয়েছিল ঋণগ্রহীতা (গণ), জামিনদাতা (গণ) মেসার্স মন্ডল এন্টারপ্রাইজ (অংশীদারণ শ্রী দিলীপ মন্ডল এবং শশ্রীতন্ময় মন্ডল), ঠিকানা ১৩৫, স্বামী বিবেকানন্দ রোড (২), রামচন্দ্রপুর, পূজালি, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০ ১৩৮, শ্রী দিলীপ মন্ডল (অংশীদার), শ্রী তন্ময় মন্ডল (অংশীদার) এবং শ্রীমতি নমিতা মন্ডল (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা) টাকা বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ৩০.১২.২০২২ তারিখে ১১,৭৬,৮৭৭.০০ টাকা (এগারো লাখ ছিয়াত্তর হাজার আটশ সাতাত্তর টাকা) আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ। ৩১.১২.২০২২ তারিখের দাবি নোটিশ সত্ত্বেও উভয়ই অর্থপ্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে৷
মেসার্স মন্ডল এন্টারপ্রাইজ (অংশীদারগণ শ্রী দিলীপ মন্ডল এবং শ্রী তন্ময় মন্ডল), ঠিকানা ১৩৫, স্বামী বিবেকানন্দ রোড (২), রামচন্দ্রপুর, পূজালি, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০ ১৩৮, দাবি নোটিশ সত্ত্বেও অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে, অনুমোদিত অফিসার ২৪.০৫.২০২৩ তারিখে আইনের অধীনে তফসিল উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নেন সমস্ত আইনি আনুষ্ঠানিকতা সহ। এর পাশাপাশি ০২.০৯.২০২৪ তারিখে ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা সম্পত্তির ভৌত দখল নেওয়া হয়।
উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা অনুযায়ী সুরক্ষিত পাওনাদারের দখলে নেওয়া সম্পদ বিক্রি করার এবং বকেয়া ব্যালেন্সের জন্য অর্থ আদায় করার অধিকার রয়েছে। একই অনুসারে, নিম্নস্বাক্ষরিত/অনুমোদিত কর্মকর্তা নিম্নলিখিত মোডে উল্লেখিত সিকিউরিটিজ বিক্রি করতে চান :
ই-নিলাম মোড অবলম্বন করে পাবলিক টেন্ডার/নিলামের মাধ্যমে বিক্রির প্রস্তাব করা হয়েছে।
বিক্রয়ের তারিখ : ৩১.০১.২০২৫
বিক্রয়ের সময় : সকাল১১টা থেকে বিকেল ৪টে
বিক্রয়ের পদ্ধতি : https://baanknet.com এর মাধ্যমে ই-নিলাম
স্থায়ী রিজার্ভ মূল্য : ১৮,০০,০০০.০০ টাকা (আঠার লাখ টাকা)
ইএমডি : ১,৮০,০০০.০০ (এক লাখ আশি হাজার টাকা)
ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১০,০০০.০০ টাকা
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ : ১৫.০১.২০২৫ তারিখে (ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন)
এই বিষয়ে আপনাকে এতদ্বারা বকেয়া টাকা পরিশোধ করার জন্য বলা হচ্ছে ৩০.১২.২০২২ তারিখে ১১,৭৬,৮৭৭.০০ টাকা (এগারো লাখ ছিয়াত্তর হাজার আটশ সাতাত্তর টাকা) এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ (বকেয়া আদায় হওয়া পর্যন্ত) সংবাদপত্রে এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে নীচের উল্লিখিত সম্পদ প্রকাশ। যদি আপনি উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত পরিমাণগুলি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে বকেয়া আদায়ের জন্য নীচের উল্লিখিত সম্পদ বিক্রি করতে এবং উপরোক্ত আইন এবং বিধিগুলির বিধান অনুসারে উপযুক্ত বলে মনে করা অন্যান্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করা যেতে পারে।
বিশদ শর্তাবলীর জন্য, আরও বিশদ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে **১৫.০১.২০২৫ তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন (এই সময়-বাংলা এবং ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস - ইংরাজি)** এবং https://baanknet.com-এ দেওয়া লিঙ্ক দেখুন।
এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তপশিল
বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পদের নির্দিষ্ট বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :
বন্ধকদত্ত সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ২ কাঠা ১ ছটাক ২৮ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : উত্তর রাম চন্দ্রপুর, পরগনা : বালিয়া, জেএল নং ৩৭,আরএস নং ১৯, তৌজি নং ৩৯৯/৪০০, আরএস খতিয়ান নং ৪২৩, দাগ নং ৫৫৩, হোল্ডিং নং ১৩৫, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, ওয়ার্ড নং ২, পুজালী পুরসভা অধীন, থানা : বজবজ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১৮৯০ তারিখ ২১.০৩.২০০৩ নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ৩৪, পৃষ্ঠা ৯ থেকে ১৮-২০০৩ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর বজ বজ, **শ্রীমতি নমিতা মন্ডল, স্বামী দিলীপ মন্ডলের নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে :** দীনেশ পারুই, **দক্ষিণে :** পরেশ পারুই এবং সুখেন পারুই। **পূর্বে :** পুরসভা সড়ক, **পশ্চিমে :** সুখেন পারুই।

তারিখ : ১০.১২.২০২৪
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBFC

রেজিস্টার্ড অফিস:- ইউনিট নং ১০৩, ২য় তল, সি অ্যান্ড বি স্কোয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, সিটিএস নং ৯৫এ, ১২৭, আন্ধেরি কুরলা রোড, গ্রাম চাকালা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫৯ টেলিফোন: +৯১২২৬৭৮৭৫৩০০ । ফ্যাক্স: +৯১ ২২৬৭৮৭৫৩৩৪ । www.SBFC.com
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: U67190MH2008PTC178270

জনবিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণকে অবহিত করা যাচ্ছে যে, **এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড কর্তৃক ২৪.১২.২০২৪ তারিখ সকাল ১০:৩০ টায়** বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কারের নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **নিচে শাখার ঠিকানায়।** নিলামে ওঠা সোনার গয়নাগুলি আমাদের বিভিন্ন গ্রাহকদের ঋণ অ্যাকাউন্টের অন্তর্গত যারা তাদের পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের নিলামের নোটিশ যথাযথভাবে এই ঋণগ্রহীতাদের জারি করা হয়েছে। নিলামে ওঠা সোনার অলঙ্কারগুলি শাখার নাম সহ নীচে উল্লিখিত আমাদের বিভিন্ন গ্রাহকদের ওভারডিউ ঋণ অ্যাকাউন্টের অন্তর্ভুক্ত।

বারাসত শাখা ঠিকানা : চাঁপাডালি মোড়, বারাসত, ২য় তল, সেনকো গোল্ড -এর নিকটে, পোঃ+থানা- বারাসত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, যশোর রোড বারাসত, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১২৪। AP00338020,AP00430183,AP00603304,AP00504143,AP00611628,AP00522805,AP00620221,AP00638815

ডালহৌসি শাখা ঠিকানা : ডালহৌসি, স্টিফেন হাউজ, প্রথম তল, ৬ই আরএন মুখার্জি রোড, বিড়লা বিল্ডিংয়ের বিপরীতে, কলকাতা-৭০০০০১।
AP00446974,AP00448245,AP00552233

দুর্গাপুর শাখা ঠিকানা: সুরেশ ম্যানসন, নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৭১৩২১৩ (কোহিনুর রেস্টুরেন্টের বিপরীতে)।
AP00245220,AP00311734,AP00353369,AP00447380,AP00448823,AP00455900,AP00493365,AP00504559,AP00518458,AP00531300,AP00585596,AP00596354,AP00596591,AP00605223,AP00608353,AP00615825,AP00616606,AP00616999,AP00647378

গড়িয়া শাখা ঠিকানা : ৩ নং গড়িয়া বোরাল মেইন রোড, বার্নিং ঘাটের নিকটে, কলকাতা - ৭০০০৮৪।
AP00431182,AP00438258,AP00501347,AP00523608,AP00528632,AP00558013,AP00606194,AP00615820,AP00620211,AP00624356,AP00628192,AP00630167,AP00635648,AP00647409,AP00650692

বিশদে জানতে, অনুগ্রহ করে এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড-এ যোগাযোগ করুন, যোগাযোগ নম্বর: ১৮০০-১০২-৮০১২ (আগাম বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে নিলামে অ্যাকাউন্টের সবর্তন এবং/ নিলাম মুলতুবী রাখা / বাতিল করার অধিকার এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড দ্বারা সংরক্ষিত।)

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

বেলডাঙ্গা শাখা
স্টেশন রোড, পো. এবং থানা - বেলডাঙ্গা
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
পিন - ৭৪২ ১৩৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ৩০.১২.২০২৪ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বেলডাঙ্গা শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৭২,০৯,২১৩.০০ টাকা (বাহাত্তর লাখ নয় হাজার দুশো তেরো টাকা)** (বিবি +এমওআই = ৩১,৯৬,৭৭৭.৪৩ টাকা + ৪০,১২,৪৩৫.৫৭ টাকা) ০৭.১২.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **মেসার্স মাস্টার ব্রিক ফিল্ড, স্বত্বাধিকারী : শ্রী শাহাবুদ্দিন মন্ডল,** গ্রাম - সাঁকোয়া, পোস্টা - আমতলা, ৫ নং নওদা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা - নওদা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১২১ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স মাস্টার ব্রিক ফিল্ড, স্বত্বাধিকারী : শ্রী সাহাবুদ্দিন মন্ডল** **স্বত্বাধিকারী : শ্রী সাহাবুদ্দিন মন্ডল** পিতা প্রয়াত করিম বক্স মন্ডল **বন্ধকদাতা তথা জামিনদাতা : শ্রীমতি মমতাজ বেগম,** স্বামী শ্রী সাহাবুদ্দিন মন্ডল, **সকলের ঠিকানা :** গ্রাম : সাঁকোয়া, পো : আমতলা, ৫নং নওদা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : নওদা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২১২১। **খ) বেলডাঙ্গা শাখা**	খালি জমি সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : সুরঙ্গপুর, জেএল নং ২৬, প্লট নং ২৩৫০, খতিয়ান নং এলআর ৩৯৭৯, মাস্টারপাড়া, গ্রাম এবং পো : আমতলা, ৫নং নওদা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : নওদা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১২১, পশ্চিমবঙ্গ, এরিয়া ৫.০০ ডেসিমেল, শ্রেণি : ভিটা, উল্লেখ্য রেজি. বিক্রয় দলিল নং আমতলা, জেলা মুর্শিদাবাদ, পৃষ্ঠা ২৫৯-২৬২, ভলুম নং ১১, বুক নং ১, রেজি বিক্রয় দলিল নং ১৬৪৫, তারিখ ২৪.০৭.১৯৯৮, রেজিস্ট্রিকৃত বেলডাঙ্গা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পৃষ্ঠা নং ৩৭-৪০, ভলুম নং ২৩, বুক নং ১। **সম্পত্তি মমতাজ বেগম, স্বামী সাহাবুদ্দিন মন্ডলের নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : আনসার শেখ এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : এরসাদ আলির সম্পত্তি, পূর্বে : পঞ্চায়েত সড়ক, পশ্চিমে : পঞ্চায়েত সড়ক।	**৭২,০৯,২১৩.০০ টাকা (বাহাত্তর লাখ নয় হাজার দুশো তেরো টাকা)** (বিবি +এমওআই = ৩১,৯৬,৭৭৭.৪৩ টাকা + ৪০,১২,৪৩৫.৫৭ টাকা) ০৭.১২.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৮.৫০ লাখ টাকা (*) (আট লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) খ) ০.৮৫ লাখ টাকা (পঁচাশি হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB30166046567 ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই চ) প্রতীকী দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ৩০.১২.২০২৪, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com** এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **(https://baanknet.com)**এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের (https://baanknet.com)-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ- ০৯.১২.২০২৪
স্থান : বেলডাঙ্গা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

কাকার সম্পত্তির দখল ঠেকাতে খুন ভাইপো

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কাকার সম্পত্তির জবরদখল ঠেকাতে গিয়ে খুন হলো ভাইপো। প্রতিবেশীদের সঙ্গে তিন শতক জমির দখলদারি নিয়ে বিবাদকে ঘিরেই দুই পরিবারের সংঘর্ষ বাধে। আর তাতেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার দুপুরে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার যদুপুর এলাকায়। এই ঘটনায় দু'পক্ষের তিনজন জখম হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। খুনের ঘটনাটি নিয়ে মৃতের পরিবার হামলাকারীর মিঠু শেখ, রিন্টু শেখ সহ তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। পালটা হামলাকারীদের পক্ষ থেকেও তাঁদের কুপিয়ে খুন করার চেষ্টা অভিযোগ

দায়ের হয়েছে পুলিশে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সায়েম আলি (৩৫)। তাঁদের একটি তিন শতক জমি নিয়েই এদিন পরিবারের ওপর গোষ্ঠী মিঠু শেখ, রিন্টু শেখের দলবলের সঙ্গে গোলমাল বাধে । আর সেই গোলমাল সংঘর্ষে পরিণত হয়। সেই সময় সায়েম আলীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। এদিকে আহতদের চিকিৎসার জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের নিয়ে আসা হলে নতুন করে দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনে।

মৃতের এক জামাইবাবু দিলওয়ার হোসেন জানিয়েছেন, তার কাকাশ্বশুর সামিজুদ্দিন শেখ দীর্ঘদিন আগেই অবিবাহিত থাকাকালীন শ্যালক সায়েম আলীকে তিন শতক জমি লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই জমির দখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছে প্রতিবেশী মিঠু শেখ, রিন্টু শেখ ও তার দলবল । গত কয়েক মাস ধরেই এই জমির দখলদারিকে নিয়ে গোলমাল চলছিল। এদিন সকালে ওরা ওই তিন শতক জমিতে ঘিরছিল। তখনই বাঁধা দিতে গেলে গোলমাল বাধে। সেই সময় হাঁসুয়া দিয়েই সায়েমকে খুন করে অভিযুক্তরা।

এদিকে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই রিন্টু শেখের দাবি, 'তাঁদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হচ্ছে। এই তিন শতক জমির বিষয়টি নিয়ে আদালতে মামলা রয়েছে। ওই জমিটি তাঁদের। কোনও রকম লেখাপড়ির কাগজ ওঁরা দেখাতে পারবে না। তারপরও ওঁরা তিন শতক জমিতে পাঁচিল দিয়ে ঘেরার চেষ্টা করছিল। আমরা প্রতিবাদ জানাতেই ওঁরাই আমাদের মারধর করেছেন। সায়েম আলির কী ভাবে মৃত্যু হল সেটা বলতে পারব না।'

ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, দু'পক্ষই লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। তবে খুনের ঘটনায় তদন্ত শুরু করা হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

আবাসের টাকা পেয়েও নির্মাণকাজ না শুরুর অভিযোগ, পরিদর্শনে চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আবাস যোজনার টাকা পেলেও শুরু করা হয়নি নির্মাণ কাজ। প্রথম ধাপের টাকা ঢুকে গিয়েছে বহুদিন আগে। তারপরেও বাড়ি তৈরি করছেন না অনেকেই। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে সরেজমিনে স্বয়ং পুরসভার চেয়ারম্যান। সরকারি টাকায় বাড়ি তৈরি না করলে, টাকা ফেরত দেবার কথা স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেন চেয়ারম্যান।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বালুরঘাট পুরসভার অন্তর্গত ১৩,১৪ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে পরিদর্শনে যান বালুরঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র। সেখানে যারা যারা বাড়ি তৈরি টাকা পেয়েও নির্মাণ কাজও শুরু করেনি, তাদের সাথে কথা বলেন তিনি। দ্রুত বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করবার পরামর্শ দেন তিনি। নইলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও জানিয়ে দেন তিনি।

এ বিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র জানান, 'পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে আমাদের পুর দপ্তর থেকে হাউস ফর অল প্রকল্পে সাধারণ মানুষের বাড়িতে ছাদ অর্থাৎ বাড়ি তৈরি করে দেবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ফান্ড আমরা এর মধ্যেই রিলিজ করে দিয়েছি। সব মিলিয়ে ৭০ কোটি টাকার প্রজেক্টের মধ্যে আমরা ৬৮ কোটি টাকা রিলিজ করে দিয়েছি। সম্প্রীতি বালুরঘাট পুরসভায় আসা ২ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় পনে ২ কোটি টাকাও আমরা রিলিজ করে দিয়েছি। বালুরঘাট পৌরসভার ২৫ টি ওয়ার্ডের মধ্যে যে কাজগুলো চলছে, সেগুলো ঠিকঠাক ভাবে চলছে কিনা সেগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সব মিলিয়ে ১১৫টি পরিবার রয়েছে। তাঁরা টাকা পেয়েছেন অথচ এখনও কাজ শুরু করেননি। সেই সমস্ত বাড়িগুলোতে আমরা পরিদর্শনে যাচ্ছি। যাঁরা টাকা পেয়েও এখনও কাজ শুরু করেননি, তাঁদেরকে আমরা বেশ কয়েকটি নোটিশ পাঠিয়েছি। আমরা ঠিক করেছি আমরা আবার ৭ দিনের নোটিশ দেব। দ্রুত তাঁদের কাজ শুরু করতে হবে নতুবা তাঁদের বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ করা হবে।'

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ফের পথে নেমে আন্দোলন সনাতনী সমাজের। ১০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিকেলে আরামবাগে মহামিছিল করে জাগ্রত হিন্দু সমাজ। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার বেড়েই চলেছে। একের পর এক হিন্দু নিপীড়নের অভিযোগ সামনে আসছে। আর এই ঘটনায় প্রায় রোজই এপারে পথে নামতে দেখা যাচ্ছে সনাতনী সমাজকে। সেই মতো এদিন মহামিছিল হয় আরামবাগ শহরে। চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে নিঃশর্ত মুক্তি ও সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার দাবিকে সামনে রেখে ১০ ডিসেম্বর আরামবাগের পল্লিশ্রী থেকে শহরে মিছিল করে সনাতনী সমাজ। এই মিছিলে অংশ নেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি বিমান ঘোষ সহ তিন বিধায়ক ও বিজেপি কর্মী সমর্থক। তবে রাজনৈতিক পতাকা ছাড়া তাঁরা এই মিছিলে সামিল হন।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রে হিন্দু নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদে পথে নামে সনাতনী সমাজ। বাংলাদেশের ঘটনায় ক্রমশ উদ্বেগ বাড়ছে বিশ্বজুড়ে। বাংলাদেশের ঘটনায় সনাতনী সমাজকে সঙ্গে নিয়েই সরব হতে দেখা যাচ্ছে বিজেপির বঙ্গ ব্রিগেডকে। এই বিষয়ে বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ জানান, 'বাংলাদেশের ঘটনা নিন্দনীয়। সারা বিশ্ব বাংলাদেশকে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। আমরা ভারতীয়রাও বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

জাগ্রত হিন্দু সামাজের ডাকে এদিনের এই প্রতিবাদ মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়। আরামবাগের পল্লীশ্রী মোড় থেকে জাগ্রত হিন্দু সমাজের ডাকে মিছিলটি বেরিয়ে শহল পরিক্রমা করে শেষ হয় বাসুদেবপুর মোড়ে। মিছিল থেকে স্লোগান ওঠে 'বাংলাদেশের ইসকনের সনাতনী সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে নিঃস্বার্থ মুক্তি এবং হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করা। পুলিশ প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। মিছিলের আহ্বায়ক ছিলেন সিদ্ধার্থ মুখার্জি। পাশাপাশি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোঃ ইউনুসের কুশপুতুলকে জুতোর মালা পরিয়ে পোড়ানো হয়। এদিন সহস্রাধিক মানুষ প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলায়। স্বামী জ্ঞানানন্দ মহারাজ জানান, বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ না হলে, সমাজ অনেকটা নীচে নেমে যাবে। তাই সকলে একত্রিত হয়ে এদিন জাগ্রত হিন্দু সমাজের মিছিল হল আরামবাগে।

তৃণমূলে ফিরলেন উত্তরপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শেষমেশ তৃণমূলে ফিরলেন উত্তরপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল। চর্চা চলছিল বেশ কিছু দিন ধরেই। জল্পনাও কম ছড়ায়নি। তবে যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটিয়ে সোমবার তিনি বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন। জানা যায়, প্রবীর প্রায় চার বছর পর তৃণমূলে ফিরেছেন।

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ দিন বলেন, 'প্রবীর ঘোষাল একজন সাংবাদিক। আমাদের জন্য লেখেন। তাঁকে আবার কাজ করতে বলেছি। উনি রাজি হয়েছেন।' নেত্রীর হাত ধরে তৃণমূলে ফের তাঁর যোগ দেওয়া নিয়ে প্রবীর ঘোষাল বলেন, 'আমি সাংবাদিকতা করতে করতে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধেই রাজনীতিতে এসেছিলাম। নেত্রীকে সম্মান জানিয়েই পুরনো দলে ফিরেছি। নেত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী দলের কাজ করব। বিধানসভা ভোটে দাঁড়িয়ে উত্তরপাড়া থেকে আমি বিধায়কও হয়েছিলাম।'

২০১৬ সালের ভোটে উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটে জিতে প্রবীর বিধায়ক হন। তবে বিধায়ক হিসেবে প্রবীরের মেয়াদের শেষ দিকে দলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হতে শুরু করে। তিনি যোগ দেন বিজেপিতে। শেষমেশ, ২০২১ সালের ২৬ জানুয়ারি কোন্নগর সুইমিং ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে প্রবীর ঘোষাল তৃণমূল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন।

সে বছর বিধানসভা ভোটে উত্তরপাড়া কেন্দ্রেই তিনি পদ্ম প্রার্থী হন। তবে ভোটে তিনি হেরে যান তৃণমূল প্রার্থী কাঞ্চন মল্লিকের কাছে। তারপর ক্রমে বিজেপির সঙ্গেও প্রবীরের দূরত্ব তৈরি হয়। বেশ কিছু দিন তিনি রাজনীতি থেকে দূরেই ছিলেন। তবে স্থানীয় কোন্নগর পুরসভার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা যেত। ধীরে ধীরে প্রবীরের সঙ্গে তাঁর পুরোনো দলের যোগাযোগ বাড়ছিল। যদিও এ বিষয়ে হুগলি জেলা বিজেপি নেতৃত্ব কোনও মন্তব্য করতে চায়নি।

সরকারের ৩ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল পেশের প্রতিবাদে বাঁকুড়ায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাজ্যের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যখন পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে সেই সময় রাজ্যের সরকার বিধানসভায় আরও ৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল আনতে চলেছে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে মঙ্গলবার বাঁকুড়ার পথে নামল ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও। বাঁকুড়া শহরে প্রতিবাদ মিছিল করার পাশাপাশি সার্কুলার পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান ওই ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা।

এআইডিএসওর দাবি, পরিকাঠামোর অভাবে রাজ্যে হাজার হাজার স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। উচ্চ শিক্ষার অবস্থা আরাও খারাপ। শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় অধিকাংশ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠন ধুঁকছে। অর্থের অভাবে পুর্ব মেদিনীপুর, আলিপুরদুয়ার ও মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস তৈরি করা যায়নি। অধিকাংশ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নেই। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের সরকার রাজ্যে আরও ৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড়পত্র দিতে বিধানসভায় বিল আনছে। বিক্ষোভকারী ওই ছাত্র সংগঠনের দাবি, এই বিল আনার অর্থ হল কেন্দ্রের মতো একই পথে হেঁটে রাজ্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেসরকারি ক্ষেত্রের হাতে তুলে দিতে চাইছে। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হবে রাজ্যের গরিব ও মধ্যবিত্ত পড়ুয়ারা। অবিলম্বে এই বিল প্রত্যাহার না করা হলে আগামী দিনে রাজ্য জুড়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ওই ছাত্র সংগঠন।

যানজট মোকাবিলায় পুলিশের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: যানজট মোকাবিলায় মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনে, নিয়ম না মেনে চলা বিক্রেতাদের কড়া হাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা গেল রানীগঞ্জ থানার পুলিশ প্রশাসনকে।

সোমবার যে সকল দোকানদারদের রাস্তা দখল করে ব্যবসা করতে মানা করা হয়েছিল সেই সকল দোকানদাররা আবারও রাস্তা ঘিরে ধরে ব্যবসা করায় অনেকেরই দোকান ভেঙে ফেলা হল বিশেষ এই অভিযানে, বেশ কিছু জন ব্যবসায়ীদের দোকানের ওজন করা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হল। একইভাবে বেশ কয়েক বছর ধরে নির্দেশ দেওয়ার পর তারা নিয়ম না মানায় অন্যায় ভাবে রাস্তা জুড়ে ব্যবসা করায় আটক করা হল কয়েকজন ব্যবসায়ীকে।

মঙ্গলবার দিন এই সকল বিষয় নিয়ে দিনভর কড়া হাতে নিয়মভঙ্গকারীদের শায়েস্তা করল পুলিশ প্রশাসন। এদিন রানিগঞ্জের বড়বাজার, সিআর রোড, মহাত্মা গান্ধি রোড, এতোয়ারি মোড়, মারোয়ারি পট্টি সহ সকল এলাকায় ও হাটতলা এলাকায়, ট্র্যাফিক পুলিশের সঙ্গে রানীগঞ্জ থানার পুলিশ প্রশাসনের বিশেষ টিম চালালো এই অভিযান। এদিন ট্র্যাফিক ওসি চিত্রতোষ মন্ডল ও পিসি পার্টির পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশের বিশাল টিম রানিগঞ্জ থানার দিকে দিকে অভিযান চালায়। বাজেয়াপ্ত করা হয় নিয়ম না মানা ব্যবসায়ীদের কিছু সামগ্রী।

এ বিষয়ে রানিগঞ্জ থানার ইন্সপেক্টর বিকাশ দত্ত জানিয়েছেন, দীর্ঘ প্রাচীন অপরিকল্পিত এই শহরে যানজট সমস্যা সব থেকে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সকলেই ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান পুলিশ প্রশাসনকে, সে বিষয়ের কথা মাথায় রেখেই সকলের সুবিধার্থে রানিগঞ্জ শহরের ফুটপাত গুলিকে চলাচলযোগ্য করে তুলতে ও পিচ রাস্তা স্তাগুলি অবরোধ মুক্ত করতে চালানো হচ্ছে এই লাগাতার অভিযান বলে জানান।

জোড়হিড়া এসসি হাইস্কুলের মেধাবীদের জাতীয়স্তরে পথচলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভারতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের আয়োজিত প্রেরণা উৎসব ২০২৪-২৫ -এ জোড়হিড়া এসসি হাইস্কুল দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করেছে। এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৩ ডিসেম্বর ২০২৪, জহর নবোদয় বিদ্যালয়ে। রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে প্রতিযোগিতায় এই বিদ্যালয়

প্রবন্ধ এবং অঙ্কন ও পোস্টার আঁকা; এই বিভাগে অংশগ্রহণ করে অনন্য কৃতিত্ব দেখিয়েছে। প্রবন্ধ বিভাগে সুষমা চ্যাটার্জি প্রথম স্থান অধিকার করে। অন্যদিকে অঙ্কন এবং পোস্টার আঁকা বিভাগে দশম শ্রেণির ছাত্র অভিজিৎ সিং অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে প্রথম স্থান অর্জন করে। এই দুই মেধাবী ছাত্রছাত্রী জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। জাতীয় স্তরের এই কর্মশালাটি আমেদাবাদে ৭দিন ধরে অনুষ্ঠিত হবে। বিদ্যালয়ের তিনজন অভিজ্ঞ শিক্ষক চিন্ময় পোতি, সোমনাথ চক্রবর্তী এবং সৌমিত্র পাৎসা;তাঁদের দায়িত্বে থাকা শিক্ষার্থীদের জাতীয় পর্যায়ে সাফল্যের জন্য প্রস্তুত করছেন। এর আগেও জোড়হিড়া এসসি হাইস্কুল রাজ্য স্তরে বিভিন্ন পুরস্কার অর্জন করেছে। এই সাফল্য বিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের আরও অনুপ্রেরণা জোগাবে এবং বিদ্যালয়ের নাম উজ্জ্বল করবে।

পলাশপাই খাল সংস্কার শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বহু প্রতীক্ষার পর রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের অন্তর্গত ১৯ কিলোমিটার দীর্ঘ পলাশপাই খাল সংস্কারের কাজ মঙ্গলবার থেকে শুরু হল। খালের নিম্নাংশ জোৎঘনশ্যাম এলাকা থেকে কাজ শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। খনিজ দপ্তরের অধীনস্থ ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড (ডব্লিউ বিএমডিটিসি এল) কর্তৃপক্ষ ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্রিক ফিল্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনকে ওই খাল সংস্কারের ওয়ার্ক অর্ডার দিয়েছে।

সেচ দপ্তরের স্কিম অনুসারে ওই খালে জমে থাকা চার কোটি ঘনফুট মাটি/বালি তোলা হবে। এজন্য অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য সরকারকে রয়ালিটি বাবদ ৪ কোটি টাকা দেবে। এজন্য ওয়ার্ক অর্ডারে ঠিকাদারকে এক বছর সময় দেওয়া হয়েছে। সেচ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আনুমানিক ছ' বছর আগে সেচ দপ্তর প্রায় ৭১ কোটি টাকায় ওই খালটি সংস্কার করেছিল।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরুর করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত জেলা লেভেল মনিটরিং কমিটিক্ষতে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির প্রতিনিধি সহ ওই কমিটিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলারও প্রতিনিধিকে নিতে হবে। সেই আবেদন জানিয়ে ইতিমধ্যে কমিটির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ও সেচমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতিমত চার বছরে মাস্টার প্ল্যানের অন্তর্গত সমস্ত কাজগুলি শেষ করার লক্ষ্যে শিলাবতীর নিম্নাংশের ২৩ কিমি, ওল্ড কাঁসাইয়ের ১০ কিমি,কাঁকি ও পলাশপাই নদী এবং শোলাটপা খাল সংস্কারের কাজ হওয়ার কথা। ঘাটাল সার্কিট বাঁধকে শক্তপোক্ত করা সহ নারায়নী ও দুধের বাঁধ এলাকায় দুটি পাম্প হাউস নির্মিত হবে। চন্দ্রেশ্বর খালকে শীলাবতীর সাথে যুক্ত করার জন্য বৈকণ্ঠপুর থেকে গুড়লি পর্যন্ত কয়েক কিলোমিটার নতুন করে খাল খনন করা হবে। এছাড়াও ঘাটাল মহকুমা এলাকার ৫টি স্লুইস গেটও পূর্ণাঙ্গ সংস্কার করা হবে।

নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের টালবাহানার কারণে বহু প্রতীক্ষিত ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়িত না হওয়ায় প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ঘাটাল-ডেবরা-পাঁশকুড়ার বিস্তীর্ণ অংশ বিধ্বংসী বন্যা কবলিত হয়েছিল।

ধসে সাতটি দোকান যমুনা নদীতে, ক্ষতি কয়েক লক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোবরডাঙা: ধস নেমে পরপর সাতটি দোকান যমুনা নদীতে, ক্ষয়ক্ষতি কয়েক লক্ষ টাকা। গোবরডাঙা ব্রিজের কাছে রাস্তা লাগোয়া সাতটি দোকান মাটি আলগা হয়ে উল্টে পড়ল পাশের পুকুরে। ঘটনাস্থলে খবর পেয়েছেন গোবরডাঙা পুরসভার চেয়ারম্যান শংকর দত্ত। নিয়ম বহির্ভূত ভাবে বিল্ডিং তৈরি করাতেই এই ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। সাতটি দোকানের বেশ কিছু জিনিসের ক্ষতি। বনগাঁ-বসিরহাট সড়ক লাগোয়া ওই দোকানগুলি মাটি ধ্বসে গিয়ে এই বিপত্তি ঘটে।

জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙা কালীবাড়ি সংলগ্ন যমুনা নদীর পাশে ব্রিজ সংলগ্ন পরপর সাতটি দোকান মঙ্গলবার সকালে ধসে পড়ে। ভোরবেলায় সকলের চোখে আসেন দোকানগুলি ধসে পড়ে আছে যমুনার জলে। সাতটি দোকানে আনুমানিক কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। তবে এই দোকানগুলি পিডব্লিউডি জায়গার ওপর বলে জানা গিয়েছে। গোবরডাঙা পুরসভার চেয়ারম্যান শংকর দত্ত জানিয়েছেন, এই দোকানগুলি বেশিরভাগ পিডব্লিউডি জায়গার ওপরে রয়েছে অনেক আগে তৈরি। তখন পুরসভার হাতে কোনও রকম আইন ছিল না, বর্তমানে বেশ কিছু কড়া আইন এসেছে। পিডব্লিউডি জায়গা বা যমুনা নদীর ধারে যে সমস্ত দোকান বেআইনি ভাবে হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বড়সড় দুর্ঘটনায় এড়াতে ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসের থেকে লোক এসে মিটারের লাইন কেঁটে দিয়েছে, ঘটনাস্থলে গোবরডাঙা থানার পুলিশ পৌঁছয়।

অঙ্গনওয়াড়িতে মুড়ি খেয়ে চাল ডাল ডিম চুরি দুষ্কৃতীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ঢুকে মুড়ি খেয়ে চাল ডাল ডিম চুরি করল চোর! ঘটনায় চাঞ্চল্য গুপ্তিপাড়ায়।

জানা গিয়েছে, গুপ্তিপাড়া আর্যনগর জিএসএফপি স্কুলের একটি ঘরে চলে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। সোমবার রাতে ঘরের তালা ভেঙে চাল, ডাল, ডিম চুরি হয়। মঙ্গলবার সকালে স্কুলে শিক্ষিকারা গেলে বিষয়টি নজরে আসে। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা সোমা দাস সরকার জানান, তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে বসে মুড়িও খেয়েছে চোর। কারণ বাটিতে মুড়ি ছিল। মাটিতেও ছড়িয়ে ছিল মুড়ি। তারপর শিশুদের খাবার জন্য রাখা খাদ্যসামগ্রী চাল, ডাল, ডিম চুরি করে নিয়ে গিয়েছে সে। সবই ফাঁকা।

প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক সৌম্য চক্রবর্তী জানান, স্কুলের পিছন দিকের পাঁচিলটা ভাঙা। চোর ঢুকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চুরি করে। প্রাথমিক স্কুলের মিড ডে মিলের ঘরেও ঢোকার চেষ্টা করেছিল। একটা তালা ভাঙে। বাকি দুটি তালা আর ভাঙতে পারেনি। স্কুলে চুরির অভিযোগ পেয়ে বলাগড় থানার গুপ্তিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ তদন্তে যায়। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ। শিশুদের মিড ডে মিলের সর্বস্ব চুরি যাওয়ায় এখন চিন্তায় শিক্ষক শিক্ষিকারা।

বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মঙ্গলকোট: মঙ্গলকোটের ভাটপাড়া গ্রামের পিএইচই প্রকল্পের কাজের জায়গা থেকে ৬টি তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সিআইডির দল।

পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের ভাটপাড়া গ্রামে চলছে পিএইচই প্রকল্পের কাজ। সেখান থেকে ৬টি তাজা বোমা উদ্ধার হয়। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোটা এলাকা ঘিরে দেয়। পরে খবর দেওয়া হয় সিআইডির বম্ব স্কোয়াডকে। ভাতার ফায়ার ব্রিগেড মঙ্গলকোট ব্লক হসপিটালের মেডিক্যাল টিম, মঙ্গলকোট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও সিআইডির বম্ব স্কোয়াড একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। বোমাগুলিকে উদ্ধার করে তারা সেগুলি নিষ্ক্রিয় করে।

আইপিএলে আয় বেড়েছে দ্বিগুণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের সব দলগুলি প্রতি বার ব্যবসায়িক ভাবে সফল হয় তেমন নয়। অনেক সময়ই দলগুলি তাদের বিনিয়োগ করা টাকাও তুলতে পারে না। হাসিমুখে আর্থিক ক্ষতি মেনে নেন দলগুলির কর্তারা! কারণ তাঁরা নিশ্চিত থাকেন প্রতি বছর ক্ষতি হবে না। সামগ্রিক ভাবে লাভ হবে। আইপিএল এই বিশ্বাস তৈরি করতে পেরেছে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে। তাই টাকা খরচ নিয়ে ভাবেন না শাহরুখ খান, নীতা অম্বানী, সঞ্জীব গোয়েন্‌কা, পার্থ জিন্দল, প্রীতি জিন্টারা।

যেমন ২০২৩ সালে আইপিএলে রানার্স হয়েছিল গুজরাত টাইটান্স। তার আগের বছর ২০২২ সালে তারা চ্যাম্পিয়ন হয়। তবু ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে গুজরাত কর্তৃপক্ষের ক্ষতি হয়েছিল ৪২৯ কোটি টাকা। আবার ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে তাদের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৫৭ কোটি টাকা। আইপিএলে নাম লেখানোর পর প্রথম দু'বছরে গুজরাত কর্তৃপক্ষের ক্ষতির পরিমাণ ৪৮৬ কোটি টাকা। তবু আইপিএলের প্রতি তাঁরা আস্থা রেখেছেন। আগামী তিন বছরের জন্য নতুন করে বিনিয়োগ করেছেন। নিলামে ভাল দল তৈরির চেষ্টা করেছেন। ২০২২ সালে আইপিএলে আত্মপ্রকাশ করেছিল কলকাতার শিল্পপতি সঞ্জীবের লখনউ সুপার জায়ান্টসও। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে লখনউ কর্তৃপক্ষের ক্ষতির পরিমাণ ছিল ২৪৩ কোটি। আবার ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে তারা ৫৯ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। সেই লখনউই এ বারের নিলামে শুধু ঋষভ পন্থের জন্য খরচ করেছে রেকর্ড ২৭ কোটি টাকা।

সব মিলিয়ে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে আইপিএলের ১০টি দলের সম্মিলিত আয় দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ১০টি দলের মিলিত আয় ছিল ৩০৮২ কোটি টাকা। পরের অর্থবর্ষে সম্মিলিত আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬৭৯৭ কোটি টাকা। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এক লাফে এতটা আয় বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ প্রতিযোগিতার সম্প্রচার স্বত্ব। বিসিসিআই ২০২২ সালে আইপিএলের সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি করেছিল ৪৮ হাজার ৩৯০ কোটি টাকায়। এ ছাড়াও প্রতি বছর আইপিএলের স্পনসরশিপ বাবদ বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থার কাছ থেকে বিসিসিআই ৪০০০ কোটি টাকার বেশি আয় করে। আইপিএলের দলগুলি বিসিসিআইয়ের কাছ থেকে এই টাকার একটা অংশ পেতে শুরু করেছে। যা তাদের আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি কমিয়ে দিয়েছে অনেকটা। টাটা গোষ্ঠী, সিয়েট, মাই ইলেভেন সার্কেল, অ্যাঞ্জেল ওয়ানের মতো সংস্থা আইপিএলে বিনিয়োগ করছে।

বিসিসিআইয়ের লভ্যাংশ আইপিএলের দলগুলি পেতে শুরু করায় তাদের আয়ের পরিমাণ অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাতে সব দলই যে আর্থিক ভাবে লাভবান হয়েছে তেমন নয়। তবে উজ্জ্বল ব্যবসায়িক ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। গুজরাত লাভ করতে না পারলেও আয়ের নিরিখে তারাই শীর্ষে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে তাদের আয় ছিল ৩৫৯ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে তাদের আয় হয়েছে ৭৭৬ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার ১১৬ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে তাদের আয় ছিল ৩৫৮ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে তাদের আয় হয়েছে ৭৩৭ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার ১০৬ শতাংশ। তৃতীয় স্থানে রয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে কেকেআরের আয় ছিল ৩২২ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে তাদের আয় হয়েছে ৬৯৮ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার ১১৭ শতাংশ। চতুর্থ স্থানে লখনউ সুপার জায়ান্টস। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে তাদের আয় ছিল ২৮৫ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে তাদের আয় হয়েছে ৬৯৫ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার ১৪৪ শতাংশ। পঞ্চম স্থানে চেন্নাই সুপার কিংস। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে সিএসকের আয় ছিল ২৯২ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে তাদের আয় হয়েছে ৬৭৬ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার ১৩২ শতাংশ। ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে পঞ্জাব কিংস। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে তাদের আয় ছিল ২৭৫ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে তাদের আয় হয়েছে ৬৬৪ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার ১৪১ শতাংশ। সপ্তম স্থানে রয়েছে রাজস্থান রয়্যালস। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে তাদের আয় ছিল ৩০২ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে তাদের আয় হয়েছে ৬৬২ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার ১১৯ শতাংশ। অষ্টম স্থানে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে তাদের আয় ছিল ২৭৬ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে তাদের আয় হয়েছে ৬৫৯ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার ১৩৮ শতাংশ। নবম স্থানে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে আরসিবির আয় ছিল ২৪৭ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে তাদের আয় হয়েছে ৬৫০ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার ১৬৩ শতাংশ। দশম স্থানে দিল্লি ক্যাপিটালস। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে তাদের আয় ছিল ৩৬৬ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে তাদের আয় হয়েছে কমপক্ষে ৫৮০ কোটি টাকা। (দিল্লি কর্তৃপক্ষ তাঁদের মোট আয় প্রকাশ করেননি। তাই তাঁদের আয় বৃদ্ধির সঠিক হার জানা যায়নি।)

বিপুল আয় বৃদ্ধি আইপিএলের সব দলকে লাভের মুখ দেখাতে না পারলেও ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে অনেকটাই। প্রতিযোগিতার নতুন দু'দলের মতো সুফল পেয়েছে পুরনো দলগুলিও। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কর্তৃপক্ষের ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৪৯ কোটি টাকা। তারা ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে মুনাফা করেছে ১০৯ কোটি টাকা। কেকেআরের ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে মুনাফা ছিল ২৪ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৭৫ কোটি টাকা। চেন্নাই ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে লাভ করে ৫২ কোটি টাকা। তারা ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে মুনাফা করেছে ২২৯ কোটি টাকা। পঞ্জাব কিংস ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে লাভ করেছিল ৪৬ কোটি টাকা। তারা ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে মুনাফা করেছে ২৫২ কোটি টাকা। রাজস্থান কর্তৃপক্ষ ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে লাভ করেছিলেন ১৭ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে তাঁদের মুনাফা ১৪২ কোটি টাকা। বেঙ্গালুরু কর্তৃপক্ষের ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ক্ষতি হয়েছিল ১১ কোটি টাকা। তাঁরা ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে মুনাফা করেছেন ২২১ কোটি টাকা। আবার দিল্লি কর্তৃপক্ষের ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ৫৮ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছিল। তাঁরা ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে অন্তত ১৯৫ কোটি টাকা লাভ করেছেন (সম্পূর্ণ হিসাব পাওয়া যায়নি)। এ ছাড়া হায়দরাবাদ কর্তৃপক্ষ তাঁদের লাভ-ক্ষতির হিসাব জানাননি।

আইপিএল শুরুর পরের বছর অর্থাৎ ২০০৯ সালে প্রতিযোগিতার ব্র্যান্ড মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ১৬ হাজার ৯৭০ কোটি টাকা)। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে তা হয়েছে ১২ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ১ লাখ ১৮ হাজার ২০০ কোটি)। প্রতিযোগিতায় প্রথম বছর থেকে খেলা চেন্নাই সুপার কিংস, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্র্যান্ড মূল্য ১০০ মিলিয়ন বা প্রায় ৮৫০ কোটি টাকার বেশি।

কলকাতা ম্যারাথনে বিদেশিদের সঙ্গে সমান পাল্লা দিতে তৈরি ভারতীয়রাও

কলকাতা: রেড রোডে ১৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫ কিমি গোল্ড লেবেল ম্যারাথন। যা বিশ্বের প্রথম গোল্ড লেভেল রেস হিসেবেই স্বীকৃত। এই কলকাতা ম্যারাথনে বিশ্বের সেরা অ্যাথলেটরা অংশগ্রহণ করবেন। সেইসঙ্গে টক্কর দেবেন সেরা ভারতীয়রা। এ'বছর ভারতীয় এলিট পুরুষদের ও মহিলাদের বিভাগে মোট ২৭ জন পুরুষ ও ১৩ জন মহিলা অ্যাথলেট চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেবেন। পুরুষ বিভাগের অ্যাথলেটদের মধ্যে ভারতের অন্যতম সেরা গুলবীর সিংয়ের নাম রয়েছে। ৫০০০ মিটার (১৩১১৮২) ও ১০০০০ মিটার (২৭১৪৮৮) জাতীয় রেকর্ডধারী গুলবীর সিং সম্প্রতি এশিয়ান ক্রস কান্ট্রি চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪-এ সোনার পদক জিতেছেন। এছাড়া ২০২২ এশিয়ান গেমসের ১০ কিলোমিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ পদকও পেয়েছেন তিনি। এই বছরের ৪টি জাতীয় রেকর্ড ভেঙে তিনি দারুণ পারফরম্যান্স দেখাচ্ছেন। তিনি প্রথম টাটা স্টিল ২৫কিমি ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করবেন ও তাঁর লক্ষ্য থাকবে শীর্ষ তিনে শেষ করা। মহিলা বিভাগের ফেভারিট হিসেবে সঞ্জীবনী যাদবের নাম উঠে এসেছে। তিনি সম্প্রতি ২০২৪ সালের টিসিএস ওয়ার্ল্ড ১০ কিমি বেঙ্গালুরুতে সোনার পদক জিতেছেন এবং এশিয়ান ক্রস-কান্ট্রি চ্যাম্পিয়নশিপে সিলভার মেডেলও অর্জন করেছেন। এছাড়া, ২০২২ সালের টাটা স্টিল ২৫ কিমি ম্যারাথনে তিনি সোনার পদক জিতেছিলেন। তিনি এবার সুরিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের কোর্স রেকর্ড ভাঙার জন্য প্রস্তুত আছেন। এছাড়া লিলি দাস, যিনি ২০২৪ সালের ভি.ডি.এইচ.এম. প্রতিযোগিতায় সোনা জিতেছেন এবং কবিতা যাদব যিনি ২০২৩ সালের ভি.ডি.এইচ.এম. চ্যাম্পিয়ন তাদেরও যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা হচ্ছে। সঞ্জীবনী বলেছেন, '২০২৪ সাল আমার জন্য ভালো গিয়েছে, তবে আমি ২০২৫ সালের এশিয়ান এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। তবে, টাটা স্টিল ২৫কিমি ম্যারাথন একটি বিশেষ সুযোগ, যেখানে আমি বিশ্বের সেরা অ্যাথলিটদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব।' এছাড়া, কিরণ মাত্রে যিনি তেজগতির দৌড়বিদ, এবং অভিষেক পাল ২০২২ সালের টাটা স্টিল ২৫কিমি ম্যারাথনের বিজয়ী।

Date Corrigendum-1

NIT No. 1. SFDC/MD/NIT- 13(e) 2024-25 (Tender Id - 2024_SFDCL_776298_1) & 2. SFDC/MD/NIT -11(e) 2024-25 (Tender Id - 2024_SFDCL_775530_1)

Schedule of Dates for NIT No-1&2:

Bid Submission End Date: 18/12/2024 upto 4:00 p.m. Date of opening Technical Bid:-20.12.2024 at 4.00 p.m

Note:- Details of information are available In the website https://wbtenders.gov.in

e-Tender Notice

E-tender notice invited by the Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, P.O. Krishnagar, Nadia. E-tender no : WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-07/24-25 under 15th FC Fund 2024-25 (Tied) Memo No:332/DEY/2024-25. Last date of submission BID 20/12/2024 at 11.00 A.M. Technical Bid opening 23/12/2024 at 11.00 A.M. More details please contact to the office or visit https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Deypara Gram Panchayet
Shimultala, Krishnagar, Nadia.

TENDER NOTICE

Percentage rate Tender invited vide Niet No. 09/2024-25 with vide Memo No. 608/15th C.F.C/ KGP/24-25, Dated: 10/12/2024 by The Pradhan, Kashipur Gram Panchayet. Last Date of Application 21/12/2024 at upto 6.00 PM. Interested contractors may visit Notice Board of Kashipur Gram Panchayet under Beldanga-II Dev Block. Murshidabad.

Sd/- Prodhan
Kashipur Gram Panchayat
Beldanga-II, Murshidabad

Memo No. 280/24/GGDCC/ e-Tender
Dated: 07-12-2024

Inviting E-Tender Quotation

E-tenders are being invited from reputed agencies/ companies for Engagement of Private Security Personnel. Last Date: 15 days from the date of publication. For details, visit: www.chapragovtcollege.org.

Sd/- Principal
Govt. General Degree College, Chapra

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER & E-QUOTATION

N.I.E. T. No. 106/WS/ AMRUT2.0/AMC/23-24 dt. 04-03-2024 (4th Call) & N.I.E. Bid NO. Q. 24/WS/ AMRUT/AMC24-25 dt. 25.10.24 (2nd call) Visit to website www.wbtenders.gov.in For details please contact to Tender Cell, AMC

SE,
Asansol Municipal Corporation

e-Tender Notice

E-tender notice invited by the Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, P.O. Krishnagar, Nadia. E-tender no : WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-08/24-25 under 15th FC Fund 2024-25 (Tied) Memo No: 333/DEY/2024-25. & WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-09/24-25 under 15th FC Fund 2024-25 (Untied) Memo No: 334/DEY/2024-25. & WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-10/24-25 under 5th SFC Fund 2024-25 (Untied) Memo No: 335/DEY/2024-25.Date : 10/12/2024. Last date of submission BID 20/12/2024 at 11.00 A.M. Technical Bid opening 23/12/2024 at 11.00 A.M. More details please contact to the office or visit https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Deypara Gram Panchayet
Shimultala, Krishnagar, Nadia.

Office of the
Sahebnagar Gram Panchayat
Sahebnagar, Jalangi, Murshidabad

Notice Inviting e-Tender No MSD/SAHEBGP/ JALANGI/ 05/2024-25/5th SFC (United), vide memo no. 768/1(12), Dt. 09/12/2024, Last Date of submission of bid (online)- **17/12/2024 up to 3.00 PM** For de- tails please visit website: http://wbtenders.gov.in or contact with office of the undersign.

Sd/- Prodhan
Sahebnagar G.P.
Jalangi Block, Murshidabad

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah

Notice Inviting e-Tender 1st Call

NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-16/2024-25, Sl. 1-5, WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-17/2024-25, Sl. 1, & WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-04/2024-25, Sl.-2 (5th Call), Date- 10.12.2024. Bid Submission Start Date : 11.12.2024 from 12:00 Noon. Bid Submission End Date : 17.12.2024 up to 11:00 AM. Technical Bid Opening Date : 19.12.2024 at 11:00 AM. For details information visit website: www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ৫২–এসডিএসটিই–এএসএন–২০২৪–২৫, তারিখঃ ০৬.১২.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন–৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই–টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম/স্থানঃ** আসানসোল ডিভিসন–আসানসোল ডিভিসনে বিভিন্ন আরপিএফ হাজতে সিসিটিভি সার্ভেল্যান্স সিস্টেমের ব্যবস্থার অবশিষ্ট কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৬৩,৩৩,০১৫.৭৩ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ১,২৬,৭০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ৯০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ৩১.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। **ওয়েবসাইট বিবরণঃ** http://www.ireps.gov.in/

ASN-257/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS
RANAGAHT MUNICIPALITY
Ranaghat, Nadia

NOTICE INVITING E-QUOTATION

Memo. No. 2814/RM
Date : 10.12.2024
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIQ-9e/ 2024-25/4th CALL/SL1
Tender ID : 2024_MAD_781934_1

Name of the work : i) Supplying of Goods / Items for Water Works as per requirement in Store under Ranaghat Municipality. Last Date Of Submission of Bid : **28.12.2024** Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Ranaghat Municipality

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

মৃত্যুদণ্ডে অকারণ দেরি রুখতে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর: অযৌক্তিক কারণে ফাঁসির সাজা কার্যকরে দেরি করা যাবে না কোনওমতেই। ফাঁসির সাজায় দেরি হলে বিবেচনা করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিতে পারে আদলত। মঙ্গলবার একথা জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি অভিযুক্তের অধিকারের বিষয়টিকেও অগ্রাধিকার দিতে হবে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতিদের বক্তব্য, ফাঁসির আসামিরও মন বা শরীর রয়েছে, যা উপেক্ষা করা যায় না।

বম্বে হাইকোর্টের রায়ের ভিত্তিতে মামলা উঠেছিল সুপ্রিম কোর্টে। দুই আসামির মৃত্যুদণ্ডের সাজা বদলে ৩৫ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয় সুপ্রিম কোর্টে। মামলা উঠেছিল বিচারপতি এস ওকা, বিচারপতি আহসনউদ্দিন আমানুল্লাহ এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহ্র বেঞ্চে। বিচারপতিরা জানিয়ে দিলেন, সাজা বদলের এই সিদ্ধান্ত ন্যায্য।

এদিন শুনানিতে সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে তিন বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে অকারণ দেরি অভিযুক্তের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে। আদালতের তরফে আরও বলা হয়, ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত আসামির প্রাণভিক্ষার আর্জি খারিজ হলে, সেই তথ্যও আসামিকে জানানো উচিত। এর পরেই সাজাপ্রাপ্তের শারীরিক এবং মানসিক পরিস্থিতি বিবেচনার কথা বলে তিন বিচারপতির বেঞ্চ। আরও বলা হয়েছে, ফাঁসির সাজা কার্যকরে অযৌক্তিক দেরি হলে আসামি চাইলে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন। সেক্ষেত্রে মূল মামলা নয়, কেবলমাত্র ফাঁসির সাজা কার্যকরে কেন দেরি হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখবে আদালত।

ইন্ডিগো বিমানে ভুয়ো বার্তা ছড়িয়েছেন গোয়েন্দা অফিসারই

মুম্বই, ১০ ডিসেম্বর: গত নভেম্বর মাসে নাগপুর থেকে কলকাতাগামী 'ইন্ডিগো'র বিমানে বোমাতঙ্ক ছড়ানোর ঘটনায় আগেই এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এ বার জানা গেল, ধৃত ব্যক্তি আদতে এক জন গোয়েন্দা আধিকারিক! ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি)-র নাগপুর শাখায় কর্মরত তিনি।

গত ১৪ নভেম্বর নাগপুর থেকে কলকাতা আসার পথে বোমাতঙ্ক ছড়ায় ইন্ডিগো-র একটি বিমানে। বিমানটিতে ১৮৭ জন যাত্রী এবং ছ'জন বিমানকর্মী ছিলেন। বোমা রাখার খবরটি প্রকাশ্যে আসতেই তড়িঘড়ি বিমানটিকে ঘুরিয়ে ছত্তিশগড়ের রায়পুর বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সব যাত্রীকে বিমান থেকে নামিয়ে শুরু হয় তল্লাশি। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির পরে জানা যায়, বোমার খবরটি ভুয়ো। এর পরেই রায়পুর থেকে অনিমেষ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

অনিমেষের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩৫১(৪) ধারা এবং বেসামরিক বিমান চলাচল আইনের অধীনে মামলা হয়। তবে সম্প্রতি অনিমেষের আইনজীবী ফয়জল রিজভি দাবি করেছেন, তাঁর মক্কেল আদতে এক জন গোয়েন্দা আধিকারিক। বিমানে বোমা থাকতে পারে, এই সম্ভাব্য সূত্রের ভিত্তিতেই কাজ করছিলেন তিনি। কেন প্রথমে তাঁর পরিচয় গোপন রেখেছিল পুলিশ, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনিমেষের আইনজীবী। যদিও রায়পুর পুলিশের সুপার সন্তোষ সিংহের পাল্টা দাবি, অনিমেষকে আটক করার পরপরই পুলিশের তরফে আইবি-র সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। আইবি এবং স্থানীয় পুলিশের যৌথ জিজ্ঞাসাবাদের পরেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের যুক্তি, বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছেন ওই যুবক।

W.B.S.R.D.A.
South 24 Parganas Division

TENDER NOTICE

e-NIT No: 12/EE/WBSRDA/S24/ PPR /2024-25 dt. 09.12.2024 For and on behalf of Panchayats and Rural Development Department, Govt. of West Bengal, The Executive Engineer, **WBSRDA, South 24 Parganas Division** invites percentage rate for **e-NIT No: 12/EE/WBSRDA/S24/ PPR/2024-25 dt. 09.12.2024** for **Preparation of PPR, Survey, Drawing Design for vulnerable bridges under jurisdiction of WBSRDA, South 24 Parganas Division.** The **Last date of bid submission for one number of NIT is 03.01.2025 at 16:00 hours.** Details of which may be viewed in the Website **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Executive Engineer & Head of PIU
WBSRDA, South 24 Parganas Division

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ২২২–এস/১/ডব্লু–II, তারিখঃ ০৫.১২.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/III, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং.ঃ টিএন–১৯৬–২৪–২৫। কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ ব্যারাকপুর, বনগাঁও, বেলডাঙ্গা এবং কৃষ্ণনগরে নতুন আরসিসি ও.এইচ. ট্যাঙ্ক নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৪,৯৬,৯৬,৬৯৪.৪২ টাকা, **ইএমডিঃ** ৩,৯৮,৫০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ৩১.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ৩১.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।

SDAH-267/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory Body of the Government of West Bengal)
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing More, Asansol - 713305

NOTICE INVITING QUOTATION (2nd Call)
NIT No.: ADDA/ASL/652/VI-3 p-2 Dt: 09/12/2024

Sealed Quotation is hereby invited by the **Chief Executive Officer, Asansol Durgapur Development Authority** from bonafide, reliable, resourceful and experienced quotationer / bidder for supply of **Stationery items & Printing matter** for Asansol Durgapur Development Authority for Asansol Office.
For details visit our website: www.addaonline.in

Sd/-
CEO, ADDA

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১

WB-HMC/TN/ED/S&D/15/2024-2025 তারিখ : ০৭.১২.২০২৪

ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এস অ্যান্ড ডি), হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন-হাওড়া পৌর নিগমের অধীন রবীন সংঘ ক্লাব ডিপিএস এবং মধুসূদন বিশ্বাস লেন অবস্থিত ওয়াল মাউন্টেড কন্ট্রোল প্যানেল এবং সরঞ্জামের পরিচালন এবং পর্যবেক্ষণ কাজের জন্য প্রখ্যাত সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত এবং সংশ্লিষ্ট একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিভাগীয় ওয়েবসাইট www.wbtender.gov.in থেকে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ১৬.১২.২০২৪ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।

১১২(২)/২৪-২৫
১০.১২.২৪

সেক্রেটারি
হাওড়া পৌর নিগম

সিরিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আল বশির

দামাস্কাস, ১০ ডিসেম্বর: সিরিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হলেন মোহাম্মদ আল,বশির। ২০২৫ সালের ১ মার্চ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে থাকবেন। মঙ্গলবার টেলিভিশনে দেওয়া এক ভাষণে এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন তিনি। এর মধ্য দিয়ে সিরিয়ায় ক্ষমতাচ্যুত বাশার আল আসাদ, পরবর্তী সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হল।

বিদ্রোহীদের ১২ দিনের এক ঝটিকা অভিযানে গত রোববার পতন হয় প্রেসিডেন্ট বাশার আল, আসাদের। এরপর প্রথমেই সামনে আসে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি। আল,বশিরকে যে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী করা হচ্ছে, তা সোমবার থেকেই শোনা যাচ্ছিল। পেশায় প্রকৌশলী আল,বশির সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশের সিরিয়ান স্যালভেশন গভর্নমেন্টের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

বাশার আল আসাদের পতনের আগে থেকেই ইদলিব বিদ্রোহী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল,শামসের (এইচটিএস) নিয়ন্ত্রণে ছিল। সিরিয়ান স্যালভেশন গভর্নমেন্ট তাদেরই সরকার। বাশারকে ক্ষমতাচ্যুত করা বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর নেতৃত্বে ছিল এই এইচটিএস। সোমবার ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে বাশার সরকারের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আল,জালালি ও আল,বশিরের সঙ্গে বৈঠক হয়। এইচটিএসপ্রধান আবু মোহাম্মদ আল,জুলানি। পরে সংবাদমাধ্যমে আল,জালালি জানিয়েছিলেন, তিনি সিরিয়ান স্যালভেশন গভর্নমেন্টের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজি আছেন।

দুর্নীতির মামলায় প্রথমবার আদালতে সাক্ষ্য নেতানিয়াহুর

তেল আভিভ, ১০ ডিসেম্বর: ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দুর্নীতির মামলায় প্রথমবারের মতো সাক্ষ্য দিতে মঙ্গলবার আদালতে হাজির হয়েছেন। তেল আভিভ ডিস্ট্রিক্ট আদালতে বিচারকাজ চলছে।

এর আগে নেতানিয়াহুকে অনেকবার আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও তিনি বারবার বিলম্ব করেছেন। ইজরায়েলে ক্ষমতাসীন কোনও প্রধানমন্ত্রীর এই প্রথম ফৌজদারি বিচারের মুখোমুখি হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে ঘুষ, প্রতারণা ও বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে। ২০১৯ সালে এসব মামলায় তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। ২০০৯ সাল থেকে নেতানিয়াহু প্রায় টানা ইসরায়েল শাসন করছেন। সাক্ষ্যে তিনি বলেন, 'সত্যিটা বলার জন্য আট বছর ধরে আমি এই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছি। আমি একজন প্রধানমন্ত্রীও। আমি সাতটি ফ্রন্টে লড়াইয়ে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছি। আমি মনে করি, এ দু'টি (মামলা ও যুদ্ধ) সমান্তরাল চলতে পারে।'

স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় নেতানিয়াহু আদালতে ঢুকেন। এ সময় তাঁকে বেশ আত্মবিশ্বাসী দেখা যায়, মুখে লেগে ছিল হাসি। নিরাপত্তা আশঙ্কার কারণে এই বিচারকাজ জেরুজালেম থেকে সরিয়ে এখানে আনা হয়। আদালতের ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষে এ বিচারকাজ চলে। এই আদালত দেশটির প্রতিরক্ষা সদরদপ্তর থেকে ১৫ মিনিট দূরত্বে অবস্থিত।

নেতানিয়াহুকে আদালতে হাজির করার আগে তাঁর আইনজীবী অমিত হাদাদ বিচারকদের সামনে এ মামলার তদন্তে মৌলিক ত্রুটি রয়েছে দাবি করে, তা তুলে ধরেন। এ মামলার বিচারকাজ চলার সময় আদালতের বাইরে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী জড়ো হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন তাঁর সমর্থক, অন্যরা গাজায় হামাসের হাতে বন্দি প্রায় ১০০ ইজরায়েলিকে ছাড়িয়ে আনতে আলোচনাসহ বেশ কিছু দাবি জানান।

এক বছরের বেশি সময় ধরে গাজায় প্যালেস্তিনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে ইজরায়েল। এ কারণে আদালত বেশ কয়েকবার নেতানিয়াহুর হাজিরে বিলম্বের বিষয়টি মঞ্জুর করেছেন। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার আদালত তাঁকে অবশ্যই সাক্ষ্য দিতে হাজির হতে বলেন। আদালত বলেন, নেতানিয়াহুকে এসব মামলায় আদালতে সপ্তাহে তিনবার সাক্ষ্য দিতে হাজির হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

অভিযোগগুলোর মধ্যে রয়েছে কোটিপতি বন্ধুদের কাছ থেকে উপহার এবং নিজের পক্ষে বেশ প্রচার পাওয়ার বিনিময়ে তিনি গণমাধ্যমের মালিকদের জন্য নিয়ন্ত্রক সুবিধার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। তবে নেতানিয়াহু কোনও ভুল করেননি বলে দাবি করেছেন। সোমবার রাতেও সংবাদ সম্মেলন তাঁর কণ্ঠে এসব মামলা নিয়ে ক্ষোভ ছিল। তদন্তের সময় প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তা নিয়ে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

JETIA GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.: Jetia, North 24 Pgs.

NOTICE INVITING TENDER

Tender Notice No: JGP/719/BEUP/2024
Dated- 09-12-2024
Tender Notice No: JGP/720/BEUP/2024
Dated- 09-12-2024

04 (one) nos of E-Tender has been invited on behalf of Prodhan, Jetia Gram Panchayat. NIT No.: (1) **2024_ZPHD_781993_1,** Estimated tender amount is Rs. 486773.00 (2) **2024_ZPHD_781993_2,** Estimated tender amount is Rs. 73857.00 (3) **2024_ZPHD_781993_3,** Estimated tender amount is Rs. 72224.00 (4) **2024_ZPHD_782092_1,** Estimated tender amount is Rs. 303628.00. Details contact website:
www.wbtenders.gov.in

Sd/- **Prodhan**
Jetia Gram Panchayet

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 198 to 200/2024-2025 Dated- 10-12-2024

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Malda & Dakshin Dinajpur District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in. Bid submission start date- **11-12-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **24-12-2024 & 27-12-2024 upto 3.00 pm**

Date: 10.12.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Supply of High Skilled, Skilled Drivers for Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PUR/NIT-22/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_782273_1

2) Name of the Work: Supply of Semi Skilled and Unskilled Workers for Water Supply Department under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PUR/NIT-23/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_782334_1

3) Name of the Work: Supply of Unskilled Workers for SWM Work under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PUR/NIT-24/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_782511_1

Last Date : 02nd January 2025, up to 5:00 pm

4) Name of the Work: Improvement of Illumination with LED Street Light Fittings, U/G Cable and Steel Tubular Pole at Chaturanga Ground under Ward No.- 22 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-66/24-25
Tender ID : 2024_MAD_782528_1 • Estimated Amount : 10,89,346/-

Last Date : 27th December 2024, up to 5:00 pm
For details : wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একচক্রের ইতিকথা

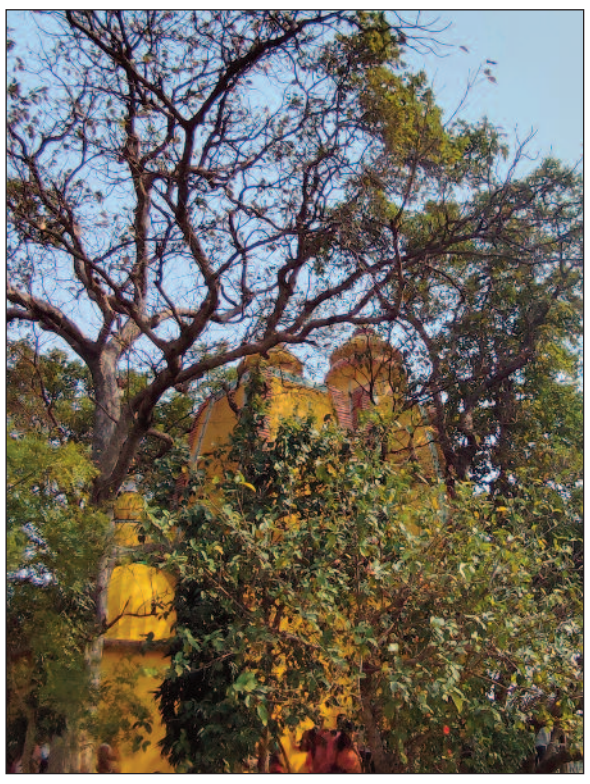

নীলাঞ্জন কর

ইতিহাসকে ছাপিয়ে প্রাগৈতিহাসিকের পাতায় পাতায় মিশে রয়েছে বীরভূমের ছোট্টগ্রাম একচক্র নগরীর অলি-গলির কথা। প্রাচীনকাল থেকেই আধ্যাত্মিকতার প্রেক্ষাপটে এই গ্রামের খ্যাতি জগৎজোড়া। প্রবাহমান কালের স্রোতে সেই খ্যাতির পরিধিও আজ অনেকটাই বিস্তার লাভ করেছে। একচক্র শব্দটি বিশ্লেষণ করলে ব্যুৎপত্তিগতভাবে তার অর্থ দাঁড়ায় 'একটি চক্র' বা 'একচাকা'। এরূপ নামকরণের পেছনে জড়িয়ে আছে মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পৌরাণিক ইতিহাস। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে উল্লেখ রয়েছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নবম দিনে ভীষ্মদেবের দৌর্দন্ড প্রতাপ ধনুর্বাণে পাণ্ডব পক্ষের সমস্ত যোদ্ধা রনক্লান্ত এবং অসহায় হয়ে পড়ে। তখন অর্জুনের রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের হার নিশ্চিত দেখে ভীষ্মদেবের অপ্রতিরোধ্য আক্রমণকে থামাবার জন্য নিজের প্রতিজ্ঞা ভেঙে যুদ্ধ করতে উদ্যত হন। এক রথের চাকাকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে ভীষ্মদেবের প্রতি নিক্ষেপ করতে গেলে অর্জুনের সবিনয় অনুরোধে কৃষ্ণ তা থেকে নিজেকে প্রতিহত করেন। ক্রোধান্বিত কৃষ্ণ সেই রথের চাকা প্রত্যাখ্যাত করলে তা এসে পড়ে এই গ্রামের ভূমিতে। এমন কাহিনীকে কেন্দ্র করে গ্রামটির নাম 'একচক্র' বলে বিবেচিত হয়।

এই গ্রামের শেষ প্রান্তে অবস্থিত 'পঞ্চপান্ডব তলা' নামে পরিচিত জায়গাটি মহাভারতে উল্লেখিত আরো এক অজানা ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। মহাভারতের আদি পর্বে ১৫৬ অধ্যায়ের বর্ণনায় পাওয়া যায়, পঞ্চপান্ডব ও তাদের মাতা কুন্তীদেবী যখন ১২ বছরের বনবাসে জীবন যাপন অতিবাহিত করছিলেন। সেই সময় কোন একদিন মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসদেবের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। ব্যাসদেবের যুক্তি পরামর্শে পঞ্চপান্ডবসহ কুন্তীমাতা এই একচক্র গ্রামে এক ব্রাহ্মণের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। পঞ্চপান্ডবদের অবস্থানরত সেই কুটিরটি বর্তমানে 'পঞ্চপান্ডব তলা' নামে খ্যাত। গাছপালা দিয়ে আবৃত জঙ্গল সদৃশ্য স্থানটিতে এখন ব্যাসদেব মুনিসহ পঞ্চপান্ডব ও কুন্তীমাতার সর্বমোট সাতটি শ্রীবিগ্রহের দেখা মেলে। গ্রামবাসীদের কাছে আরাধ্য দেবতা রূপে নিত্য পূজিত হয় বিগ্রহগুলি। মহাভারতে বর্ণিত এই ঘটনাবলিগুলির সত্যতা বিচার বিশ্লেষণের জন্য যথাযথ প্রমাণের অভাব রয়েছে। তবুও সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের মুখে বহুল প্রচারিত থাকায় ঘটনাগুলি আজও জীবন্ত হয়ে আছে তাদের কাহিনী শৈলীতে।

এই একচক্র গ্রামের আধুনিক নাম বীরচন্দ্রপুর। ভৌগোলিক অবস্থান বিচার করলে দেখতে পায় পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্গত এটি। যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে, শিয়ালদহ বা হাওড়া থেকে উত্তরবঙ্গগামী ট্রেনে অথবা সরাসরি রামপুরহাট যাওয়ার ট্রেনে চেপে সর্বপ্রথম রামপুরহাট স্টেশনে নামতে হবে। এরপর সেখান থেকে অটোতে করে খুব সহজেই পৌঁছে যাওয়া যাবে গ্রামটিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্রামটির অভিমুখে যাওয়ার পথে ডানদিকে দেখা মিলবে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম তন্ত্র পীঠস্থান তারাপীঠের ।তারাপীঠকে অতিক্রম করে কিছু মাইল এগোলেই দৃষ্টিগোচর হয় গ্রামটি।

মহাভারতে উল্লেখিত গ্রামটিতে পরবর্তীকালে রচিত হয় বৈষ্ণব জগতের এক স্বর্ণালী ইতিহাস। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রাণপুরুষ এবং মধ্যমণি শ্রীমন নিত্যানন্দ ঠাকুর ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দে এই একচক্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম সমাজ সংস্কারক নদিয়া বিহারী তথা নিমাই পন্ডিতের অন্যতম সহচরী হয়ে ওঠেন তিনি। রচিত হয় চৈতন্য যুগের এক নতুন সোপান। তারাপীঠ তন্ত্রপীঠের অনতি দূরে দক্ষিণ অংশে এই একচক্রের অবস্থান হওয়ায় তন্ত্রের আধিক্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত মলিনময় ছিল। কিন্তু চৈতন্য যুগে নিত্যানন্দ ঠাকুরের সংকীর্তন আন্দোলনের জোয়ারে ক্রমে তন্ত্রসাধনার আলো ক্ষীণ হয়ে বৈষ্ণব সাধনার আলো উজ্জ্বল হতে থাকে। এই নিত্যানন্দ ঠাকুর গ্রামবাসীর সকলের কাছে নিতাই নামে পরিচিত ছিলেন । নিতাই এর বংশপরিচয় সম্বন্ধে ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তার পিতা ছিলেন শ্রী মুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি হাড়ো ওঝা নামে জনপ্রিয় ছিলেন।

'সর্বশাস্ত্রে হাড়ো ওঝা হইল পন্ডিত।
হাড়াই পন্ডিত নাম হইলা বিদিত।।'

নিত্যানন্দ ঠাকুরের পিতা হাড়াই পন্ডিত ময়ূরেশ্বরের রাজা মুকুট নারায়ণের কন্যা পদ্মাবতীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এই বিবাহকে ঘিরে এক জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে। ময়ূরেশ্বরের রাজাধিরাজ মুকুট নারায়ণ যখন তার কন্যা পদ্মাবতী দেবীর বিবাহের জন্য কোন পাত্র মনস্থ করতে পারছিলেন না। তখন তিনি একরাত্রে সিদ্ধান্ত নেন, পরবর্তী রাত্রি প্রভাতে যে পুরুষের সাথে তার প্রথম সাক্ষাৎ হবে তার হাতেই তিনি কন্যা পদ্মাবতীকে সমর্পন করবেন। রাত্রি প্রভাত হলে তিনি দেখতে পান এক ব্রাহ্মণ তার বাগান থেকে পুষ্প চয়ন করছেন। রাজা মুকুট নারায়ন তার পরিচয় নিয়ে জানতে পারেন সেই ব্যক্তি হলেন একচক্র নিবাসী মুরারীর পুত্র মুকুন্দ। জাতিতে শান্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ দেখে রাজা শেষ পর্যন্ত তার কন্যা পদ্মাবতীর সাথে মুকুন্দের বিবাহ সম্পন্ন করেন। এই হাড়াই পন্ডিত ওরফে মুকুন্দ ওঝা সাত পুত্র সন্তানের পিতা ছিলেন। সেই সাত পুত্র সন্তান হলেন যথাক্রমে নিত্যানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, সর্বানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, প্রেমানন্দ, বিশুদ্ধানন্দ ।

পদ্মাবতী দেবী ও মুকুন্দ ওঝার কোল আলো করে জ্যেষ্ঠ সন্তানরূপে নিত্যানন্দ ঠাকুর যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেন বর্তমানে সেই স্থানটিকে একচক্র গর্ভবাস নামে অভিহিত করা হয়। কথিত আছে, পদ্মাবতী দেবী আসন্ন প্রসবা থাকাকালীন এক মুনি এই স্থানে এসে দুহাত তুলে বলতে থাকেন 'এখানে গর্ভবাস, এখানে গর্ভবাস।' একচক্র গর্ভবাসেই বর্তমানে একটি সূতিকা মন্দিরের প্রতিস্থাপনা রয়েছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি প্রস্তর বেদী বিদ্যমান। নিত্যানন্দ ঠাকুর যেহেতু মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাই এই তিথিকে কেন্দ্র করে ভক্তদের ঢল নামে সূতিকা মন্দিরটিতে। নানা রকম বৈদিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মহাসমারোহে পালিত হয় নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী উৎসব। গর্ভবাস মন্দিরের পূর্বে চোখে পড়ে একটি জলাশয় কুন্ড। নিত্যানন্দ ঠাকুরের ব্যবহৃত জলাশয় কুন্ডটি ভক্তদের নিকট পরম পবিত্র নিত্যানন্দ কুণ্ড নামে পরিচিত। নিত্যানন্দ কুন্ডের অতি সন্নিকটে এক সুবিশাল প্রাচীন বটবৃক্ষ দৃশ্যমান। নিত্যানন্দ ঠাকুরের জন্মের কিছুদিন পরেই এই বটবৃক্ষের তলে সূতিকা ষষ্ঠী পুজো হয়েছিল। তারপর থেকেই স্থানটি ষষ্ঠীতলা নামে বিখ্যাত। বটবৃক্ষের পাশাপাশি রয়েছে সুউচ্চ অশ্বত্থ গাছ। সমসময়ের বৈষ্ণব প্রাণপুরুষ নিমাই পন্ডিতের অগ্রজ ছিলেন বিশ্বরূপ মিশ্র। বিশ্বরূপের সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণকালীন নতুন নাম হয় পরিব্রাজক শ্রী শঙ্করারাণ্যপুরী। কথিত আছে, এই পরিব্রাজক সন্ন্যাসী ভ্রমণকালীন কোন এক সময় এই অশ্বত্থ বৃক্ষতলে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম করেছিলেন। তদীয় দিব্য স্মৃতির প্রেক্ষিতে সেই অশ্বত্থ তলা আজ বিশ্বরূপ তলা নামে পরিচিত হয়েছে। অনতি দূরেই আরও এক প্রাচীন বৃক্ষ বকুলতলা আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপটে বিশেষ মহিমান্বিত। নিত্যানন্দ ঠাকুরের আবির্ভাবকালীন গর্ভের অবশিষ্টাংশ এই বকুল গাছের তলায় পুঁতে রাখা হয়েছিল। তাই স্থানটি 'নাড়িপোঁতা' নামেও পরিচয় লাভ করেছে। তৎকালীন বকুল বৃক্ষটির শাখা-প্রশাখা সমূহ ক্রমশঃ সর্পাকৃতির রূপ ধারণ করেছিল। কিন্তু পূর্বের ঐ বৃক্ষরাজ অবলুপ্ত হলেও বর্তমানে প্রতিনিধি স্বরূপ একটি বকুল বৃক্ষ এখনও দৃশ্যমান আছে।

এই সকল দর্শনীয় স্থান গুলির নিকটস্থ সর্বাকর্ষক স্থাপনাটি হল নিতাই বাড়ির মন্দির। আধুনিকতার মোড়কে এই সুবিশাল অপূর্ব শৈলী স্থাপনাটি সকলের নজর কাড়ে। অত্রমূল মন্দিরের গর্ভে রয়েছে তিনটি প্রকোষ্ঠ। যার মধ্যমণি কোঠায় বিরাজমান শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গের কিশোর মূর্তি। বাম প্রকোষ্ঠে নৃত্যরত শ্রী গৌরাঙ্গের বিগ্রহ ও শ্রী রাধা কৃষ্ণের যুগল বিগ্রহদ্বয় এবং ডান প্রকোষ্ঠে আরো ভিন্ন বিগ্রহ রয়েছে।

গ্রামটির প্রবেশের পথে চোখে পড়ে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে তৈরি এক সুবৃহৎ দেবালয়ের। বহুপ্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য বহনকারী জগন্নাথ মন্দিরটি এক সময় জীর্ণ প্রায় অবস্থাতেই ছিল। বর্তমানে এই মন্দিরটি আধুনিকতার ছোঁয়ায় আরো সুন্দরভাবে সুসজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতের সাক্ষ্য বহনের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই মন্দির সৃষ্টির ইতিহাস না জানলে তার মহিমা প্রকাশে কিছুটা খামতি থেকে যায়। অতীত কালে বাঙালি হিন্দু সমাজে পুরীর জগন্নাথদেবের দর্শন অত্যাবশক ছিল। সেই পুরী যাত্রার একমাত্র মাধ্যম ছিল হেঁটে যাওয়া। নিত্যানন্দ ঠাকুরের পিতা হাড়াই পণ্ডিত বার্ধক্য বয়সে পুরী যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেন। কিন্তু তা ছিল হাড়াই পন্ডিতের কাছে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। নিত্যানন্দ ঠাকুর তখন তার পিতার মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে এই স্থানেই একটি জগন্নাথ মন্দির প্রতিস্থাপন করেন ।তখন থেকে এই জগন্নাথ দেবের মন্দিরটি তার নিজ মহিমায় বিভিন্ন দিকে প্রচার হতে থাকে। মন্দিরটির পাশেই অবস্থিত হাড়াই পণ্ডিত সেবিত ভূগর্ভস্থ অনাদি লিঙ্গের একটি মন্দির। শ্রী শিবানন্দ গিরি গোস্বামী দ্বারা যে মন্দিরটি পরবর্তীতে নবনির্মিত হয়েছে।

এগুলি থেকে কিছুটা এগিয়ে গেলে চোখে পড়বে শ্রী বঙ্কিম দেবের নাট্য মন্দির বা বাঁকারায় বাড়ি। সেখানকার গ্রামবাসীদের নিকট সর্বাধিক জনপ্রিয় এই মন্দিরটি। মন্দিরের গর্ভগৃহে রয়েছেন শ্রী বাঁকারায়, দক্ষিণে শ্রী জাহ্নবা মাতা এবং বাম ভাগে শ্রীমতি রাধারানী। বহুস্মৃতি বিজড়িত মন্দিরের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তবুও সর্বজনবিদিত ইতিহাসের উল্লেখ না থাকলে রচনার মধ্যে অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। গৌড়ীয় পরম্পরা ধারার ভক্তরা বিশ্বাস করেন এই মন্দিরের মূল শ্রী বিগ্রহ বাঁকারায়ের মধ্যেই নিত্যানন্দ ঠাকুর অন্তর্ধান লীলা করেন। আবার সেই বিগ্রহটির প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং নিত্যানন্দ ঠাকুর নিজেই ছিলেন। বাঁকারায়ের বাম ভাগে অবস্থিত রাধারানীর বিগ্রহটিকে গ্রামটির নিকটে অবস্থিত অপর একটি গ্রাম ভড্ডাপুরে একটি নিম বৃক্ষের নিচ থেকে পাওয়া যায়। তাই এই রাধারানী জনমুখে ভড্ডাপুরের রাধারানী বলেই পরিচিত। এই গেল মন্দির সৃষ্টির অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এতদিন গ্রামের জনপ্রিয়তা শুধু দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে সেখানের মূল আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইসকনের অতিসৌন্দর্যান্বিত নবনির্মিত মন্দিরটি। নিত্যনৈমিত্তিক বিদেশি ভক্তের আনাগোনা গ্রামের অর্থনীতিতে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। আরতি-কীর্তন, হরিনাম সঙ্কীর্তনে মুখরিত হয়ে থাকে ইসকন মন্দির সংলগ্ন চারিপাশ। মন্দিরটিতে ভিন্ন স্বাদের রকমারি প্রসাদের সুবন্দোবস্ত থাকায় ভক্তের সমাগম সর্বাধিক বেশি থাকে সেখানেই। তার পশ্চিমভাগে অবস্থিত বৃহৎ আকারের গোশালাটি দর্শনার্থীদের নিকট সর্বাধিক ভালো লাগার একটি জায়গা। এখানে প্রায় শতখানেক বিভিন্ন জাতের গোপালন করছে ইসকন কর্তৃপক্ষ।

মনমুগ্ধকর দর্শনীয় স্থানগুলির পারিপার্শ্বিক রহস্যজনক স্থানের অস্তিত্বও বিদ্যমান এখানে। গ্রামের অন্তিম প্রান্তে বারো বিঘা জমির মধ্যস্থলে একটি জলাশয় কুন্ড রয়েছে। সেই কুণ্ডের অভ্যন্তরে একটি বহু প্রাচীন মন্দিরের চূড়া সর্বদাই দৃশ্যমান হয়ে থাকে। বাকি অধিকাংশ ভাগই জলের গভীরে নিমগ্ন হয়ে আছে। এই স্থানটিকে সর্বতীর্থ হাঁটুগাড়া বা জানুকুন্ড নামে অভিহিত করা হয়। পৌষ সংক্রান্তি তিথিতে এই জানুকুন্ডে মহাসমরোহে পালিত হয় তার বাৎসরিক উৎসব। দিনটিতে গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে মেতে ওঠে গোষ্ঠ লীলা গানে এবং সকলের মাঝে সেইদিন মহাপ্রসাদ বিতরণ হয়ে থাকে।

পরিশেষে, নিত্যানন্দ ঠাকুরের বাল্যকালের লীলাক্ষেত্র একচক্র গ্রাম ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। গ্রামের অলি গলির বাঁকে মিশে থাকা ইতিহাসগুলিকে আজও কান পাতলেই শোনা যায়। কালের বিবর্তনে সেই সব ঘটনাগুলির প্রমাণ নির্ভরতা নিয়ে কিছুটা প্রশ্ন তো থেকেই যায়। কিন্তু যুগান্তরের চাকায় বিবর্তিত সেই সব গ্রাম্য ইতিহাসগুলির সাক্ষী হয়ে রয়ে যায় শাল-অশ্বত্থ-বটের পেয়াদারা। ছাতিম, পলাশ আর বুনো ফুলের ঘ্রাণ মিশে সুবাসিত করে তোলে ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলিকে। মৃগনাভির কস্তুরীময় প্রতি ভোরবেলায় রচিত হয় কোন এক নতুন নতুন ইতিহাস। অসংখ্য জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঐ নিদর্শনগুলিই পরবর্তীতে পুণ্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের কাছে মুক্ত-মানিক্যের সমতুল্য হয়ে ওঠে। ছোট্ট এই গ্রামটির ইতিহাস আর তার শস্য শ্যামলা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রূপমাধুর্য একবার দর্শনেই সকলের হৃদয়স্পর্শী হয়ে থাকে।